প্রিয়া ও মানসী

শ্রীগৌতম সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড়টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিয়া ও মানসী

পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী

শ্রীচরণেষু—

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

প্রেয়া ও মানসী

সুশান্ত উপন্যাস লিখ্ছে। পৃথিবীর আর একটি অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনা হয়তো হ'লো সুশান্তর জীবনে। একটি নয়, দুটি নয়— পঞ্চাশটি পাতা সে গুনে গুনে লিখে শেষ করেছে। এমনি দুটি ক'রে পাতাও যদি সে লিখে যেতে পারে, একদিন তার উপন্যাস শেষ হবে। বার্ণাড শ'রও শেষ হয়েছিলো : তিনিও লিখে রাখতেন এমনি দুটি ক'রে পাতা। কে বল্তে পারে, ঈশ্বরের রাজ্যে আর-একটি বার্ণাড শ' জন্মলাভ করছে কিনা? সুশান্ত একথা বিশ্বাস করে—খুবই বিশ্বাস করে, সেই হবে পৃথিবীর নবতম বিস্ময়।

উপন্যাস সে লেখেনি, তার কারণ এ নয় যে, সে উপন্যাস লিখ্তে পারেনা। লিখেছে সে কবিতা, লিখেছে সে গল্প। এমনও হ'তে পার্তো কোন উপন্যাসই সে লিখ্লো না জীবনে, হ'তে পার্তো তার খণ্ড খণ্ড লেখাগুলি নিয়েই সে অমর হ'য়ে রইলো। কিন্তু তবু সে লিখ্লে উপন্যাস—যা সে লেখেনি এতকাল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখেছেন উপন্যাস, আরো অনেকে লিখেছে—শুধু সে-ই লেখেনি। আজ লিখ্ছে। এই না-লেখারও যেমন একদিন তার যুক্তি ছিলো না, আজ লেখারও তেমনি

যুক্তি নেই। সে লিখ্ছে এইটিই সত্য। অনন্তকালের বুকে এই সত্যই রইবে বড় হয়ে।

সুশান্ত তার উপন্যাসে এনেছে মীর্ণাকে। মীর্ণার জীবনে গতকাল নাই, আছে আগামীকাল। সে মদ খায়—রোজই খায়: প্রতি মুহূর্ত্তের পানীয় তার। মীর্ণার অসামান্য রূপলাবণ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টির এক চরমতম বিকাশ। মীর্ণা সেকথা ভাল ক'রেই জানে। দেহগঠনে বিধাতাও যেমন কোন খুঁত রাখেননি, সেও রাখ্তে চায় না কোন ত্রুটি কোন দিক দিয়ে। সে বলে, আমি বিধাতার 'এক্সেপ্সনাল এক্সপেরিমেণ্ট': আমাকে বিধাতা বধূ হবার জন্য গড়েন নি।

মীর্ণা মদ খায়: কত লোকে কত কথা বলে। লোকের কথাকে তুচ্ছ ক'র্বার মত শক্তি সে অর্জন ক'রেছে। বলে, মতের অমিল হ'লেই লোকে চীৎকার করে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত। একদল থাক্বেই চীৎকার ক'র্বার জন্যে, সে আমিই বা কি ক'র্বো, তুমিই বা কি ক'র্বে। Let them bark.

সুশান্ত আজো লিখ্লে তার উপন্যাসের অনেকখানি।—এমনি সে রোজই লেখে দুটি ক'রে পাতা। লেখার সময় আরো ছিলো কিন্তু বাতির তেল আর ছিলো না, তাই মধ্যপথেই তাকে থেমে যেতে হ'লো। একদা তেল যখন ছিলো প্রচুর তখন সুশান্ত উপন্যাস লেখেনি, আজ অভাবের দিনে এমন ক'রে তার উপন্যাস লিখবার কি কোন মানে হয়? তখন সে লিখ্তে পার্তো একটু একটু ক'রে, সারারাত ধ'রে: ফুরুতো না বাতির তেল, হারাতো না মনের

বল। আজ তাকে লিখতে হ'চ্ছে বাতির পরমায়ু হিসাব ক'রে, মনকে তীব্র শাসন ক'রে। নাঃ, কাল সে দু' পয়সার তেলই আন্‌বে। তেল হয়তো আস্‌বে কিন্তু তার আর-একটা দিকে ধ'র্‌বে টান। সে সুশান্ত যে না-জানে এমন নয়, তবু তাকে সহ্য ক'র্‌তে হবে। একদা চুরুটের খরচ বাড়াতে গিয়ে তাকে চা ছাড়্‌তে হ'য়েছিলো, সেও আছে তার মনে। আজো না-হয় আর-একটা কিছু ছাড়্‌বে। কি ছাড়্‌বে?—চুরুট? অসম্ভব। চুরুট না-হ'লে সে একলাইনও লিখ্‌তে পার্‌বে না। তবে ভাত?—সেই ভাল। একবেলা সে খাবে না কিম্বা কম খাবে। ভাত কম খেলে মানুষ মরে না—আর, তারা মরবার জন্যে জন্মায়ও নি।

ব্যস্‌, তেল আনবার একটা সহজ মীমাংসা ক'র্‌তে পেরে সুশান্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। উপন্যাস যে তাকে লিখ্‌তেই হবে: রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখেছেন উপন্যাস, আরো লিখেছে অনেকে।

সুশান্ত সেই অন্ধকার ঘরে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। এখন তার কিচ্ছু ক'র্‌বার নেই। ঘুমোতেও সে পার্‌ছে না, আর লিখ্‌তে তো পার্‌ছেই না। এ যে কত বড় ট্রাজেডি সুশান্ত সেদিন তীব্র-ভাবে অনুভব ক'র্‌লে।

সাম্‌নের একটা বাড়িতে মিছিমিছি আলো জল্‌ছে—হাঁ, মিছিমিছিই তো। চুপ ক'রে ব'সে থেকে আলো জ্বালাবার কি কোন মানে হয়? ব'সে থাকা মানেই—আমি নিলাম সকল কাজ থেকে অবসর, এ সময় তোমরা আমাকে আর কিছু বলো না।

যুক্তি নেই। সে লিখ্ছে এইটিই সত্য। অনন্তকালের বুকে এই সত্যই রইবে বড় হয়ে।

সুশান্ত তার উপন্যাসে এনেছে মীর্ণাকে। মীর্ণার জীবনে গতকাল নাই, আছে আগামীকাল। সে মদ খায়—রোজই খায়ঃ প্রতি মুহূর্ত্তের পানীয় তার। মীর্ণার অসামান্য রূপলাবণ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টির এক চরমতম বিকাশ। মীর্ণা সেকথা ভাল ক'রেই জানে। দেহগঠনে বিধাতাও যেমন কোন খুঁত রাখেননি, সেও রাখ্তে চায় না কোন ত্রুটি কোন দিক দিয়ে। সে বলে, আমি বিধাতার 'এক্সেপসনাল এক্সপেরিমেণ্ট' ঃ আমাকে বিধাতা বধূ হবার জন্য গড়েন নি।

মীর্ণা মদ খায় ঃ কত লোকে কত কথা বলে। লোকের কথাকে তুচ্ছ ক'র্বার মত শক্তি সে অর্জন ক'রেছে। বলে, মতের অমিল হ'লেই লোকে চীৎকার করে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত। একদল থাক্বেই চীৎকার ক'র্বার জন্যে, সে আমিই বা কি ক'র্বো, তুমিই বা কি ক'র্বে। Let them bark.

সুশান্ত আজো লিখ্লে তার উপন্যাসের অনেকখানি।—এমনি সে রোজই লেখে দুটি ক'রে পাতা। লেখার সময় আরো ছিলো কিন্তু বাতির তেল আর ছিলো না, তাই মধ্যপথেই তাকে থেমে যেতে হ'লো। একদা তেল যখন ছিলো প্রচুর তখন সুশান্ত উপন্যাস লেখেনি, আজ অভাবের দিনে এমন ক'রে তার উপন্যাস লিখবার কি কোন মানে হয়? তখন সে লিখ্তে পার্তো একটু একটু ক'রে, সারারাত ধ'রে ঃ ফুরুতো না বাতির তেল, হারাতো না মনের

বল। আজ তাকে লিখতে হ'চ্ছে বাতির পরমায়ু হিসাব ক'রে, মনকে তীব্র শাসন ক'রে। নাঃ, কাল সে দু' পয়সার তেলই আন্‌বে। তেল হয়তো আস্‌বে কিন্তু তার আর-একটা দিকে ধ'র্‌বে টান। সে সুশান্ত যে না-জানে এমন নয়, তবু তাকে সহ্য ক'র্‌তে হবে। একদা চুরুটের খরচ বাড়াতে গিয়ে তাকে চা ছাড়্‌তে হ'য়েছিলো, সেও আছে তার মনে। আজো না-হয় আর-একটা কিছু ছাড়্‌বে। কি ছাড়্‌বে?—চুরুট? অসম্ভব। চুরুট না-হ'লে সে একলাইনও লিখ্‌তে পার্‌বে না। তবে ভাত?—সেই ভাল। একবেলা সে খাবে না কিম্বা কম খাবে। ভাত কম খেলে মানুষ মরে না—আর, তারা মরবার জন্যে জন্মায়ও নি।

ব্যস্, তেল আনবার একটা সহজ মীমাংসা ক'র্‌তে পেরে সুশান্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। উপন্যাস যে তাকে লিখ্‌তেই হবেঃ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখেছেন উপন্যাস, আরো লিখেছে অনেকে।

সুশান্ত সেই অন্ধকার ঘরে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। এখন তার কিচ্ছু ক'র্‌বার নেই। ঘুমোতেও সে পার্‌ছে না, আর লিখ্‌তে তো পার্‌ছেই না। এ যে কত বড় ট্রাজেডি সুশান্ত সেদিন তীব্র-ভাবে অনুভব ক'র্‌লে।

সাম্‌নের একটা বাড়িতে মিছিমিছি আলো জ্বল্‌ছে—হাঁ, মিছিমিছিই তো। চুপ ক'রে ব'সে থেকে আলো জ্বালাবার কি কোন মানে হয়? ব'সে থাকা মানেই—আমি নিলাম সকল কাজ থেকে অবসর, এ সময় তোমরা আমাকে আর কিছু বলো না।

অন্ধকারেও যখন এই রকম ব'সে থাকা চলে, আর যেখানে তা চলে, সেখানে ওটা অপব্যয় ছাড়া আর কি। এই যে আমি ব'সে আছি —নিরর্থক ব'সে আছি, এখানে আলো জ্বল্‌লেই অশোভন হ'তো। তা ছাড়া অন্ধকারের একটা স্নিগ্ধস্পর্শ আছে যেটা বিশ্রামের সময় একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনেকে আলো না-জ্বেলে ঘুমুতে পারে না কিন্তু আমি পারি—অন্ধকারে আমি সবকিছু করতে পারি, কেবল লিখ্‌তে পারি না। ব'লে সুশান্ত আপন মনেই খানিকটা হেসে নিলে।

এমন সে মাঝেমাঝেই হাসে। কারণে, অকারণে—অনেক সময় ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও হাসে। যারা শোনে তারা অবাক হয়। কিন্তু সুশান্ত কাঁদে না—মানে, কাঁদ্‌তে পারে না। ও বলে, তার 'ডিফেক্‌টিভ্ আই।'

সুশান্ত সম্বন্ধে এমনি অনেক কথাই ব'লবার আছে। আপনারা কতটুকুই-বা তার জানেন—জানেন, সে একজন সাহিত্যিক। অবশ্য এইটিই তার সব চেয়ে বড় পরিচয়, কারণ এরই মধ্যে রইলো তার প্রচ্ছন্ন দৈন্যের একান্ত ইতিহাস। একদা তারও ঘরে জ্বলেছে ইলেক্‌ট্রিক বাতি, তখন ছিলো তার বাপ। সেদিনের অনেক চিহ্নই আজো পুরোনো দেয়ালের কলঙ্ক হ'য়ে আছে। সুশান্ত সেগুলোর দিকে চেয়ে হাসে। বড় হল-ঘরটায় চামচিকা ক'রেছে বাসা। তাদের নিরবচ্ছিন্ন দুঃসহ চীৎকারে সুশান্তর আর ভয় নেই। আরো অনেকে নিয়েছে আশ্রয়—যাদেরকে সুশান্ত দুর্নিবার ব'লে অনুকম্পা ক'রেছেঃ যেমন ইঁদুর, আরসুলা। এরা ক্ষতি

করে—সুশান্তর অনেক লেখার এরা অপগতি ক'রেছে। আর ক্ষতি ক'রেছে তার স্ত্রী—পাশেই আছে তার চিররুগ্না স্ত্রী। সে যদি না আস্তো তার জীবনে, হয়তো সে অনেক কিছুই ক'রতে পারতো।—হাঁ, পারতো বই কি, এমনি অনেকেই তো ক'রেছে।

ডাক্তার ব'লেছে তার যক্ষা হ'য়েছে। সুশান্তও নিশ্চিন্ত হ'য়েছে : মনে মনে সে স্ত্রীকে আশীর্বাদ ক'রলো। এই আশীর্বাদটুকুই সে ক'রতে পারে, আর কিছু সে পারেনি। সবাই জানলে সুশান্ত কিছু ক'রলে না, কিন্তু এ কি তারা জানে না, যে চলে যাচ্ছে সে সুশান্তরই স্ত্রী ?

সুশান্ত কতবার মনে ক'রেছে, একখানা ভাল কাপড়—সত্যি-কারের ভাল কাপড় কমলাকে এবার কিনে দেবে। কি চমৎকারই না মানাতো তাকে! দেহে এবং রং-এ কোন খুঁতই তো ছিলো না, কিন্তু সুশান্ত আজো পারে নি সেই কাপড় কিনে দিতে। আজ কমলা চলে যাচ্ছে : আর কিছুদিন থাকলে হয়তো সে পারতো। বেশী নয়, মাস দুই। এই দু'মাসে সে উপন্যাসখানা নিশ্চয় শেষ ক'রবে। তার চিরদিনের সাধ—

মনে ক'রেও সুশান্তর মুখখানা খুসীতে ভ'রে উঠলো। কিন্তু কমলা অতদিন বাঁচবে কিসের জোরে ? ওষুধ তো পরের কথা. একটু দুধও সে দিতে পারে না। কমলাও জানে, তার দেবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ সুশান্তর মনে পড়লো, রোগীর ঘরে তো একটা আলো জ্বলছে—সেই আলোটা নিয়ে এসে সে এখনো অনায়াসে কয়েকট

পাতা লিখ্‌তে পারে। এ-বাড়ীতে আলোর অভাব কমলাও তো জানে। তার হয়তো ঐ আলোটার কোন প্রয়োজনই নেই কিন্তু সুশান্তর সেটা কাজে লাগ্‌বে। এই নিরর্থক আলোটা ওঘরে পড়ে থাকারও যেমন কোন মানে হয় না, তারও তেমনি এই অন্ধকারে ব'সে থাকার কোন মানে হয় না।

সুশান্ত অন্ধকারেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। দোর ঠেলে ঘরে ঢুক্‌তেই কমলা বল্‌লে, আবার তুমি এসেছো! এঘরে এসো না গো, এসো না—বড় ছোঁয়াচে রোগ: তুমি ভাল থাকো, এইটুকুই দেখে যাই। লক্ষ্মিটি, খুব বেশী দরকার না হ'লে তুমি এসো না।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বল্‌তে বল্‌তে সুশান্ত চোরের মত পালিয়ে এলো।

আলো তার আনা হ'লো না। না হোক্‌, আজ সে নাই-বা লিখ্‌লে। আর কতটুকুই বা লিখ্‌তে পার্‌তো সে। বরং সে ভালোই ক'রেছে, রোগীর ঘরে আলো না রাখ্‌লে তার খুবই অন্যায় হ'তো। হয়তো কমলা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তো,—আর যা তার ভয়! একবার একটা রবারের নেংটে ইঁদুর সুশান্ত তার গায়ের ওপর ফেলে দিয়েছিলো, কমলা বাড়ীময় লাফিয়ে বেড়িয়েছিলো। না, সুশান্ত ভালই ক'রেছে। আলোটা নিয়ে আসার পাশবিকতা থেকে কমলাই তাকে বাঁচালো। এমনি কত দুষ্কৃতি থেকেই না কমলা তাকে বাঁচিয়েছে! কমলা একটা পরিপূর্ণ গৃহিণী। তাকে নিয়ে যে-কেউ সোনার সংসার গড়্‌তে পার্‌তো। তার মধ্যে 'পার্টস্‌' ছিলো কিন্তু বে-হাতে প'ড়ে তার সব ছারখার হ'য়ে গেলো।

প্রিয়া ও মানসী

একটা ঝিঁঝিঁ পোকা কি ক'রে সুশান্তর ঘরে ঢুকে পড়েছে। অবশ্য তার দোষ নাই, অন্ধকার পেয়েই সে এসেছে। বাইরের অন্ধকারে আর ঘরের অন্ধকারে তো কোন প্রভেদ নেই, সে মনে ক'রেছে আমি ঠিকই আছি: পাশেই আছে আমার রাংচিতার বেড়া, ঘাঁটু ফুলের বন। সুশান্ত আপন মনেই হেসে উঠ্‌লো।

সুশান্ত আজ লিখ্‌ছে। অবিশ্রান্তভাবে লিখ্‌ছে এবং সারাদিনরাত সে লিখ্‌বে। তেল সে আনিয়েছে, আর আনিয়েছে রোগীর জন্য একগোরা ডুপ। দিনে সে আজ খাবেনা—বলে, একটা বেলা নাই বা খেলো সে। বরং ভালোই হবে, খাওয়ার সময়টুকুকে পর্যন্ত সে কাজে লাগাতে পারবে।

তাই সে লাগালে। সে লিখ্‌ছে—অবিশ্রান্ত লিখ্‌ছে: আজকের 'প্রগ্রেস' তার স্মরণীয় 'প্রগ্রেস।'

আহা লিখুক। সুশান্ত লিখুক। তাকে লিখ্‌তে দাও ভগবান! কোনগতিকে একবার যদি তার লেখা বন্ধ হয়, তবে সে সাম্‌লাতে পারবে না—ক্ষুধার যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়্‌বে। সে লিখুক। ভগবান, তাকে লিখ্‌তে দাও!

সুশান্তর উপন্যাসে এসেছে এবার অজিত। অজিতকে সেদিন রাত-দুপুরে নীর্ণাই বাড়ী পৌঁছে দিলে। বল্‌লে, 'পুওর চ্যাপ।'

শশাঙ্ক 'ড্রাইভ' ক'র্‌তে ক'র্‌তে জিগ্‌গেস্ ক'র্‌লে কার কথা ব'ল্‌ছো?

—ও আপনি বুঝ্‌বেন না শশাঙ্কবাবু, যারা 'পুওর' তাদের কথা ব'লেছি।

—ও। কিন্তু গাড়ী কি সারারাত্রি ধ'রেই চল্‌বে?

—চলুক না। আপনি তো অজিতবাবু নন।

—না, তা নই। ব'লে শশাঙ্ক দিগন্তের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'র্‌লে।

—জানেন শশাঙ্কবাবু, আমি তাদেরকেই ঘৃণা করি যারা মদ খেয়ে চোরের মত বাড়ী ঢোকে। ঐ অজিত বাড়ী গিয়ে কি ক'র্‌বে জানেন? চুপ ক'রে লক্ষ্মীছেলের মত বৌ-এর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়্‌বে। উচ্ছৃঙ্খল হওয়া একটা কতবড় আর্ট জানেন? সে ঐ অজিত হতে পার্‌বে, না আপনি পার্‌বেন?

—কেন, আবার আমার কথা কেন। ব'লে শশাঙ্ক স্টিয়ারিং-এর বেগ সাম্‌লাতে লাগ্‌লো।

—উচ্ছৃঙ্খল মানে জানেন শশাঙ্কবাবু? আমি চরিত্রহীনকে ঘৃণা করি কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলকে নয়।

—দুটোই কি এক নয়? গাড়ী থামিয়ে শশাঙ্ক জিগ্‌গেস ক'র্‌লে।

—আপনি বড় নির্বোধ শশাঙ্কবাবু, কথা ব'ল্‌বেন তাও গাড়ী থামিয়ে! তার চেয়ে কথাই থামুক, গাড়ী চলুক। হাঁ, কি ব'ল্‌ছিলেন, দুটোই এক কি না? না, দুটো এক নয়। আজো আপনাদের বুঝ্‌বার সময় আসেনি, যেদিন আস্‌বে সেদিন এমন ক'রে আর অপরকে জিগ্‌গেস্‌ ক'র্‌বেন না।

শশাঙ্ক হঠাৎ গাড়ীটা দিলে ঘুরিয়ে। বললে, চলো, এবার ফেরা যাক্।

—অর্থাৎ বাকি রাতটা আর পোয়াতে চান না। ব'লে নীর্ণা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্লো।

—হাঁ তাই। এটুকুও তোমার শোনা দরকার।

নীর্ণা এবারেও চীৎকার ক'রে হাস্তে চাচ্ছিলো কিন্তু হাস্লে কথাটুকু আর বলা হয় না, তাই না-হেসে সে কথাই বল্লে, আপনাদের বাইরে বেরোনো উচিত নয়। বেরোলেও, একজন রক্ষক নিয়ে—মানে, বড়লোকদের যেমন ছেলে আগ্লাবার জন্য একজন ক'রে থাকে, তাই নিয়ে বেরোনো উচিত।

সুশান্তকে হঠাৎ থাম্তে হ'লো, কারণ তার চুরুটের আগুন গিয়েছিলো নিভে। কিন্তু দেশলাইটা জ্বাল্তে গিয়ে তার মনে পড়্লো, এইটুকুই তার সম্বল: এইটুকু নিয়ে তাকে সারারাত্রি লড়াই ক'র্তে হবে। কাল তেলের কথাটাই ভেবেছে, ভাবেনি চুরুটের কথা। একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা সুশান্ত ক'র্তেই পার্লে না। কিন্তু চুরুট না খেয়েই বা সে করবে কি! এই চুরুটের জন্যেই কি তাকে আজ লেখা বন্ধ ক'রতে হবে? আচ্ছা, চুরুট সে খায়নি কতক্ষণ? দগ্ধ চুরুটটা হাতে ক'রে সুশান্ত মনে ক'র্বার চেষ্টা করে। হয়তো মাঝখানের যে ফাঁকটা অনাদি অনন্ত ব'লে মনে হ'চ্ছে সেটা কিছুই নয়, একটা মহা ফাঁকি—আর একটা চুরুট খাবার কাঙাল-তাগিদ্। তা হয়তো হ'তে পারে, তবু সুশান্ত এবার চুরুট খাবে। এই টুক্রো-চুরুটটা চার বারে খাবে। এর

চেয়ে সহজ মীমাংসা আর কি হ'তে পারে? অর্থাৎ চারবারের বেশী সে লেখা থামাতে পারবে না।

সুশান্ত এক নিশ্বাসে আবার খানিকটা লিখে গেল। মীর্ণার তপ্ত-সান্নিধ্য সুশান্তকেও ক'রেছিলো উত্তেজিত, তাই কলমের বেগটাকে কিছুতেই সে সংযত ক'রতে পারছিলো না।

শশাঙ্ক চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গে দিলে মোটরের স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে। গাড়ী ছুট্‌লো বালিগঞ্জের দিকে।

মীর্ণা উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে 'চিয়ার-আপ' শশাঙ্ক! এই স্পীড্ যদি রাখ্‌তে পারো, তবে আজ তোমাকে নিয়েই ভাস্‌বো।

এক নির্জন প্রান্তরে শশাঙ্কের গাড়ী গেলো থেমে। সেটা এতই আকস্মিক যে মীর্ণাও হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, আর কি পথ নেই?

—না, আর পথ নেই। এখন এই একমাত্র পথ। ব'লে শশাঙ্ক দুই হাত দিয়ে মীর্ণার ঘাড়টাকে প্রবল নাড়া দিলে।

মীর্ণা এবার জোরে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে, শশাঙ্কবাবু, এর জন্যে এতটা পেট্রোল খরচ ক'র্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মীর্ণার এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে শশাঙ্কর মাথাটা গেলো নেমে। সত্যিই তো, শুধু এই জন্যেই এতটা পেট্রোল খরচ ক'র্‌বার কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ঘরে ব'সে—সেই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে মীর্ণাকে সে কতটুকুই বা ব'ল্‌তে পার্‌তো! তার সেই ছোট্ট

ঘরে মীর্ণার 'পার্সোন্যালিটি' যে কতবড় হ'য়ে দেখা দেয় সে তো জানে। আজো হয়তো শশাঙ্ক ঐ মীর্ণার কাছেই হার মানবে, আজো হয়তো পারবে না আর একটি কথাও ব'লতে, তবু যেখানে দাঁড়িয়ে সে কথা ব'লছে—তার আছে বিস্তার, তার আছে ঔদার্য। তাই এই বৃহৎ পরিমণ্ডলকে সে আপন সহায়রূপে গ্রহণ ক'রেছে।—যেখানে মীর্ণার ব্যক্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠবে না। তবু সে পারলে না আর একটি কথাও ব'লতে : পারলে না সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে।

—কি ভাবছেন? চলুন না ফিরে যাই। দেখুন আবার, ফেরবার মত পেট্রোল আছে কি না। ব'লে মীর্ণা অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে দাঁড়ালো।

—হাঁ, তা আছে।

মীর্ণা হাসলো। সে হাসি রইলো নির্জন পটভূমির ব্যাক-গ্রাউণ্ডে—যেখানে, শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে হয় কাঁপছে, না হয় কাঁদছে।

আকাশে উঠেছে একফালি চাঁদ—রাত্রি শেষের পাণ্ডুর চাঁদ। মীর্ণার মুখেও পড়েছে সেই চাঁদের আলো। বললে, সেই ভাল। চলুন, আবার সেই স্পীডে ফিরে যাই। বাকি রাতটা তবু ঘুমুতে পারবেন।

পাশের ঘর থেকে স্ত্রীর ক্ষীণ ডাক কানে এলো। সুশান্ত বিরক্ত হ'য়ে আবার একবার চুরুট ধরালে।

কাল ডাক্তারকে ব'লে একটা ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা ক'রতে হবে, তা যত টাকাই লাগুক। আমরা যারা জেগে আছি অর্থাৎ যারা

লিখবার জন্যই জেগে আছি, তাদের জন্য এই ওষুধের ঘরে ঘরে প্রচলন হোক।—ওরা কি নিঃশব্দে ঘুমুতেও জানে না? রাত্রি রাত্রির মতই স্তব্ধ হোক। চুরুটের ধোঁয়ার মত এই কথাগুলো সুশান্তর মাথায় পাক খেতে লাগ্‌লো।

—ওগো, শুনছো?

পৃথিবীর কি-এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘট্‌বে যা এতরাত্রে তাকে ডেকে না শোনালেই নয়! এইসব 'সেন্টিমেণ্ট্' ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়েদের পৃথিবীতে জন্মাবার কোন প্রয়োজনই ছিলো না। ওরা কবে জান্‌বে, ওদের কথা শোনবার জন্য মানুষের এতটুকু আগ্রহ নেই। সুশান্ত উঠ্‌লো। এবার সে এই কথাটাই ব'ল্‌বার জন্যে উঠ্‌লো, যা কিছু তোমার ব'ল্‌বার থাকে কাল ব'লো, আজ আমাকে লিখ্‌তে দাও। আর একথা কি ব'ল্‌বে,—ক্ষতিটাই তো চিরকাল ক'রে এলে, আজ একটা উপকার কর? না, থাক্। সুশান্ত আর যাই হোক্, জানোয়ার নয়।

সুশান্ত ঘরে ঢুকতেই কমলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে, আজ আমার কাছ থেকে আর যেও না—শরীরটা কেমন ক'র্‌ছে।

—চুপ ক'রে ঘুমোও, পাগলামি ক'রো না। আমার মুহূর্ত-সময়ের মূল্য তুমি বুঝ্‌বে না।

—ওগো তুমি আজ যেও না, আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে' যাচ্ছে।

—রাত দুপুরে রোগী নিয়ে সোহাগ ক'র্‌বার সময় আমার নেই,

প্রিয়া ও মানসী

পাশের ঘরে আমি লিখ্‌ছি—চীৎকার ক'রো না। সুশান্ত রুক্ষস্বরেই বল্‌লে।

কমলা চুপ ক'রেই গেলো। সুশান্ত দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মীর্ণার ঐ পরিচ্ছেদটুকু আজ তাকে শেষ ক'র্‌তেই হবে। তারপর? তারপর বোধ হয় সে শোবে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঘুমেরও তো একটু প্রয়োজন আছে। যতটুকু ঘুম স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন, ততটুকুই সে ঘুমোবে। তার অতিরিক্ত ঘুমকে সে কখনই প্রশ্রয় দেবে না। আবার কাল নতুন 'এনার্জি' নিয়ে সে লিখ্‌তে ব'স্‌বে। এই 'এনার্জি'টুকুর জন্যই তো প্রয়োজন ঐ ঘুমের।

কমলার ঘুম হ'চ্ছে না, কিন্তু সে তার কি ক'র্‌বে! সে বড় জোর তার পাশে বসে খানিকটা রাত জাগতে পারে, that's all. এর বেশী সে ক'র্‌তে পার্‌লে, কমলাকে এমন অকালে মর্‌তেই বা হবে কেন? না, কমলা মিছিমিছি রাগ ক'র্‌লে। সে কি দেখ্‌ছে না, কদিন ধ'রে সুশান্ত কি দুরূহ সাধনা ক'র্‌ছে? না, ও-রকম সেন্টিমেন্ট হ'লে তার চল্‌বে না: তা হ'লে কোনকালেই উপন্যাস শেষ হবে না। কষ্ট কার না হয়—রোগ হ'লেই কষ্ট হয়। সুশান্ত আর-একবার চুরুটটা ধরিয়ে নিলে, তারপর লিখ্‌তে ব'স্‌লো:

মীর্ণা, তোমাকে আজ দেখ্‌লাম রাত্রিশেষের শুকতারার মত। কখন উঠেছিলে কেউ দেখ্‌লাম না চেয়ে। তোমার এ-রূপ যেন নিশীথিনীর বুকে উজ্জ্বলমণি: সবাই নিলে বিদায়, তুমি রইলে হাসিমুখে চেয়ে। তোমার ঐ বিজয়িনী মূর্তির অন্তরালে মহামারণের অস্ত্র আছে। তুমি নাগিনী: তোমার দৃষ্টিতে বিষ, নিশ্বাসে বিষ!

শশাঙ্কের এই উচ্ছ্বাসে মীর্ণা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

সুশান্তর হঠাৎ যেন মনে হ'লো, এ হাসি তার পাশের ঘর থেকেই এলো। কমলা এত জোরে হাস্‌তে পারে! কিম্বা এ তার মনের ভুল? সে কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছে না কি? না, আর তার লেখা উচিত নয়,—অনেক লিখেছে সে। এবার তার কিছু খাওয়া উচিত। আর এই সময়ের জন্যই তো খাওয়া। বেশ একবাটি 'চিকেন্ ব্রথ্' আর দু'টুক্‌রো রুটি কিম্বা একটু ব্রাণ্ডি আর দু'টুক্‌রো মাংস। বেশী সে খেতে চায় না এত রাত্রে। এতরাত্রে খাওয়াও বেশী ভাল নয়। কিন্তু কি-ই বা খাবে সে আর কি-ই বা আছে তার? পেটটা জ্বলে' যাচ্ছে।—তা যাক্। একঘটি জল খেলেই ঠাণ্ডা হবে। তারপর ঘুম। বাস্তবিক ঘুমের মত এমন ক্ষুধা-নিবারক আর নেই। তুমি নেই, আমি নেই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ছায়ার মত বিলীন হ'য়ে গেল!

সুশান্ত উঠ্‌লো। কমলার দরজায় একবার কান পেতে দেখ্‌লে কিছু শোনা যায় কিনা। কিছুই শোনা গেলো না। কমলা বোধ হয় ঘুমিয়েছে। আঃ, এতক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হ'লো: কমলা ঘুমোচ্ছে এ জেনে সে এবার ঘুমোতে পারবে। সে ঘুম হবে তার পরিপূর্ণ আরামের। দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে কমলার শিয়রের কাছে এসে সে দাঁড়ালো। সত্যই কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, ঘুমোক। এই ঘুমের জন্য সে সারারাত্রি যন্ত্রণাদায়ক চেষ্টা ক'রেছে। সুশান্ত তার তপ্ত-হাতখানা কমলার কপালের ওপর রাখ্‌লে। কিন্তু এ কি! —কমলা যে বরফের মত ঠাণ্ডা! সুশান্ত পাগলের মত বুকে হাত

পায়ে—দেহের সর্বত্র হাত রেখে দেখলে। তারপর প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে, কমলা!

ভাঙা সার্সিগুলো ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে উঠ্‌লো। কমলা সত্যিই নেই: তার সুদীর্ঘ যন্ত্রণার এতদিনে অবসান হ'লো।

কমলা ব'লেছিলো আজ তার শরীর ভাল নাই—বুকটা জ্বলে' যাচ্ছে। আরো ব'লেছিলো, তুমি আজ যেও না আমার কাছ থেকে। সুশান্ত থাক্‌তে পারেনি। অতি রূঢ়-প্রত্যাখ্যান সে এই কিছুক্ষণ আগে ক'রেছে। অথচ, ঈশ্বর জানেন, কমলাকে সে কতখানি ভালবাস্‌তো; ঈশ্বর জানেন, এ বর্বরতা তার চরিত্রগত নয়।

আজ সে কোথায় এসে নেমেছে! দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে সে আজ মুখের ভদ্রতাটুকুও হারিয়েছে! সে তো ব'ল্‌তে পার্‌তো দুটো মিষ্টি কথা, বস্‌তেও সে না পার্‌তো এমন নয়। এই তো এসে ব'সেছে এবং ব'সেই হয়তো তাকে থাক্‌তে হবে বাকি রাতটা। সুশান্তর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠ্‌লো।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস একটু একটু ক'রে ঘরে প্রবেশ ক'র্‌ছে। সুশান্ত জানলাটা দিলে বেশ ভাল ক'রে খুলে। এই জানলা সে কতদিন খোলেনি। ঠাণ্ডায় কমলার কাসি বাড়বে ব'লে, সে ডাক্তারের কথাও উপেক্ষা করেছে। কমলা একদিন বলেছিলো, ওগো, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে না—দাও একবার খুলে।—সে খোলেনি। আজ খুল্‌লে। আজ আর কমলার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে না, কাসির উদ্বেগ বুকের কষ্ট হবে না,—হিমশীতল ঐ দেহ এতদিনে জ্বরমুক্ত

হ'লো। সুশান্ত আবার একবার তার হাতখানা কমলার বুকে রাখ্‌লে। না, জ্বর আর নেই—একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়েছে।

সুশান্তর একবার চীৎকার ক'রে হাস্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌লো। সে যে উপন্যাস লিখ্‌ছে: সে ব'সে আছে একটা 'সেন্টিমেণ্টাল পোজ' নিয়ে! তার শীর্ণা ব'সে আছে সেজেগুজে হয়তো তারই প্রতীক্ষায়। কত লগ্ন ব'য়ে গেল, তার নেই দেখা!

একটা কাক চীৎকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে খোলা জানলার সাম্‌নে দিয়ে উড়ে' গেল। সুশান্ত উঠে এবার দরজাটাও দিলে খুলে। আর একটু পরেই হয়তো প্রতিবেশী বিন্দুমাসী—ক্ষান্তদি চপলা-রমলায় ঘর ভর্তি হ'য়ে যাবে। জান্‌তে চাইবে, কমলা যাবার সময় কি ব'লে গেল। ব'ল্‌বে কি সে পাশের ঘরে ব'সে লিখ্‌ছিলো? নিশ্চয় তারা ক্ষমা ক'র্‌বে না। কমলাও করেনি। কতদিন তার উদাত্ত-কণ্ঠ এই লেখার বিরুদ্ধেই রুখে এসেছিলো, কি হবে এই ছাই-পাঁশ লিখে!

হয়তো কমলার কথাই সত্যি,—কি হ'লো এই এতটা কাল লিখে! পৈতৃক বাড়ীখানা সংস্কার অভাবে খসে খসে যাচ্ছে, অভাবের উলঙ্গ-তাড়নায় কমলার গায়ের গয়না একটি একটি ক'রে গিয়েছে খোয়া। এ কি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তার—প্রতিবেশী-কণ্ঠে এই বিশেষণ দিকে দিকে হ'য়েছে ঘোষিত। না, লিখে কিছু হয় না—কমলা ঠিকই ব'লেছিলো। তবে কমলা একটা কথা ঠিক বলেনি: সে ব'লেছিলো, তুমি আমার সর্বস্ব নষ্ট ক'রেছো। না তা সে করেনি। অপব্যয়ের অপকৃষ্ট-নাম এই নষ্ট—তা সে করেনি। সে

ক'রেছে প্রতিপালন—স্ত্রীকে এবং নিজেকে। উচিত হয়তো হয়নি, কারণ পুরুষ সে। এই অনুচিত অপৌরুষেয় কাজে সুশান্তও কোনদিন উৎসাহ পায়নি। হয়তো কমলাও জেনে যায়নি, কতখানি ব্যথা সুশান্ত পেয়েছে।

কমলার হাতে আছে দুগাছি সরু রুলি। এই দুটিকে সে প্রাণপণে এতকাল আগ্‌লে রেখেছে। ব'লেছিলো, এদুটি রইলো আমার সৎকারের জন্য। তুমি তো পারবে না—দেখ্‌বে, তুমিই দেখ্‌বে কত উপকার তোমার ক'রে গেলাম। আজ সেই রুলি দুগাছার দিকে সুশান্ত একদৃষ্টে চেয়ে আছে : কমলা সত্যিই তার উপকার ক'রে গিয়েছে।

সুশান্ত এবার একা। সমস্ত বাড়ীখানায় সে একা। কিন্তু এতবড় বাড়ী নিয়ে সে এবার ক'র্‌বে কি? তার থাকার পক্ষে একখানি ঘরই তো যথেষ্ট। সুশান্ত হাস্‌লে।—জোরেই হাস্‌লে। অনেকদিন পরে সুশান্ত আজ হাস্‌লে। কারণ ভগবান এইখানেই তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান ক'রেছে। না, ভগবান আছে বই কি। নইলে এই দুদিনে কি-ই বা ক'র্‌তো সে! কমলাও নাই যে গায়ের গয়না খুলে দেবে। ঠিক তারই প্রয়োজনে হয়তো 'শ্যামলী' সম্পাদকের হ'লো মৃত্যু। সুশান্ত এ ডাক অবহেলা ক'র্‌লে না। এই অপ্রত্যাশিত চাকরি পেয়ে সুশান্ত অনেকদিন পরে সেদিন পেট ভ'রে খেলো। এমন সে

বহুদিন খায়নি। ভুলে গিয়েছিলো, এসব খাদ্য পৃথিবীতে এতদিন ছিলো।

ভুলে সে এমনি অনেক কিছুই গিয়েছে। ভুলে গিয়েছে, সে একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। মাঝে মাঝে সে নিজের দৈন্যের দিকে চায়। মনে হয়, সবাই যেন তাকে দেখ্‌ছে। কেন দেখে ওরা? সুশান্ত বড় অস্বস্তি বোধ করে, তার 'পার্সোনালিটি'তে লাগে আঘাত। ওরা কি জানে না, ওদের মত সুশান্তও একদিন বড়লোক হ'তে পারে? সেও কিন্‌তে পারে অম্নি ছোট্ট এক নতুন মডেলের গাড়ী? এতদিন হয়তো সে পারেনি—এতদিন তো সে অনেক কিছুই পারেনি। এই যে সেদিন হোটেলে ব'সে ঠিক ওদেরই মত বড়লোকি-খানা খেয়ে এলো, এও তো সে এতদিন পারেনি। মোটরও সে এমনি ক'রে একদিন কিন্‌বে। এই মোটর কেনার সখ কমলারও ছিলো: ব'ল্‌তো, একখানা বেশ মোটর হবে, সন্ধ্যোবেলায় বেড়িয়ে আস্‌বো কিন্তু সে-সখ আর তার মিট্‌লো না। না, মোটর কেনা তার আর হবে না—মোটর কিনে সে কোনদিনই তৃপ্তি পাবে না। নাই বা কিন্‌লে মোটর, সে রিক্‌সা ক'রেই বেড়াবে। I hate them যারা মোটর কিনে আভিজাত্যের বড়াই করে। সুশান্ত জোরে জোরে উচ্চারণ ক'র্‌লে।

সুশান্ত আরো দেখ্‌লে চেয়ে, তার আশপাশের বন্ধুরা তাকে অতিক্রম ক'রে গেলো। সকল রকমে অতিক্রম ক'রে গেলো। সে কি তারই অক্ষমতা হেতু? এই ক'লকাতার বুকে তিন্‌টে 'বডিওয়ারেণ্ট' পেছনে নিয়ে আজো যারা মোটর চড়ে' বেড়াচ্ছে,

তাদেরকেও দেখেছে সুশান্ত। দেখেছে, তারাই এখানকার শ্রেষ্ঠ নাগরিক—তাদেরই জন্য আছে পূজার বিবিধ উপকরণ।

সুশান্ত হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। পার্‌লো না স্থির হ'য়ে ব'স্‌তে। উন্মুক্ত আকাশের তলে, পরিপূর্ণ বাতাসের মধ্যে সে খানিকটা এখন ছুট্‌তে চায়। 'ডিস্‌গাস্‌টেড্‌—ডিস্‌গাস্‌টেড্‌।' এই তার বাস ক'র্‌বার পৃথিবী! এখানে থেকেই তাকে বাঁচবার জন্য লড়াই ক'র্‌তে হবে! সুশান্ত ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লো।

এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে সুশান্ত থম্‌কে দাঁড়ালো।—কোথায় মাঠ! সেখানেও নর-নারীর মেলা! মাঠের নির্জনতাকে তারা ক'রেছে কলুষিত। সুশান্ত চাচ্ছিলো একটু নিরিবিলি কিন্তু সেই জন-বিরল দুর্লভ স্থানটি আবিষ্কার ক'র্‌তে সুশান্ত উঠ্‌লো হাঁপিয়ে।

রেড রোডের পিছনে—মাঠটা যেখানে হ'য়েছে বিস্তৃত তারই একটা কোণে সুশান্ত এসে ব'স্‌লো। দূরে 'ওয়ারলেসের' লাল আলোগুলো মূর্তিমান নিষেধের মত কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছে। আকাশে উঠেছে অসংখ্য তারা। ঠিক তারই তলায়, সবুজ ঘাসের ওপর সুশান্ত একটু ব'স্‌তে চায়। রেড রোড ধ'রে একটি তরুণী আস্‌ছে এগিয়ে। নির্ভীক তার চলার গতি, কোন দিকে নাই দৃষ্টি, শুধু আছে পড়ে পায়ের নীচে একটা লাল-কাঁকরের রাস্তা। সে কি দেখ্‌ছে আকাশে উঠেছে তারা? ওয়ারলেসের লাল আলোগুলো?

তার মীর্ণাও চলে এমনি ক'রে—মাটির পৃথিবীকে দুই পায়ে মাড়িয়ে।

সুশান্তর একবার ইচ্ছা হ'লো, মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে —'তুমি কে?' শুধু এই কথাটা—এর বেশী সে কিছু জান্‌তে চায় না। জান্‌বেই বা কি! এর বেশী যে ওদের জান্‌বার কিছু আছে সুশান্ত বিশ্বাস করে না।

কিন্তু সুশান্ত একটি শব্দও ক'র্‌তে পার্‌লে না। বরং মেয়েটি যখন তার কাছাকাছি হ'লো, সুশান্তর চোখ দুটি গেলো নেমে। সে আর চোখ তুলে চাইতেই পার্‌লে না। মেয়েদের সম্বন্ধে সুশান্ত কোনদিনই সপ্রতিভ নয়। এ সুশান্ত নিজেও জানে। বলে, তার 'ডিফেক্‌টিভ্‌ নার্ভ।'

মেয়েটি চ'লে গেলো। সুশান্ত যেন বাঁচ্‌লো। এইমাত্র তার মনে হ'লো, কথা বলার মত দুরূহ কাজ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। হৃদ্‌যন্ত্রের অপরিমেয় শক্তি না থাক্‌লে একটা মানুষ একটা মানুষীর সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে পারে না। নইলে কেন এমন হয়? সে প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছা ক'রেছে, একটা কিছু ব'ল্‌বে কিন্তু ঠিক বলার সময়টিতেই সে হ'য়েছে নার্ভাস। অথচ ওরা হয় না। মেয়েরা যখন ব'ল্‌বো মনে করে, তখন ঠিকই বলে—ঘাড় উঁচু ক'রেই বলে। এই 'অর্গানিক্‌' পার্থক্যকে সুশান্ত স্বীকার না ক'রে পার্‌লে না।

সুশান্ত সেইদিনই এসে লিখ্‌লে:

অনেকদিন পরে অজিত মীর্ণাকে পেয়েছে আজ একা। বল্‌লে, শশাঙ্কর মত আমার নেই মোটর কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার খানিকটা বেড়াতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে।

মীর্ণা খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে, অনেক ইচ্ছাই

মানুষের করে কিন্তু ক'টা তার মানুষ পূরণ ক'রতে পারে। একটু বসুন না, শশাঙ্কবাবু মোটর নিয়ে নিশ্চয় আস্‌বেন।

—না, আমি চাই তোমাকে নিয়ে একটু একা বেড়াতে।

—এইতো এখনো একা আছেন। বেড়ানোটাই না হয় হ'চ্ছে না।

—ঐ বেড়ানোটুকুর মধ্যেই থাকে রোমান্স্।

মীর্ণা আবার হাস্‌লো। বল্‌লে, অজিতবাবু, আপনারা রোমান্স কাকে বলে জানেন না। একদিন শশাঙ্কবাবুও আমাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন।

—পালাতে চেয়েছিলেন? শশাঙ্কবাবু? অজিত সবিস্ময়ে বল্‌লে।

—হ্যাঁ গো, আপনাদের রোমান্সের রাস্তা তো ঐ-পথে। যারা পালাতে পারে না, তারা দৈহিক লাঞ্ছনায় ঐ রোমান্সকেই করে ক্ষত-বিক্ষত।

অজিত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলো। বল্‌লে, শশাঙ্কবাবু একটা কাপুরুষ।

—ঐ একা-বেড়ানোর মনোবৃত্তিটাই কাপুরুষতা। মীর্ণা তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্‌লে।

—কিন্তু সত্যিই কি তুমি যাবে না আমার সঙ্গে বেড়াতে? অজিত অনুনয়ের সুরে বল্‌লে।

—যাবো, কিন্তু আজ নয়। সেদিন আমিই নেবো আপনাকে খুঁজে, আপনার কাকুতির প্রয়োজন হবে না।

—যদি আমি মোটর নিয়ে আসি কোনদিন ?

—যদির কি কোন মানে হয় অজিতবাবু ? লুব্ধ ক'র্‌লেও ঐ অনিশ্চিত শব্দকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।

অজিত পার্‌লো না আর নিজেকে সম্বরণ কর্‌তে। বল্‌লে, তুমি জানো, আজ আমি ইচ্ছে ক'রে মাতাল হ'য়েছি ? প্রচুর খেয়েছি যা তুমি ধারণা ক'র্‌তে পার্‌বে না এবং এই খাওয়ার পিছনেই ছিলো দুরন্ত কামনা তোমাকে পাবার। আমি অতগুলো পয়সা আজ বৃথা নষ্ট ক'রে যাবো না। ব'লে, অজিত তার মাথাটা শক্ত ক'রে বুকের ওপর চেপে ধ'র্‌লে।

মীর্ণা ততোধিক শক্ত ক'রে দিলে তাকে ঠেলা। অজিত সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, এতে ক'রে কী আমায় বোঝাতে চাও মীর্ণা তুমি সতী,—এই না ?

—এর উত্তর আজ আর দেবো না অজিতবাবু ! কাল মদ না খেয়ে আস্‌বেন, আমি ব'ল্‌বো।

—বেশ, তাই ব'লো। আমি চ'ল্লাম।

কিন্তু অজিত যেতে পার্‌ল না, ঐখানেই শুয়ে পড়্‌লো।

সুশান্তরও কলম গেলো থেমে। ঘুমে তার চোখের পাতা বুজে আস্‌ছে। অজিতের মত তারও কি নেশা হ'য়েছে ! কিন্তু নেশা তো সে করেনি। মদ অবশ্য সুশান্ত খেয়েছে, এখনো পেলে খায়। এইবার সে একদিন খাবে, মাস গেলে একটা বাঁধা টাকা আস্‌বে তো। এই টাকা না-থাকার মত দীনতা আর নেই। কতদিন সুশান্তর ইচ্ছে হ'য়েছে—সুখে দুঃখে অতি প্রয়োজনের মত,

এই মদ খাবার ইচ্ছে হ'য়েছে তবু পারেনি। মানুষ কত অসহায়ঃ এই টাকা না থাক্‌লে মানুষ সর্বাঙ্গে পঙ্গু।—নাঃ, এবার থেকে সুশান্ত 'রেগুলার' মদ খাবে।

সুশান্তর চোখে আস্‌ছে ঘুম। এবার সে ঘুমোবে। ঘুমোতে সুশান্তর আজকাল বেশ লাগে। সারাদিনের ক্লান্তির পর এ যেন হাড়-গোড়-ভেঙে-আসা ঘুম। সুশান্ত যেখানেই পড়েছে, সেখানেই ঘুমিয়েছে। অবশ্য তার বিছানা নামক পদার্থ-ই বা কি আছে! একটা ছেঁড়া কম্বল আর ততোধিক ছেঁড়া একটা মাদুর। এর চেয়ে যদি সে ঘুমোতে পার্‌তো একটা মোটা গদির ওপর: গায়ে, মাথায়, পায়ে, সর্বত্র আরামের বালিস—যেমন আছে বড়লোকের ঘরে, তা হ'লে সুশান্ত কী ঘুমই না ঘুমোতে পার্‌তো। অমনি একটা আরামের বিছানা ক'র্‌তে কি-ইবা খরচ। কিন্তু ওরকম বিছানা করার কোন মানে হয় না। ঘুমের আবার অত 'তোয়াজ্‌' কি! যাদের ঘুম আসে না, যারা ঘুমের জন্য করে সাধনা—তারাই নেবে ঐ ঘুমপাড়ানি উপকরণ। সে এমনি ক'রেই ঘুমোবে, যেখানে-সেখানেই ঘুমোবে। ঘুমের জন্য তার আয়োজনের প্রয়োজন হবে না।

আজ মীর্ণার জন্মতিথি। জন্মের তিথি-তারিখটা গিয়েছে ওলোট-পালোট হ'য়ে কিন্তু তাতে উৎসব আট্‌কায় নি। উৎসবের জন্যই জন্মের ফাঁকিটার হ'য়েছে প্রয়োজন।

শশাঙ্ক ব'লেছিলো, তোমার বাইরের গেটটা দেবো পদ্মফুলে ঢেকে। সামুয়েল নিয়েছিলো, আলো জ্বালবার ভার। অজিতের নাই টাকা, নইলে সে ওপরে উঠ্‌বার সিঁড়িটা দিতো ভেল্‌ভেট্‌ দিয়ে মুড়ে। মীর্ণা সেকথা জান্‌তো, তাই অজিতকে দিয়েছিলো অন্য ভার—তাকে সাজাবার ভার। অজিত ব'লেছিলো, পার্‌বো না এই শক্ত কাজের ভার নিতে। মীর্ণা ব'লেছিলো, খুব পার্‌বেন, বরং দু এক পেগ্‌ খেয়ে নেবেন, পার্‌বেন।

—সেদিনের কথা ভোলোনি দেখ্‌ছি। অজিত তার উত্তরে ব'লেছিলো।

—সে কি ভুল্‌বার! তাইতো দিলাম আজ উৎসব-দিনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ব'লে মীর্ণা দিয়েছিলো দুটি টোকা তার গালের ওপর।

মীর্ণা যখন সেজে এসে দাঁড়ালো, তখন সবারই লাগ্‌লো চমক্‌। সে আজ এলো, কোমরে আঁচল জড়িয়ে, হাই-হিল জুতো প'রে—ফুল-হাতা তার জামা, টাইট ক'রে বাঁধা খোঁপা। হেসে বল্‌লে, আধুনিক 'ন্যুডিজ্‌ম'এর বিরুদ্ধে এ আমার তীব্র প্রতিবাদ।

শশাঙ্ক তাকে আল্‌গোছে তুলে নিয়ে এলো সকলের মধ্যিখানে। বল্‌লে, হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌ রে!

অজিত দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাস্‌ছিলো। সে জানে, মীর্ণার আজ কোন বাহাদুরি নেই, সে-ই দিয়েছে তাকে সাজিয়ে। এ সাজানোর অর্থ একটা অজিতের মনে ছিলো, যেটা ঈর্ষাদ্যোতক। মীর্ণার দিক থেকে যদি কোন আপত্তি উঠ্‌বার সম্ভাবনা না থাক্‌তো, তবে সে দিতো মীর্ণার গায়ে বোর্‌খা চাপিয়ে।

সুশান্ত এইখানে এসে একবার থাম্‌লো—মানে, থাম্‌তে বাধ্য হ'লো। শ্যামলীর পরিচালক অদ্বৈতবাবু এসে বল্‌লেন, আর যে 'কপি' নেই মশায়, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন অথচ কাল্‌কে বেরুবে কাগজ!

নাঃ, কাগজের চাকরি করা আর চল্‌লো না। সে নিজের ভাবনা ভাব্‌বে, না কাগজের ভাবনা ভাব্‌বে। এমনি ক'রেই তার উপন্যাস লেখায় পড়্‌ছে বাধা। সুশান্ত স্পষ্ট বল্‌লে, আর একটা লোক দেখুন।

—সে তো পরের কথা কিন্তু কাল্‌কের ব্যবস্থা কি হবে? অদ্বৈতবাবু বল্‌লেন।

—এক কাজ করুন, আমার এই উপন্যাসখানা ছাপ্‌তে সুরু করুন। ব'লে, সুশান্ত তার উপন্যাসের গোড়ার কয়েকটা পাতা অদ্বৈতবাবুর হাতে তুলে দিলে।

সুশান্ত এত সহজে এমন একটি চমৎকার মীমাংসা ক'র্‌তে পার্‌বে তা সে মুহূর্ত-পূর্বেও মনে ক'র্‌তে পারেনি। নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবার একটি সে চুরুট ধরালে।

ভালোই হ'লো। একটু একটু ক'রে ক্রম-প্রকাশের উন্মাদনায় তার লেখা আরো দ্রুত অগ্রসর হবে। কিন্তু এই ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসকে সুশান্ত দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না—বিশ্রী একটা 'অ্যাংজাইটি!'

সুশান্তর মনে পড়্‌লো, শরৎচন্দ্রের কি-একটা উপন্যাসের বেলায় সেও কাটিয়েছে একদা অমনি 'অ্যাংজাইটি' নিয়ে। বেশ

মনে পড়ে, বাকি অংশটুকুর আশা নিয়ে সে একমাস ভালো ঘুমোতে পারেনি। এ লেখার কি মানে হয়? তার চেয়ে না লেখাই ভাল। সুশান্ত কি ফিরিয়ে আন্‌বে তার উপন্যাস? কিন্তু তার পর? এই তার পরের সমস্যা যে আরো গুরুতর। 'শ্যামলী'র বিরাট গহ্বর! সুশান্ত অতো ভাবে নি—এ কি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তার! দুর্দান্তভাবে সে লিখে চলেছে, তবু শ্যামলীর পাতা পূরণ হয় না! নাঃ, এত বড় কাগজের কোন ভদ্রলোক সম্পাদক হ'তে পারে না। অদ্বৈতবাবুকে এবার সে ব'ল্‌বে, কমাও তোমার কাগজের পাতা, নইলে সে-ই নেবে কাগজ থেকে বিদায়।

যাক্, ভালই হ'লো, উপন্যাস লেখার অগ্নিপরীক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে যাবে। গালাগালটাই যদি অদৃষ্টে থাকে, তবে তাও আস্‌বে একটু একটু ক'রে ঐ ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের মতোই। আকস্মিক আক্রমণের আঘাতটা থেকে তবু তো পেলে সে মুক্তি।

সুশান্ত আবার কলম নিয়ে ব'স্‌তেই ঘড়িতে বাজ্‌লো বারটা। হোটেলে গিয়ে এই মুহূর্তে তাকে খেয়ে আস্‌তে হবে, নইলে হোটেলের দরজা যাবে বন্ধ হ'য়ে। কমলা না থাকার অসুবিধা সুশান্ত মাঝে মাঝে অনুভব ক'র্‌ছে। হোটেলওয়ালার তাগিদ্ নেই কিন্তু কড়া আইন আছে। এই কড়া আইনের জন্যই সুশান্তকে হয়তো একদিন হোটেল ছাড়্‌তে হবে। কিন্তু ছেড়েই বা কোথায় যাবে সে? নিজে রান্না ক'র্‌বে?—অসম্ভব। সে রান্না ক'র্‌বার জন্য পৃথিবীতে আসেনি। এর জন্য হোটেলওয়ালার অমার্জনীয় অপরাধ সে বরং ক্ষমা ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে।

সুশান্ত উঠ্‌লো। আপন মনে বিড় বিড় ক'র্‌তে ক'র্‌তেই উঠ্‌লো। কারণ খেতে তাকে হবেই—আজ না হয়, কাল হবে। অথচ কোন প্রয়োজনই ছিলো না, খাওয়াটাকে এই অত্যাবশ্যক ফর্ম-এ ফেল্‌বার। ঈশ্বরের এই দুর্বল-সৃষ্টিরই প্রতিবাদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সুশান্ত গিয়ে উঠ্‌লো হোটেলে।

হোটেলওয়ালা বল্‌লে, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আপনার খুব অসুবিধে হ'চ্ছে। তার চেয়ে এক কাজ করুন আমি চাকরটাকে ব'লে দে'বো, বাড়ীতে সে-ই আপনার খাবার পৌছে দেবে—কিছু কিছু তাকে দেবেন।

সুশান্ত যেন একটা দুরূহ কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেলে। বল্‌লে, খুব ভাল হবে—আমার পাশেই রইবে ভাত ঢাকা, ইচ্ছে হ'লে খাবো, না হয় না-খাবো। দরজা বন্ধ হবার থাক্‌বে না কোন ভয়, লিখ্‌বার মুখে পাবো না কোন বাধা। আপনি আমাকে বাঁচালেন মশায়, ধন্যবাদ আপনাকে।

আজ অপ্রত্যাশিত বল্লীর সঙ্গে সুশান্তর হ'লো দেখা। নিতান্তই অপ্রত্যাশিত: নইলে এ-দেখা যে-কোনদিন হ'তে পার্‌তো, আরো অনেক আগে হ'তে পার্‌তো। কিন্তু তা হ'লো না। আজকের এই পরম ক্ষণটির জন্যে গ্রহ উপগ্রহের সচেতন আয়োজন যেন এতকাল প্রতীক্ষা ক'রে ছিলো!

বল্লী বল্‌লে, আপনিই সুশান্ত বাবু?

সুশান্ত ঘাড় নেড়ে সস্মিত উত্তর দিলে।

একদা শিলং-এ অমিতের সঙ্গে হ'য়েছিলো দেখা লাবণ্যর। গাড়ীতে গাড়ীতে লাগলো ধাক্কা—পরিচয় হ'লো তারই মধ্য দিয়ে।

সুশান্তর ছিলো না মোটর; তবুও তো লাগলো ধাক্কা। তাই হয়। কোন্ এক সাহিত্যবাসরে সুশান্তকে দেখেছিলো বল্লী, তারই স্মৃতিটুকু ছিলো মনে। আজ যখন হ'লো মুখোমুখি দেখা, তখন দু'জনেই দাঁড়ালো মুহূর্তের জন্য থম্‌কে।

সুশান্ত বল্লে, আপনি?

বল্লী বল্লে, আপনি?

—আমি সুশান্ত। সুশান্ত বিনীত কণ্ঠে বল্‌লে।

—আপনিই সুশান্তবাবু? বল্লীর কণ্ঠে ছিলো রুদ্ধ হাসির বেগ।

সুশান্তর পায়ের নীচের মাটি উঠ্‌লো কেঁপে। কাল মীর্ণাও ঠিক এই কথা ব'লেছিলো সোমেশকে। সোমেশ এসেছিলো যেন সদ্যমুক্ত অন্তঃপুরের পরিবেষ্টনী থেকে মুক্ত-প্রাঙ্গণে। পার্‌লে না সে নিজেকে সম্বরণ কর্‌তে, দিলে ধরা: গাড়ী ছুট্‌লো হু হু ক'রে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্কের পথে।

"Who knows but the world
may end to-night."

Speed, speed: মীর্ণা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। সোমেশেরও লেগেছে নেশা। সেও ঠিক সুরে সুর মিলিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো:

"And Heaven just prove that I and She
Ride, ride together, for ever ride."

বল্লী বল্‌লে, কি ভাব্‌ছেন অমন ক'রে ?

সুশান্ত চম্‌কে উঠ্‌লো। বল্‌লে, কিছুই নাঃ ভাব্‌ছিলাম, কাল্‌কের কোন প্রতিক্রিয়া চ'ল্‌ছে কিনা!

—কি স্থির ক'র্‌লেন ?

—বোধ হয়, নয়।

—তাও অনিশ্চিত। অর্থাৎ হ'লেও হ'তে পারে ?

—হাঁ, তা পারে বই কি। সুশান্ত হেসে ফেল্‌লে।

—আপনি বড় নার্ভাস। ভাবি, মীর্ণার চরিত্রে ঐ স্পীড্ দিলেন কি ক'রে!

—আপনি আমার উপন্যাস পড়্‌ছেন ? সুশান্ত যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো।

—আমি আপনার লেখার নিয়মিত পাঠক।

—আমার সৌভাগ্য।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। মীর্ণাকে আপনি কোথায় পেলেন ? এ আপনার অনধিকার চর্চা।

—কিন্তু সবাই বলে মীর্ণা একটা extraordinary মেয়ে।

—বলুক, কিন্তু সবাই তো আপনি ন'ন।

—আমি নই কিসে বুঝ্‌লেন ?

—আপনাকে দেখার আগে সেই বিশ্বাসই ছিলো। বিশ্বাস ছিলো, শশাঙ্কর মতোই আপনি একটা 'রেক।' কিন্তু আজ দেখ্‌লাম, আপনি আপনার অজিতের চেয়েও নার্ভাস্।

—তবে কথাটা খুলে বলি শুনুন। আপনাকে প্রথম দেখে

আমি সচকিত হ'য়ে উঠেছিলাম। কাল রাত্রে দিয়েছিলাম মীর্ণাকে গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্কের পথে ছুটিয়ে—আজ সে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ আমারই সম্মুখে! প্রথমটা বিস্মিত হ'য়েছিলাম, হয়তো চীৎকারও ক'রে উঠ্তাম। তাইতো তখন ব'ল্লাম, ঠিক বুঝতে পারছি না—কোন প্রতিক্রিয়া চল্ছে কিনা আমার মাথার ভেতর। ব'ল্তে ব'ল্তে সুশান্ত এবার হেসে ফেল্লে।

—মীর্ণার সঙ্গে আমার কোথাও মিল আছে জান্লে আমি নিজেকে সংশোধন ক'র্বো। ব'লে, বল্লীও হাস্লো।

—কেন, মীর্ণাকে কি আপনার ভাল লাগ্ছে না?

—পড়্তে ভাল লাগে কিন্তু নিজে বোধ হয় হ'তে চাই না। আচ্ছা, মীর্ণাকে নিয়ে আপনি শেষ পর্যন্ত ক'র্বেন কি? বল্লী বল্লে।

—কেন, ভয় হ'চ্ছে নাকি?

—একটু হয় বই কি। মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি, নিজেকে রক্ষা করার মতই পরকে রক্ষা ক'র্তে প্রাণ কাঁদে।

—কিন্তু আপনি কি আপানাকে রক্ষা ক'র্তে পারেন?

—পারাটা মনের বলের কথা, সে জন্য গায়ের জোরের দরকার হয় না।

—কিন্তু সেই মনের বলই বা কয়জনের থাকে?

—আপনি কি আমাকে পরীক্ষা ক'র্ছেন? তবে আপনার কাছ থেকে আমি নিজেকে রক্ষা ক'র্তে পার্বো এটুকু দুঃসাহস আমি করি। ব'ল্তে ব'ল্তে বল্লী প্রবল বেগে হেসে উঠ্লো।

সুশান্ত এবারেও লজ্জিত হ'লো। একটু থেমে বল্‌লে, কিন্তু আর নয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলারও একটা সীমা থাকার দরকার।

—কিন্তু যাই বা কোথায় বলুন? মীর্ণা হ'লে না হয় একখানা মোটর চাইতাম বেড়াবার জন্য। তার চেয়ে কাজ নেই, চলুন আমাদের বাড়ী।

সেই ঠিক হ'লো, সুশান্ত এলো বল্লীদের বাড়ী।

পথের মাঝখানে বল্লীকে পেয়ে আপনাদেরও লেগেছে চমক ঐ সুশান্তর মতই। কিন্তু বল্লী extraordinary কিছু নয়। সাধারণ ঘরের গেরস্ত মেয়ে—মামার ইচ্ছায় কলেজে পড়ে।

মামা ছিলেন বাড়ীতেই। সুশান্তকে দেখে বল্‌লেন, বেশ ছেলে, খাসা ছেলে।

এই হ'লো তাদের পারিবারিক প্রথম পরিচয়। দিনকতক সুশান্তর বাধ বাধ ঠেক্‌লেও, পরে বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণ নিয়মিত করা সুশান্তর পক্ষে সহজ হ'য়ে এলো।

মীর্ণা তখন সৌমেশকে ছুটিয়েছে দম-দেওয়া গাড়ীর মত। অর্থাৎ দম-দেওয়াটা মীর্ণার হাতে, অচল অবস্থায় থাকে গ্যারেজে।

সোমেশ বড় ঘরের ছেলে। ব্যাঙ্কবালান্সও হয়তো কিছু ছিলো, কিন্তু কয়দিনের যথেচ্ছ-ব্যয়িতায় সেদিকেও পড়েছে টান—এইবার হয় তাকে গাড়ীখানা বিক্রী ক'রতে হবে, নয়তো গাড়ী চাপা পড়ে' হাসপাতালে নিতে হবে একখানি মনোরম বেড্। কিন্তু কোনটাই হ'লো না সম্ভব। শুধু এই কথাটাই সে একদিন জোরে জোরে উচ্চারণ ক'রলে, আমি গাধার চেয়েও নির্বোধ।

সোমেশ সেদিন গেলো না মীর্ণার কাছে। হোটেলের একটি ঘরে ব'সে সে সকাল থেকেই মদ খেতে সুরু ক'রেছে। মদই সে শুধু খাবে: কি হবে মীর্ণার কাছে গিয়ে? কি হ'লো এতটা কাল গিয়ে? মীর্ণা একটি চলন্ত বিদ্যুৎ! সে নিজেকে দিলে না ধরা, অধিকন্তু আমাদের চ'ল্‌বার পা দুটোও দিলে জখম ক'রে! সে 'ফুল স্পীড্' নিয়ে ব'সেছে যেন গাড়ীর স্টিয়ারিং ধ'রে, আমরা আছি তার পিছনে বাহবা দিতে! চমৎকার, চমৎকার এই মীর্ণা! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সোমেশ নিলে আবার গ্লাস তুলে।

বিকেলের দিকে হোটেলের এক পরিচিত চাকর এসে বল্‌লে, বাবু, আর খাবেন না।

—কে, মীর্ণা? সোমেশ জড়িতকণ্ঠে বল্‌লে।

—আর খাবেন না, চলুন বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

—সাট্-আপ্। তুমি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার কে? আমি বাড়ী যাবার জন্য তো এখানে আসিনি। তুমি ব'সো ঐ চেয়ারটায় চুপ ক'রে, ছ্যাখো কত আমি খেতে পারি। ছোঁবো না তোমাকে, ভয় নেই। আচ্ছা, মীর্ণা, ছুঁলেই বুঝি তোমাদের জাত যায়?

হোটেলের চাকর এই মত্ত-প্রলাপে অভ্যস্ত, তাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইলো।

সোমেশ বল্‌লে, মদ লোকে দুটি কারণে খায়। কেউ দুঃখ ভুল্‌তে খায়, কেউ দুঃখ বাড়াতে খায়। আমার দুটো কারণই সম্ভব হ'য়েছে। তুমি জানো, আজ আমি পথের ভিখিরি?

হঠাৎ সোমেশ চীৎকার ক'রে হেসে উঠ্‌লো। মীর্ণা, মীর্ণা,—বেশ নামটি কিন্তু। আচ্ছা মীর্ণা, তুমি মদ খাও কেন বলো তো? বোধ হয় চোখের পর্দাটা পুরু করবার জন্যে, নয়? অজিতটা পাগল হ'য়ে গেলো, শশাঙ্ক চৌধুরীর দুর্দশাটাও চোখে দেখেছি, স্যামুয়েল কর্‌লে আত্মহত্যা। তোমার ঐ অক্টোপাসি-কবল থেকে বোধ হয় একমাত্র আমিই এলাম পালিয়ে। গুড্‌বাই মীর্ণা, গুড্‌বাই।

সেদিন বল্লীর মুখে ঈশানের কালো মেঘ জমে উঠেছে,—ঝড়ের পূর্বাবস্থা। সুশান্ত বার বার ডেকেও যখন পেলে না উত্তর তখন রবি ঠাকুরের ক'টা লাইন তার কণ্ঠে উদাত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো:

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা বন্ধ হারা,

বীণাতন্ত্রে হান হান খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা,
তোল উচ্চসুর!
হৃদয় নির্দ্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।"

বল্লী এলো গর্জন ক'রে। বল্লে, আপনি নিষ্ঠুর।

—কোন্ বিষয়ে বল্‌ছেন? কবিতার সুরেই বল্লে সুশান্ত।

—সব, সব বিষয়ে। আপনি মীর্ণাকে যেমন ক'রেই গড়ুন, কিন্তু কি অধিকার আছে আপনার তাকে হৃদয়হীনা কর্‌বার!—

স্থামুয়েল্ কর্‌লে আত্মহত্যা, অজিত হলো পাগল—আপনি কি চান শেষপর্যন্ত ?

সুশান্ত এর উত্তরে একবার হাস্‌লে।

—আপনি হাস্‌ছেন ! আপনার লজ্জা করে না, একটা মেয়েকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেল্‌তে !

—খেলানোটাই তো মেয়েদের স্বভাব বল্লী দেবী। কিন্তু আপনি বড় 'সেন্টিমেণ্টাল।'

—না, 'সেন্টিমেণ্টাল্' নই। কিন্তু খেলানোর কথা আপনি কি বল্‌ছেন ! জানি না, মীর্ণার সঙ্গে আপনার কোথায় পরিচয় হ'লো।

সুশান্ত বাধা দিয়ে বল্লে, বল্লী দেবী, সেন্টিমেণ্টাল্ হওয়াটা সোজা, আবার পরের ঘাড়ে দোষ চাপানো তার চেয়েও সোজা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি হ'লে কি ক'রে 'ম্যানেজ' কর্‌তেন—I mean, আপনি লেখক হ'য়ে বস্‌লে মীর্ণাকে নিয়ে কি কর্‌তেন ?

বল্লী হেসে ফেল্লে। বল্লে, একটা কথা বল্‌বো ? আপনার ভিতরে একটা দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার বেগ আছে কিন্তু আপনি ভীরু,—তাই বাইরের সাজ আপনার ভাল-মানুষের সাজ।

—অর্থাৎ আমার ভিতরে দুটো মানুষ আছে, এইতো আপনি বলতে চান ? কিন্তু এমনি দুটো মানুষ তো আপনার মধ্যেও আছে। ঐ মীর্ণাই আছে আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে। পারেন না,—সেটা অনভ্যাসের ক্রিয়া। সুযোগ এবং সুবিধা এর একমাত্র পরিপোষক।

—অর্থাৎ আপনার চোখে সব মেয়েই এক।

—এটা অত্যন্ত রাগের কথা বল্লী দেবী। মীর্ণাকে কেউ বিয়ে কর্‌তে চাইবে না, অর্থাৎ তাকে নিয়ে ফ্লার্ট করা চলে, ঘর বাঁধা চলে না। মীর্ণার এই-দিকটাই আমি দেখিয়েছি। কিন্তু আর নয়, কেবল কড়া কড়া কথা শুনিয়েই কি আজ বিদায় কর্‌তে চান? অন্যদিন না চাইতেই পেয়েছি চা, আজ তার ব্যতিক্রম দেখে অতি সহজেই মনে ক'রে নিতে পারি আদর কমেছে। ব'লে সুশান্ত হাসলো।

বল্লী লাফিয়ে'উঠে বল্লে by no means—কিছুই কমে নি, অন্তত আমি দেবো না কম্‌তে।

—অর্থাৎ সেই দুর্বলতা থেকে বাঁচবার সঞ্জীবন-মন্ত্রকে রাখ্‌বেন সর্বদা উদ্যত ক'রে?

—চেষ্টা কর্‌তে দোষ কি? ব'লে, বল্লী হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সুশান্ত একটা জিনিস ক'দিন ধ'রে লক্ষ্য ক'রছে, নিয়মিত উপন্যাস লেখার মত বল্লীও এসে পড়েছে তার রুটীনের মধ্যে। এ যেন অনাবশ্যক পোষাকের বোঝা ইচ্ছা ক'রে নিয়েছে মানিয়ে। কিন্তু সেটা যে তার পক্ষে কত বড় অশোভন তা সে-ই জানে।

সুশান্ত আর যাবে না। এমনি তো সে অনেকের কাছেই যায়

না। নাই বা গেলো সে বল্লীদের বাড়ী। অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের মত খাতাটা নিলো সে টেনে।—আজ সে লিখ্‌বে। সারারাত্রি ব'সে ব'সে লিখ্‌বে। বল্লী থাক্ তার সুখশয্যায়, কি হবে তার সেকথা জেনে। মীর্ণাকে সে সইতে পার্‌ছে না—সে চাইছে একটা স্থিতি, একটা 'সেণ্টার' যেখানে ও নির্বিঘ্নে ক'রবে নিজের সারা সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুশান্ত সেই রুদ্ধ ঘরে উচ্চহাস্য ক'রে উঠ্‌লো। বলে কি-না স্যামুয়েল করলে আত্মহত্যা! কে আছে বেঁচে শুনি? কাকে দিলে তোমরা অভয়মন্ত্র? মীর্ণা দিলে না ধরা এইটিই হ'লো তোমার ক্ষোভের কারণ। সহজ মেলামেশা তোমাদের স্ত্রীত্বে বাধে—চাও স্বামী, চাও একখানি ঘর।

সুশান্ত আর-একবার খাতাটা নিলে টেনে। তারপর 'ফুল স্পীডে' দিলে তার কলম চালিয়ে। এবার সে লিখ্‌লে বল্লীরই কথা—বিনিয়ে বিনিয়ে তর্ক, সেন্টিমেণ্টের নিরাভরণ কাকুতি।

বল্লী হয়তো রাগ করবে। বল্‌বে, কি অধিকার আছে আমাকে তোমার উপন্যাসে নেবার! অধিকার? অধিকার কি ছাই মীর্ণাকেই নেবার আছে আমার।—তবু তো নিয়েছি। ব'লে, সুশান্ত হাস্‌লো।

মীর্ণা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লে তাদেরই অদূরে একটি মেয়ে গভীর-ভাবে তাদেরকেই লক্ষ্য করছে। মীর্ণা হিমাংশুকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, একটা মজা দেখ্‌বে?

এর পরেই মীর্ণা হয়তো কোন এক দুঃসাহসের পরিচয় দেবে

তাই গোড়াতেই হিমাংশু তার প্রতিবাদ করলো। বল্লে, কেন মিছেমিছি মেয়েটাকে লজ্জায় ফেল্‌বে।

—তুমি জানো না হিমাংশু, ঐটুকু দেখ্‌বার জন্যেই ও সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

মেয়েটি কি বুঝ্‌লো কে জানে, আস্তে আস্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

সামনের মাঠটাতে তখন রাত্রি নেমে এসেছে। সেইদিকে চোখ রেখে মীর্ণা বল্লে, হিমাংশু, রাত্রি হয়েছে বাড়ী যাও।

—আর তুমি?

—আমি একটু পরে যাবো।

—অর্থাৎ? তোমার কি বাড়ী-ঘর-দোর কিছু নেই নাকি?

—বাড়ী বল্‌তে তোমরা যা বোঝো, সত্যিই তা আমার নেই। বাড়ীটা রেখেছি শুধু ঠিকানা রাখ্‌বার জন্যে। একে তোমরা একটা 'হলটিং স্টেশন' কিম্বা 'এনকোয়ারি অফিস' বল্‌তে পারো।

—কিন্তু আমার কথার তো তুমি আজো কোন উত্তর দিলে না?

—কোন্ কথার? ও, বিয়ের। আচ্ছা হিমাংশু, তোমরা কি এ ছাড়া মেয়েদের অন্য চোখে দেখ্‌তেই জানো না? আলাপ হ'লেই অমনি স্ত্রী করবার জন্য ক্ষেপে ওঠো!

মীর্ণার এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে হিমাংশু পেলে আঘাত। বল্লে, আমি যে এই আশা নিয়েই বেঁচে আছি। বেশ, আরো তোমাকে সময় দিলাম, ভেবে দেখো। আজ চল্লাম।

হিমাংশু চলে গেলো। মীর্ণা ব'সে রইলো রাত্রির আকাশে একটি কৌতুকময় সৃষ্টির মত।

বল্লী এবার খুবই রাগ কর্‌বে : মীর্ণার ঐ প্রগল্‌ভ উত্তর কিছুতেই সে সইতে পার্‌বে না। হয়তো এই নিয়েই হবে তার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ। সুশান্ত কলম থামিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

এক্‌টা গোটা চুরুট পুড়িয়ে ফেলে সে এই সিদ্ধান্তই কর্‌লে, বল্লী রাগ যতই করুক তাকে ত্যাগ কর্‌বার মানসিক বল তার নাই।—এ তাঁরা পারে না—কোন মেয়েই পারে না।

কিন্তু এত কথাই বা সে ভাব্‌ছে কেন বল্লী সম্বন্ধে! সে তো আজ এই পণ ক'রেই লিখ্‌তে বসেছে, সেখানে আর যাবে না। অতএব কোন সংযমকেই সে আর প্রশ্রয় দেবে না। সে লিখ্‌বে—বেপরোয়াভাবে লিখ্‌বে। মরুক বল্লী সেখানে জ্বলে পুড়ে। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে, রাগ ক'রে বল্লী তার লেখা পড়লোই না। না, তাকে জান্‌তে হবে সে পড়্‌ছে—একটু একটু ক'রে পড়্‌ছে। নইলে এ-লেখার কোন মানে হয় না। আমি আমার নিশ্চিত-পাঠককে জান্‌তে চাই, যে রেগুলার পড়ে, সহস্র কাজের মধ্যেও যে ভোলেনা আমার লেখা পড়তে। নইলে ছাপার পাতায় পাঁচ জনের সামনে বই বের করার মত লজ্জা আর নাই।—সুশান্ত জোরে চুরুটে একবার টান দিলে।

একটা টেলিফোন যদি তার থাক্‌তো, বেশ হ'তো। অনেক প্রশ্নই সে বল্লীকে ঘরে ব'সে করতে পারতো। হয়তো এই রাত্রেই তাকে টেনে তুলে' লেখাটুকু শুনিয়ে বল্‌তো, কেমন লাগ্‌লো? এই

টেলিফোন না-থাকার মত দীনতা আর নাই। সে এই মাসেই একটা ফোন নেবে। কি আর খরচ, কিন্তু কতখানি সুবিধা। আজ বল্লীকে কী না বল্‌তে পার্‌তো সে। ঝগড়া করার এত চমৎকার যন্ত্র আজো আবিষ্কৃত হয়নি।—চক্ষুলজ্জা নাই, অনর্গল কথা বলে যাও! দুপুর রাত্রে—যেখানে পরপুরুষের প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নাই, সেখানেও তুমি প্রাণখুলে কথা বল্‌তে পারো—কেউ শুন্‌বে না সেই কথা: কানে কানে বলার দুর্লভ এই গোপন-যন্ত্র! সুশান্ত আজ সেই সুযোগ হারালো। হয়তো তাকে এইজন্যেই—মাত্র লেখাটা কেমন লাগলো জান্‌বার জন্যেই একদিন বল্লীর কাছে যেতে হবে। কি বিশ্রী হবে সেই সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করা! ঝগড়ার মধ্যে আজো এতটুকু 'এরিস্টোক্রেসি' এলো না! এইটাই সুশান্ত আজ গভীরভাবে চিন্তা কর্‌ছে।

কলতলায় মেয়েদের ঝগড়া সুশান্ত শুনেছে।—অনর্গল ভাষার অপব্যবহার! বল্লী একদিন বলেছিলো, ঝগড়া কখনো মার্জিত হয় না। তাই হয়তো হবে। কিন্তু কি বিশ্রী এই অরুচিকর অসংযম! এর চেয়ে চিঠি লিখে ঝগড়া করার প্রবর্তন করা ভাল। তবু ভাষার একটা বাঁধুনি থাকে, মনকে আঘাত করলেও, কানকে পীড়িত করে না। বল্লীকে তাই একদিন সে ব'লে আস্‌বে। ব'লে আস্‌বে, ঝগড়ার ভাষা আমাদের হাত দিয়েই হোক মার্জিত।

কিন্তু আশ্চর্য, সুশান্ত ঝগড়ার একটি কথাও পেলে না বল্লীর মুখ থেকে! বরং সে বল্লে, এতদিন আসেন নি কেন?

—এতদিন তো এসেছি, একবার দেখ্‌ছিলাম না-এসে কেমন লাগে।

—কেমন লাগলো?

—আমার তো বেশ লাগলো। একটা নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গতি। কোথাও যাবার তাড়া নেই—নিশ্চিন্ত আরামে দিন ও রাত্রিকে উপভোগ করবার অপূর্ব সুযোগ।

—তবু ভাল। আমি তো মনে করেছিলাম, আস্‌বার জন্যে আপনি প্রতিমুহূর্তে ছট্‌ফট্‌ করেছেন কিন্তু চক্ষুলজ্জায় তা পারেন নি। যাক, সব কথার উত্তর দিয়ে দরকার নেই, বসুন, চা নিয়ে আসি। ব'লে বল্লী যেন ছুটে চলে গেলো।

সুশান্ত এই বুদ্ধিমতী মেয়েটির কাছে মনে মনে পরাজিত হ'লো। আশ্চর্য ওর কল্পনাশক্তি! টেলিফোন না নিয়ে হয়তো সে ভালই করেছে। তাহ'লে পদে পদে কর্‌তো বল্লী এমনি ক'রে অপদস্থ। কথা বলার সুযোগ কি ওদের দিতে আছে!

চা নিয়ে বল্লী যখন ঘরে ঢুকলো তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে।

সুশান্ত বল্লে, আলোটা জ্বালাবার কি প্রয়োজন বোধ করছেন না?

—কি দরকার মিছেমিছি ইলেক্‌ট্রিক বিল বাড়িয়ে। আপনার মুখও আমি দেখেছি, আমার মুখও আপনি দেখেছেন।

—ও, কেবল মুখ দেখবার জন্যেই বুঝি আলোর প্রয়োজন?

—না, তা ছাড়া আর একটা কারণও আছে। এই যে আমরা অন্ধকারে ব'সে আছি এটা সন্দেহজনক। মানুষের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যেও এটার প্রয়োজন আছে।

—সেদিক দিয়েও কি আপনার কোন আবশ্যকতা নেই ?

—মিছেমিছি কি হবে কতকগুলো আবশ্যককে নিয়ে। তার চেয়ে বলুন, আপনার দিক থেকে কোন দরকার আছে কি-না, আমি না হয় জ্বেলে দিচ্ছি। ব'লে বল্লী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

—দেখুন, পুরুষের দিক থেকে এর কোন প্রয়োজনই আছে ব'লে আমি মনে করি না। কিন্তু প্রয়োজনই তো সকল সময় একমাত্র কথা নয়। অন্ধকারে যেকথা বলা চলে, আমাদের কথা ঠিক সে-পথ ধ'রে চল্‌ছে না।

বল্লী আবার তেমনি হেসে বল্লে, অন্ধকারে কি কথা বলা চলে ?

—অন্ধকারে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা চলে, অন্ধকারে প্রেমের কথা বলা চলে। আমাদের এ-দুটোর কোনটাই চল্‌ছে না।

—ও, তা হ'লে জ্বেলে দিই। ব'লে বল্লী হাস্‌তে হাস্‌তে সুইচ্‌টা টেনে দিলে।

—দেখুন দেখি, কেমন সহজে নিশ্বাস ফেলা যাচ্ছে। ব'লে সুশান্ত বল্লীর মুখের দিকে চাইলো।

—এতক্ষণ বুঝি আপনার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিলো ?

—অন্ধকার ভাল লাগে, যখন আমি থাকি আমার ঘরে চুপটি

ক'রে ব'সে।—ও যেন নিভৃতের সঙ্গী,—কথা বল্‌তে বারণ করবার একটা 'পার্মানেণ্ট' ইঙ্গিত।

তার চেয়ে সহজ ক'রে বল্লেই আমি খুসী হতাম। বল্লেই পার্‌তেন, আমার ভয় কর্‌ছে।

—ভয় আবার কিসের?

—ভূতের। ব'লে বল্লী মুখে কাপড় দিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

—এই কিছুক্ষণ আগেও আমার ধারণা ছিলো, আপনি হাস্‌তে জানেন না—মানে, হাস্‌তে পার্‌বেন না।

—অর্থাৎ হাস্‌তে না-পারাটাই উচিত—মানে, হাসা উচিত হয় নি। বল্‌তে বল্‌তে বল্লী একটা দুরন্ত হাসির বেগে ফেটে পড়্‌লো।

সুশান্ত একটা জিনিস লক্ষ্য কর্‌ছে, আজ তার উপন্যাসের কথা বল্লী কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ দুজনের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন বাসনা রয়েছে কথাটা উঠুক। এই দুঃসহ সঙ্কট থেকে ত্রাণ কর্‌লেন মামা। বল্লেন, কতক্ষণ এসেছো সুশান্ত?

—এই কিছুক্ষণ। ব'লে সুশান্ত সোজা হ'য়ে বস্‌লো।

—তোমার উপন্যাসের একটা পাতা সেদিন পড়ে দেখ্‌ছিলাম। বেশ হচ্ছে লেখা।

—মীর্ণাকে তোমার ভাল লাগ্‌লো মামা? বল্লীর কণ্ঠে যদিও বেশ শোনালো, তবু সুশান্ত বুঝ্‌লে, এটা যুদ্ধেরই পূর্বাভাষ।

মামা বল্লেন, কেন, এতে আপত্তি করবার কি আছে? মীর্ণার কোথাও অসংযম প্রকাশ পায় নি। অথচ যেটা সবচেয়ে সহজ

ছিলো মীর্ণার পক্ষে। বিয়ে ক'রে স্বামী নিয়ে ঘর করার মধ্যে আর যাই থাক্ কৃতিত্ব নাই।

—তুমি বলো কি মামা! তোমার মেয়ে যদি ঐ মীর্ণা হ'তো, তুমি সহ্য কর্‌তে পার্‌তে?

—কে কি মনে কর্‌ছে, কেউ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে কিনা এ ভাবনা যাদের থাকে তারা মীর্ণা হ'তে পারে না। মীর্ণাকে ঠিক আমাদের মন দিয়ে বিচার কর্‌লে চল্‌বে না, তা হলে পদে পদে হোঁচট খাবে।' সে জলের মাছ জলেই থাকে অথচ জল থেকেই সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, মীর্ণার কোথাও কুণ্ঠা নাই।

—আপনি থামুন, দলে লোক পেয়ে বুঝি জোর বাড়্‌লো। ব'লে সুশান্তর কথাকে মাঝপথেই দিলে বল্লী থামিয়ে।

মামা হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন, ও, তোমাদের এই নিয়ে খুব ঝগড়া চল্‌ছে বুঝি? তবে তো কথাটা তুলে ভালো করি নি।

—খুব ভাল করেছো মামা। তর্কটা ভেতরে ভেতরে উভয়েরই জমে উঠেছিলো—তুমি না এলেও, যে-কোন সময় 'বার্স্ট্' কর্‌তে পার্‌তো। ব'লে বল্লী একটা আরামের নিশ্বাস ফেল্লে।

—যাক্ গে, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা কোনদিন কর্‌বো না ব'লেই আমি 'ইকনমিক্‌স্' পড়েছিলাম। আজ শেষ বয়সে সেই আলোচনা তুলে আমার মাথা খারাপ ক'রে দিও না। ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে মামা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বল্লী সেদিন কলেজ-মেট্ তৃপ্তিকে নিয়ে এলো তাদের বাড়ী। বল্লে, চুপ ক'রে বোস্, দেবদর্শন যদি করতে চাস্।

—বস্তুটি কেমন ?

—অপদার্থ নয়। ব'লে বল্লী হেসে উঠ্লো।

কিন্তু যার জন্যে ওদের প্রতীক্ষা তার শুভাগমনের সকল সম্ভাবনাকেই নিশ্চিহ্ন ক'রে ঘড়িতে যখন বাজ্লো সাতটা, তখন তৃপ্তি বল্লে, আর নয়—তোমার দেবতা তোমারই থাক্, আমি উঠি।

কিন্তু উঠ্তে আর হ'লো না, সুশান্তর পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো।

—এ কি, আজো যে অন্ধকার দেখ্ছি !

—ওখানেই দাঁড়ান, ঘরে লোক আছে।

—তা হ'লে ফিরে যাই।

এবার তৃপ্তি আর পারলো না, একটা প্রচণ্ড হাসিতে 'বার্স্ট্' করলো। সঙ্গে সঙ্গে বল্লী দিলে সুইচ্ টেনে।

—আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি জান্তাম না—

সুশান্তর অবস্থা দেখে তৃপ্তি আর একবার হেসে উঠ্লো। বল্লে, ভয় নাই, বসুন, ক্ষমা করলাম। কিন্তু আপনি এত জানেন, আর কথা বল্তে জানেন না !

—আজ্ঞে হাঁ, সকলেই সেই কথা বলে।

—লজ্জার কথা।

—আজ্ঞে হাঁ।

—অবশ্য আমি জানি না, এঁদের সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ। যদি জিজ্ঞাসা করি, আশা করি অভদ্রতা হবে না।

—নিশ্চয় হবে না, আপনি একশোবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন।

—তবে বলুন।

—ও, সম্বন্ধের কথা বল্‌ছেন? সম্বন্ধ—মানে, বন্ধু। সুশান্ত এইটুকু ব'লে যেন ঘেমে উঠেছে।

—কে বন্ধু? ইনি, না এঁর মামা?

—বোধ হয় উভয়েই।

—উভয়েই? তাও বোধ হয়? ব'লে তৃপ্তি খুব জোরে হেসে উঠ্‌লো।

—আপনি বড় জোরে হাসেন।

—ও, জোরে হাস্‌তে নেই বুঝি? কিন্তু জোরে হাসাটা শুনেছি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

—সে পুরুষের সম্বন্ধে। মেয়েরা ততটুকু হাস্‌তে পারে যতটুকু হাস্‌লে মুখাবয়বকে কুৎসিত দেখাবে না।

—আমাকে কি কুৎসিত দেখালো?

—কুৎসিত সম্বন্ধে আপনাদের ঠিক-ধারণাটি নেই। যে হাসিতে মেয়েদের দাঁত দেখা যায়, আমি তাকেই এখানে কুৎসিত বলেছি।

—কিন্তু দাঁতেরও একটা সৌন্দর্য আছে—যেটা দেখাতে গেলে দাঁত বের কর্‌তেই হবে।

—মানে, দাঁত দেখিয়েই প্রমাণ কর্‌বেন, আপনি সুন্দরী? কিন্তু দেহের অনেক সৌন্দর্যকেই ঢেকে রাখার যে বিধি আপনাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেগুলোর একটা গূঢ় অর্থ আছে তা কি

আপনি অস্বীকার করেন ? সুন্দরকে উলঙ্গ করতে নেই, এই বোধ হয় তার প্রচ্ছন্ন মানে। দাঁত যদি আপনার সুন্দরই হয়—মানে, আপনি যদি তাই মনে করেন তবে সেদিক দিয়েও তো আপনার দাঁত ঢেকে রাখাই উচিত।

বল্লী এতক্ষণ বাদে বল্লে কথা। বল্লে, আমাকে বোধ হয় এখানে প্রয়োজন নেই ?

তৃপ্তি আবার জোরে হেসে উঠ্‌লো। হেসেই সুশান্তর দিকে একহাত্‌ জিভ্‌ কাট্‌লে। বল্লে, আবার জোরে হেসে ফেলেছি।

—এবার শুধু দাঁত নয়, জিভও দেখিয়েছেন। বল্‌তে চান কি জিভও আপনার সুন্দর ?

—আপনার রসনা সম্বন্ধেও আমি খুব চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছি। আগে ধারণা ছিল, কথা বল্‌তে আপনি জানেন না কিন্তু এখন দেখ্‌ছি কথা কওয়াতে পার্‌লে আপনি অনেক কিছুই কইতে পারেন। ব'লে বল্লী তীব্রভাবে সুশান্তর দিকে চাইলে।

—আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—আচ্ছা, আমি কি কোন অসংযমের পরিচয় দিয়েছি মিস্‌—ও, এতক্ষণ ধ'রে কথা বল্‌ছি, আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। যদি আপত্তি না থাকে তো—

—বিশেষ আপত্তি আছে। কারণ আমার নামটাকে আমি সকলের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি না। ও বিশেষ-লোকের জন্যেই থাক্‌বে রিজার্ভ।

—ঐ বিশেষ-লোকটির জন্যে আপনার অনেক কিছু রিজার্ভ

সেটা না বল্লেও চল্‌তো। কিন্তু যারা বিশেষ নয়, তাদের একটা গতি করুন।

—মানে ?

—মানে, একটা 'নাম' দি'ন যা ব'লে আমরা ডাক্‌তে পারি।

—সে আপনারা যা-খুসী ব'লে ডাক্‌তে পারেন।

—কি বল্‌বো,—খুকি ?

—সেও বিশেষ কয়টি লোকের রাখা ডাক-নাম। আপনাদের জন্যে নয়।

—আমরা কি এতই হতভাগ্য, আপনার কোন-বিশেষ পর্যায়েই পড়্‌ছি না !

—ও হ'লো ভাগ্যের কথা। সকলে সমান ভাগ্য ক'রে আসে না। ব'লে তৃপ্তি মুখ টিপে হাস্‌লো।

—'ঢ্যাট্‌স্ রাইট্।' এই হ'লো মেয়েদের হাসি,—চমৎকার হেসেছেন। গালে রেখায় পড়্‌লো একটু ভাঁজ—যাকে ঐ হাসিরই একটা সূক্ষ্ম-শেড্ ব'লে কল্পনা করা যেতে পারে। আপনি দাঁত বের ক'রে চীৎকার ক'রে হাস্‌লেও যে 'এফেক্ট' সৃষ্টি করতে পার্‌তেন না, তার চেয়ে ঢের বেশী করেছেন এই মুখ বুজে হেসে।

—সেটা বুঝ্‌তে পারছি।

—কি ক'রে বুঝ্‌লেন ?

—আপনার উচ্ছ্বাস দেখে। আপনি যদি সুশান্তবাবু না হ'তেন, তবে অন্যরকম সন্দেহ হ'তো।

—কেন, আমার সম্বন্ধেই বা এরকম উচ্চ-ধারণার কারণ কি ?

—কারণ, বল্লী আছে আমার পাশে ব'সে। তাকে অপমান করতে আপনি পারেন না।

—আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন। এতে অপমানের কথা কি ক'রে আসে!

—উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। ব'লে বল্লী এলো এগিয়ে। মানে, তৃপ্তি বল্‌তে চায়—

—Oh I see! আপনার নাম তৃপ্তি? বাঃ বেশ নাম তো! এইবার বুঝ্‌তে পারছি, নামটা মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়ার পক্ষে কোথায় বাধা।

—আবার! ব'লে বল্লী নিজেই এবার 'বার্স্ট্' করলে।

তৃপ্তির কথা নিয়ে সুশান্ত আর কোনদিনই আলোচনা করবার সুযোগ পেলে না। কি জানি কেন, বল্লী সুশান্তর কথার বেগকে অতর্কিতে দেয় থামিয়ে। একদিন এই নিয়েই উঠ্‌লো কথা। সুশান্তই জিগ্যেস্ করলে, আচ্ছা তৃপ্তির কথা আপনার আজকাল সহ্য হচ্ছে না কেন বলুন তো? এই অপরিপাকের হেতু—অবশ্য ফ্রয়েড্ বলেন—

—থাক্ আপনার ফ্রয়েডের কথা। যাদের নিজের কথা কিছু নাই, তারাই অমনি পরের 'কোটেশন্' ব্যবহার করাকেই পরম গৌরব ব'লে মনে করে। আপনার যদি কিছু কথা থাকে বলুন।

—আমি তো বলি, এটা 'জেলাসি' ছাড়া কিছু নয়।

—ও ফ্রয়েডের কথা। আপনারা নিজের চিন্তাশক্তির কোন পরিচয়ই কি দিতে পারবেন না! আমি যদি বলি, না, ওটা 'জেলাসি' নয়, তবে আপনি কি উত্তর দেবেন? ব'লে বল্লী এতক্ষণ বাদে নিজেকে সাম্‌লে নিলে।

—তা হ'লে আমি তা বিশ্বাস কর্‌বো এই পর্যন্ত বল্‌তে পারি।

বল্লী একটা উদ্যত হাসিকে মুখ ঘুরিয়ে গোপন কর্‌লে। তারপর বল্লে, এত কথা থাক্‌তে হঠাৎ জেলাসির কথাই বা আপনার মনে এলো কেন? নিজের মনটাই কোন বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র ক'রে পাক খাচ্ছে, তাই আমাকেও টান্‌ছেন দলে।—কেমন নয় কি?

—এ কথার উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতেও ক্রিয়া চল্‌তে থাকে। সেক্ষেত্রে ফলাফলের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—আপনার এই নির্ভরতার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তৃপ্তি হ'লে এতেই সন্তুষ্ট হ'তো না; আপনার কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে তবে সে ছাড়্‌তো।

—আপনার সে ক্ষমতা নাই জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।

—এটা আপনার মনের কথা নয়। কারণ মেয়েদের মুখের কথা শুন্‌তে আপনারা ভালবাসেন।

—সব মেয়ের মুখে সব কথা ঠিক মানায় না, এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?

—অর্থাৎ তৃপ্তির যেমন মানায়, আমার মানায় না।

—আমি ঠিক ঐ কথাই বলি নি। এই ধরুন, মীর্ণার কথা।

—আপনার মীর্ণার কথা থাক্। ওর সঙ্গে কোন ভদ্রমহিলার নাম উচ্চারণ করতেও আমি লজ্জা বোধ করি।

ঠিক এই সময় এলো তৃপ্তি। বল্লে, বোধ হয় অসময়ে এসে পড়েছি।

সুশান্তই উত্তর দিলে : খুব অসময়, কারণ আমি উঠ্ছি।

—মানে? তৃপ্তি বল্লে।

—মানে, আমার আর থাকবার উপায় নাই—আমাকে উঠ্তেই হবে। ব'লে সুশান্ত উঠ্লো।

—কিন্তু আমার আসার ঠিক পরমুহূর্তেই আপনার যাবার প্রয়োজন হ'লো দেখে, আমি নিজেকেই অপরাধী মনে কর্ছি।

—আপনি এমন অন্যায় ধারণা কর্বেন না, এইটিই অনুরোধ। আবার দেখা হবে। ব'লে সুশান্ত যেন ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলো।

মুস্কিল হ'লো বল্লীর। এর পর কি সূত্র ধ'রে তৃপ্তির সঙ্গে আলাপ জমানো যায়, তাই সে ব'সে ব'সে ভাবছে।

—কি ব্যাপার বল্লী, ঝগড়া করেছিস বুঝি?

—কিছুই না, সামান্য একটা কথা—তাই নিয়ে তুমুল কাণ্ড!

—তা ভাল, গোড়ার দিকে ঝগড়াটা গা-সওয়া ক'রে নিলে, পরে আর অসহ্য হবে না।

—কি যা-তা বলিস্! সুশান্তবাবুর সঙ্গে তোর যতটুকু সম্বন্ধ, আমার ঠিক ততটুকুই। কারণ সাহিত্যিককে ঘরে পোষার মত নির্বুদ্ধিতা আমার কোন দিনই হবে না।

—তা হ'লে সুশান্তবাবুর ওপর কোন দাবীই তোমার রইলো না মনে রেখো। তৃপ্তি কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বল্লে।

—কেন, তা হ'লে নিজের 'এপ্রোচ্' করার সুবিধা হয় বুঝি?

—নিশ্চয়ই। সুশান্তবাবুর মত স্বামী কে আর হাতছাড়া করতে চায় বল্।

—তা তোমার হবে। অনেকখানি 'ফিল্ড্' তুমি 'ক্রিয়েট' ক'রে নিয়েছ পূর্বেই। যাক্, হাসি নয়—একটা অভিনয় করবি?

—কি, ঐ 'এপ্রোচ্' ক'রে? রক্ষা কর, ও আমি পারবো না। ব'লে তৃপ্তি হেসে ফেল্লে।

—কেন?

—বড় 'রিস্কি।' সবই করবো অথচ গায়ে আঁচড় লাগ্‌বে না—এ সুশান্তবাবুর মীর্ণাই পারে, আমরা পারি না।

—কিন্তু আমার বড় পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করে।

—কাকে? আমাকে, না সুশান্তবাবুকে?

—উভয়কেই।

—কিন্তু একটা অসুবিধা আছে, সেটা ভেবে দেখেছো কি? তৃপ্তি বল্লে।

—দেখেছি। ও-রকম 'রিস্ক' আমি করতে রাজি আছি।

—কিন্তু আমি রাজি নই। এরপর নিজেকে ভদ্রমহিলা ব'লে পরিচয় দিতে বিবেকে বাধ্‌বে।

—সেদিন তো কোন কিছুতেই বাধে নি। নতুন আলাপে কি-ইবা বাকি রেখেছিলি তৃপ্তি।

—সেদিন তুই ছিলি সাম্‌নে। একথাটা কোন সময়ের জন্যে আমি ভুলিনি, যা কিছুই করি না তোরই প্রতিনিধিত্ব করছি এবং তোর সাম্‌নেই করছি। তার চেয়ে এক কাজ কর্‌, আমার বাড়ীতেই হোক্‌ বৈঠক: তুই থাক্‌বি আড়ালে, মঞ্চে নাম্‌বো আমি।

—গুড্‌ আইডিয়া! যা কিছুই করিস্‌, কোন কিছুতেই বাধ্‌বে না—কি বলিস্‌? ব'লে বল্লী মুখে কাপড় দিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

—গুড্‌—গুড্‌ আইডিয়া! বল্‌তে বল্‌তে মামা ঢুক্‌লেন ঘরে।

উভয়েই উঠলো চম্‌কে। কিন্তু বল্লী নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে, কি—কি হ'লো মামা? কি তোমার গুড্‌ আইডিয়া?

—আরে আমার নয়, সুশান্তর লেখার কথা বল্‌ছি। কত বড় প্রতিভা! শীর্ণার এই দিকটা আমি ভাব্‌তেই পারি নি।—প'ড়ে দেখ্‌। ব'লে মামা সেই হপ্তার 'শ্যামলী' খানা টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন।

—তুমি চা পেয়েছো মামা?

—ও, না তো! চা বোধ হয় আমি খাই-ই নি।

—তুমি ব'সো মামা, আমি শীগ্‌গির নিয়ে আস্‌ছি। ব'লে বল্লী ছুটে বেরিয়ে গেলো।

—তৃপ্তি, তুমি সুশান্তকে দেখেছো?

—আজ্ঞে হাঁ, সেদিন দেখ্‌লাম।

—কেমন ছেলে? অবশ্য তার সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলা যাবে না—বলা উচিতও নয়। তবে একটা কথা খুবই বলা চলে—সে হচ্ছে রত্ন।

—আপনি কি তাঁকে জামাই কর্‌বেন মামা?

—জামাই! ও। আমি কিন্তু ওদিক দিয়ে কোনদিনই ওকে দেখিনি—আমি ভাবিওনি সেকথা। আচ্ছা, এর উত্তর এখন আমি দিতে পার্‌ছি না মা। কথা কি জান, সকল ভাল ছেলেই জামাই হবার 'কোয়ালিফিকেসন' নিয়ে আসে না। সে বিচারের দিকটা একটু জটীল। আমি পরে ভেবে বল্‌বো।

বল্লী চা নিয়ে আস্‌তেই মামার প্রথম প্রশ্ন হ'লো, সুশান্ত আজ আসে নি?

—এসেছিলেন, কি-একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বল্লী বল্লে।

'শ্যামলী' খানা এগিয়ে দিয়ে মামা বল্লেন, একবার জোরে জোরে পড়্‌তো মা, আমি আর-একবার শুনি।

বল্লী পড়্‌তে লাগ্‌লো: তোমাকে তো বলেছি অরুণ, আমি একটা গতি—ফুল্ স্পীডে আয়ুর ঘরগুলো প্রদক্ষিণ ক'রে যাবো। আমি মদ খাই অনেকে পছন্দ করে না—এ তাদের সতীত্ব নয়, কারণ অন্য দিক দিয়ে তারা আমাকে নষ্ট কর্‌তে চেয়েছে। অথচ ওদের দেশে দেখো, পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা কর্‌ছে—বন্ধুর মতই মিশ্‌ছে। আমরাই বা কেন পারি না অরুণ?

—তার কারণ, অমোদের দেশের মেয়েরা পুরুষ সম্বন্ধে বড় নার্ভাস। আলাপটাকেই তারা প্রেম ব'লে ভুল ক'রে বসে।

—এক্‌জাক্টলি। কিন্তু কত বড় ভুল দেখেছো অরুণ, স্বামী-স্ত্রী

হওয়া ছাড়া স্ত্রী-পুরুষের আর যেন গত্যন্তর নাই! আমি তাদের বন্ধু হতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় ভুল বুঝ্‌লে। স্যামুয়েল কর্‌লে আত্মহত্যা, অজিত হ'লো পাগল; শুনে আমিই মরি লজ্জায়।

—এটা তোমার মনের কথা হ'লো না মীর্ণা, লজ্জা তুমি পাওনি। বরং হয়েছো গর্বিত।

—গর্ব! কিসের?

—রূপের। তুমি সকলকেই দিয়েছো প্রশ্রয়ঃ এক কথায় তুমি তাদের নিয়ে খেলা করেছো।

—তুমি বিশ্বাস কর অরুণ, আমার মনে এতটুকু পাপ ছিলো না। আমি মদ খাই—কেন খাই, আজ হয়তো তুমি বুঝ্‌বে না কিন্তু একদিন বুঝ্‌বে।

—সবাই যে তোমার পরমার্থ বুঝ্‌তে চাইবে, এমনই বা কি কথা আছে।

—আমি বোঝাতেও তো চাই নি। আজ এই সর্বপ্রথম তুমিই জান্‌লে।

—আমার প্রতি তোমার এই বিশ্বাসের কারণ? অরুণ তীব্র-শ্লেষের সঙ্গে কথাটি উচ্চারণ কর্‌লে।

—বিশ্বাস আমি কাউকেই করি না অরুণ, তবে তোমার আজো কোন অসংযমের পরিচয় পাই নি; এইটিই আমার কাছে এতদিন পরে নতুন লাগলো।

হঠাৎ সুশান্তকে দরজার সাম্‌নে দেখে বল্লী দিলে বইখানা বন্ধ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে মামাও চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, আরে এসো

এসো, তোমার লেখাই পড়া হচ্ছিলো। তুমি ব'সো আমাদের মধ্য-স্থলে : প্রশ্ন যদি কিছু ওঠে, পাঠ নেবো আমরা গ্রন্থকারের কাছ থেকেই।

—আমার লেখার ব্যাখ্যা করতে যদি আমাকে যেতে হয় প্রত্যেক পাঠকের কাছে, তবে তো আমি খুব বই লিখ্‌লাম। ব'লে সুশান্ত হাস্‌তে লাগ্‌লো।

কথা বলবার এতবড় সুযোগ তৃপ্তি ছাড়তে রাজি নয়। তাই সে সুশান্তর উত্তরে বল্লে, লেখা দুর্বোধ্য করার শাস্তি লেখককে পেতে হবে বই কি।

—লেখা দুর্বোধ্য, না মীর্ণা দুর্বোধ্য এইটিই আমার প্রথম প্রশ্ন। যদি লেখা দুর্বোধ্য হয়, তবে বুঝ্‌বো বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য ; আর যদি মীর্ণা দুর্বোধ্য হয় তবে বল্‌বো আমার কলম ধরা সার্থক হয়েছে।

—অর্থাৎ মীর্ণাকে আপনি নিজেও জানেন না? বল্লী গলায় একটু ঝাঁজ এনেই বল্লে।

—আমার কথার ঠিক ঐ অর্থই নয়। মীর্ণা যদি আপনাদেরই কল্পনার মানুষ হয়, তবে লেখককে সেইখানেই করতে হবে আত্মহত্যা। আপনাদের কল্পনা যেখানে পৌঁছুবে না, লেখক-জন্ম সেইখানেই হবে সার্থক। আজ আপনাদের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না বলেই আমার আনন্দ হয়েছে বেশী।

মামা বল্লেন, সুশান্ত, আমি বল্‌ছি তুমি কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিও না। মীর্ণার কত বড় সংযম—এ যদি ওরা না বুঝ্‌তে চায়,

না বুঝুক, কিন্তু আমি বলি, মীর্ণার এই মনের বলই হ'লো আসল 'চাস্‌টিটি।'

—একথা কেন ভুলে যাচ্ছো মামা, একটা অস্বাভাবিক কিছু আঁক্‌লেই চরিত্র স্বষ্টি হয় না। এর চেয়ে মীর্ণার পতন হওয়াও ভাল ছিলো।—অন্তত 'রিয়েলাস্টিক্' হ'তো। ব'লে বল্লী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে, আমি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছি এ যেন কেউ মনে করবেন না—এক কাপ চা নিয়েই আস্‌ছি।

ঘর্‌খানি হঠাৎ অস্বাভাবিক স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। এই স্তব্ধতার কোনই অর্থ হয় না, অথচ সকলকেই নীরবে মেনে নিতে হচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে তৃপ্তিই সেই মৌনতা করলে ভঙ্গ : মামা কিন্তু কোন দিনই আমাদের বাড়ী গেলেন না।

স্তব্ধঘরে তৃপ্তির এই কথা যেন অনধিকার প্রবেশ কর্‌লো। সুশান্ত এই সুযোগে একটা খোঁচা দিতেও ছাড়্‌লে না। বল্লে, অশৌচান্তে নিয়ম-ভঙ্গের একটা প্রথা আছে,—সেদিন ঘটা ক'রে চলে খাওয়া-দাওয়া। তৃপ্তিদেবী সেই নিয়ম-ভঙ্গ কর্‌লেন, বাকি রইলো কিন্তু খাওয়াটা।

—মনে রইলো আপনার কথা। কিন্তু যেভাবে আপনারা চুপ করেছিলেন, আমি চেষ্টা না-কর্‌লে কোনকালে যে আপনি কথা বল্‌তে পার্‌বেন এ ধারণাই আমার ছিলো না। সুতরাং এদিক দিয়ে আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ব'লে তৃপ্তি একটু বক্র কটাক্ষ কর্‌লে।

বল্লী সুশান্তর চা নিয়ে এলো। তারই জন্যে বিশেষ ক'রে

আনীত এই চায়ের মূল্য যে সামান্য নয়, সুশান্তর অভিব্যক্তিতে সেইটিই উঠ্‌লো ফুটে। বল্লী জেনে-শুনেই তাই দিলে আঘাত। বল্লে, আমরা ইতিপূর্বে চা খেয়েছি, চায়ের-টেবিলে আপনি ছিলেন অনুপস্থিত, তাই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষালন করছি।

—বুঝ্‌তে পেরেছি; এ ছাড়া একথা আমি মনে করতেই পারি না যে, আপনি আমারই জন্যে বিশেষ ক'রে চা প্রস্তুত ক'রে এনেছেন, ব'লে সুশান্ত দিলে প্রতি-আঘাত।

বল্লী এই আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। তাই কোন উত্তরই সে আর দিতে না পেরে নিজেই প'ড়্‌লো ভেঙে। উত্তর দিলে তৃপ্তি। বল্লে রাগ ক'রে চায়ের কাপটা ভেঙে ফেল্‌বার আগে, ওটা খেয়ে ফেলুন। পেটে গেলে তবু গরম জলের একটা 'য়্যাক্‌সন' পাবেন।

—গরমের ওপর গরম পড়্‌লে পেট গরম হবার সম্ভাবনা। ব'লে সুশান্ত এবার হাস্‌লো।

—ঠিক সুশান্ত। সাহেবরা এইজন্যেই 'কোল্ড-টি' ব্যবহার ক'রে থাকে। মামার এই কথায় সকলেই হেসে উঠ্‌লো।

—আমার কথায় তোমরা হাস্‌লে কিন্তু সুশান্তকেই জিগ্যেস কর, ওরা 'কোল্ড-টি' ব্যবহার করে কি না।

—মামা বুঝি 'অলওয়েজ্‌ য়্যাট্‌ ইয়োর ক্যজ্‌?' ব'লে বল্লী মুখে কাপড় দিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

—এই দেখো, তোমার পক্ষ নেওয়ার কি বিপদ দেখো সুশান্ত! ব'লে মামাও হাসলেন।

—চাটুকু খাবেন, না ফেলে দেবো ? বল্লী গম্ভীর হ'য়ে বল্লে।

সুশান্ত ঠাণ্ডা চা-এর বাটিটা তুলে ঢক্ ঢক্ ক'রে শেষ ক'রে দিলে।

—লক্ষ্মী ছেলে। ব'লে তৃপ্তি মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করলে।

মামাকেও এবার হাস্‌তে হ'লো। বল্লেন, তৃপ্তির হাসাবার শক্তি আছে। কথা বলার এই বিভিন্ন সুরটুকুই আসল বস্তু, নইলে কথা আর কি। ঠিক ঐ-কথাই হয়তো আমার মুখে শুন্‌লে তোমরা রেগে উঠ্‌তে। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্লেন, তোমরা শুন্‌লে আশ্চর্য হবে, রাত্রি এখন এগারটা।

আর বল্‌তে হ'লো না, সেদিন ঐখানেই সভা ভঙ্গ হ'লো।

বাড়ী এসে সুশান্ত উপন্যাসের একটি অধ্যায় লিখ্‌বার লোভ সামলাতে পার্‌লে না। সে লিখ্‌লে :

শীতের স্তব্ধরাত্রি। পিছনে 'কাসানোভার' স্তিমিত আলো-গুলো পড়েছে ঝিমিয়ে,—সমস্ত চৌরঙ্গীপ্লেস্ রুদ্ধনিশ্বাসে নিষ্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে। দূরে সার্জেণ্ট পুলিশের ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত পদধ্বনি মধ্যরাত্রির চৌরঙ্গীর শান্ত শিরা-উপশিরায় যেন প্রচণ্ড আঘাত ক'রে উঠ্‌লো। মীর্ণা এগিয়ে এসে একখানা ট্যাক্সি ধর্‌লে। বল্লে, সোজা চল। অরুণের একখানা হাত সে কোলের ওপর প্রাণপণে চেপে ধরে রয়েছে।

অরুণ বলেছিলো, তুমি মদ ছাড়ো, নয় আমায় ছাড়ো।

মীর্ণা আজ কোনটাকেই ছাড়্‌তে পারে না, তাই নিত্য বাধ্‌ছে সঙ্ঘর্ষ।

অনেকক্ষণ এমনিভাবেই কাট্‌লো। পরে মীর্ণাই একসময় জিগ্যেস্ করলে, আমাকে কি তোমার ঘৃণা হয়?

—আজ তোমার মুখে এই কথা শুনে ঘৃণা হবার কথা বটে। এর চেয়ে তোমার মুখে বিয়ের কথা বোধ হয় বেশী মানাতো। ব'লে অরুণ শব্দ ক'রেই হাস্‌লে।

মীর্ণার আজ কথা বল্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না,—অরুণের কাঁধে মাথা রেখে চুপ ক'রে রইলো প'ড়ে।

—তোমার কি আজ নেশা হয়েছে?

—বোধ হয়।

—তবে চল, বাড়ী ফিরি।

—বাড়ী ফিরবার জন্যে তো আমার নেশা নয়—রাস্তার জন্যে আমার নেশা। রাস্তা ফুরুলেই নেশাও যাবে কেটে। কাঁধের উপর মাথা রেখেই খুব স্পষ্ট ক'রে মীর্ণা উচ্চারণ করলে।

—অথচ কোন দিক দিয়েই তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌ছে না, এরই বা প্রতিবিধান কি?

—এ সমস্যা স্বামী স্ত্রীর। পরস্পরের বিভিন্ন পথে আমরা হবো না কোন বাধা, তাই না কোন বন্ধনকেই আজো আমরা স্বীকার করিনি।

—অর্থাৎ তোমার দুঃখ তুমিই ভোগ করবে: মনের এই নির্মম-ঔদাসীন্যকে আয়ত্ব করতে বোধ হয় আমার সময় লাগবে।

—তুমি সেই মন্ত্র আমার কাছে নেবে অরুণ?

অরুণ কেঁপে উঠ্‌লো। তার রক্ত-চলাচলের স্রোতে কে যেন দিয়েছে বরফ চাপিয়ে। সমস্ত চেতনা দিয়ে সে একবার গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হ'য়ে বস্‌লো: বল্লে, তুমি দেবে সেই মন্ত্র! এতদিনের সংস্কারে তুমিই কর্‌লে সর্বপ্রথম আঘাত! এ কথা আমি কোন মতেই ভাবতে পারি না মীর্ণা, আমার অতিবড় অসুখে তুমি দেবে আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে!

মীর্ণা তেমনি চুপ ক'রে ব'সে রইলো। অন্ধকারে মীর্ণার মুখ দেখা যাচ্ছে না ব'লেই অরুণ আরো অস্বস্তি বোধ করলে। খুব জোরের সঙ্গে অরুণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তুমি কি হাস্‌ছো?

মীর্ণা খুব আস্তে বল্লে, আমি কি এতখানি হার্টলেস্? তোমার প্রতি আর যত অবিচারই করি না কেন, হাসপাতালে যে পাঠাতে পার্‌বো না—এ তুমিও জান।

ট্যাক্সিটা এক জায়গায় এসে থাম্‌লো। বোধ হয় ড্রাইভারের প্রশ্নটা হচ্ছে, এবার কোথায় যাবো? মীর্ণা বুঝলে, তাই সহজ ক'রেই বল্লে, ঘুমা লেও।

সুশান্তর কলমও এইখানে ঘুর্‌লো। তৃপ্তি তার আর-একটি লোভনীয় নায়িকা। তাকে দিয়ে তার উপন্যাসের কতটুকু কাজ করানো যেতে পারে সেই কথাই এবার সুশান্ত ভাবছে। একটা

চুরুট ধরিয়ে নিলে এই সময় বোধ হয় ভাল হবে। সুশান্ত চুরুট ধরালো। তারপর এক নিশ্বাসে এইটুকু লিখে গেলো :

অরুণ যখন মীর্ণাকে তার বাড়ী পৌছে দিলে, তখন রাত্রি চারটে। তারপর সে সোজা গিয়ে ঢুক্‌লো নিজের ঘরে। একদা এই ঘরের মায়া ছিলো অরুণের সব চেয়ে বেশী। এই একখানা ঘরে বসেই আপনি বিশ্ব-সভ্যতার মোটামুটি আইডিয়া পাবেন। আজ আর নতুন কিছু করবার উত্তেজনা না থাক্‌লেও, সেগুলোর প্রতি দরদ অরুণের আজো আছে। হাত-পা ধুয়ে অরুণ তার বিছানায় এসে বস্‌লো। এই এমন একটি জায়গা —যেখানে ব'সে, যে-কোন দিকে চাইলেই নিজেকে সেই দেশের অধিবাসী ব'লে একটা মানসীক তৃপ্তি পাওয়া যায়। কি নাই ? গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন, চীনের জাগরণ, রাশিয়ার বিপ্লব, রোমের পতন। কিন্তু আজ আর অরুণের এসব কিছুই ভাল লাগে না। চীন, জাপান্‌, গ্রীস, প্যারিস তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। এ যেন আর দেখা যায় না। কালই সে এগুলোকে সরিয়ে ফেল্‌বে। সুইচ্‌টা অফ্‌ করতে গিয়ে সে দেখ্‌লে বিছানায় পড়ে আছে একখানা চিঠি। খামের ওপরটা দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নাই কে লিখেছে, অথচ শিরোনামার নামটা আছে স্পষ্ট ক'রে লেখা। অরুণ একথা মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারে না, তাকে কেউ লিখবে চিঠি। অরুণ যদি এই চিঠিখানা নাই পড়ে, কোন ক্ষতি হবে না তার এবং তার ব্যবহৃত পৃথিবীর। তবু সে পড়্‌লো। লিখ্‌ছে দীপ্তি : সামান্য চিঠি, নিমন্ত্রণের

তাগিদ্ দিয়ে। শেষটায় লেখা আছে, আমি আপনার খুব অপরিচিত নই।

কে এই দীপ্তি? অরুণ অনেকক্ষণ ধ'রে মনে করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন স্মরণীয় ঘটনার প্রতিচ্ছবিকে সে পেলে না খুঁজে! অরুণ ঘুমুবার চেষ্টা করলে: বাকি রাতটা তার একটা আকস্মিক উত্তেজনায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্বে একথা শোবার আগে পর্যন্ত সে বুঝ্তে পারে নি। দীপ্তি যেই হোক্, তার এই চিঠি লেখার কোন মানে হয় না। সুশান্ত মনে মনে উচ্চারণ করলে। চিঠির ভাষা এবং উদ্দেশ্য সেইরকমই হওয়া উচিত যাতে মানুষ সহজ নিশ্বাসের সঙ্গে তার অনতিপূর্ব উপস্থিতিকে ভুলে যেতে পারে। চিঠি একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস নয়, যার 'থ্রিল' নিয়ে রাত-জাগা চলে।

মীর্ণাকে ঠিক এই কথাগুলোই অরুণ সকালে বল্লে।

দীপ্তির চিঠি মীর্ণাকেও বিস্মিত করেছে। বিস্মিত করেছে তার অকুণ্ঠিত আহ্বান। বল্লে, তোমার যাওয়া উচিত।

—তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছো?

—না, পরীক্ষা করছি তাকে। আমি দেখ্তে চাই সে কি-জাতের মেয়ে।

—সৎ ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—হাসির কথা নয়, সে আমাকে বিচলিত করেছে।

—কিন্তু আমার ভদ্রতায় বাধ্ছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে অরুণ বল্লে।

—সেই পরীক্ষাই তো আমি করতে চাই। এরকম ক'রে চিঠি

লিখ্‌তে এক পারি আমি, আর পারে এক অতি-বেহায়া। ব'লে মীর্ণা মুখ টিপে হাস্‌লে।

সুশান্ত এবার লেখা বন্ধ ক'রে ঘড়ির দিকে চাইলে। ঘড়িটি বোধ হয় অনাবশ্যকবোধে তিনটে বেজে কখন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। রাত্রি হয়তো আর বেশী নাই। কতটুকুই বা আর ঘুমুবে সুশান্ত। —এক ঘণ্টা?—দু ঘণ্টা? অসম্ভব! সে ঘুমোনোর কোন অর্থ হয় না। নেপোলিয়ান এক ঘণ্টা ঘুমোনকেই পর্যাপ্ত মনে করতেন কিন্তু সুশান্ত তা চেষ্টা করেও পারে নি। ঘুমোনোর সময়টা যদি সে কমিয়ে দিতে পারতো তবে সুশান্ত অনেক কিছুই হয়তো করতে পারতো। তা না পারুক, নেপোলিয়ানের মত কিছুতেই সে ঘুমোবে না। অশ্বপৃষ্ঠে চোখ বুজে পড়ে থাকা—তার নাম কি ঘুম? ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, মানুষের সঙ্গে এইখানে তার মস্ত প্রভেদ। এই পাশবিক-নিদ্রা নেপোলিয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েছে, ভালই হয়েছে।

সেদিন মুখোমুখি দুজনের দেখা। তৃপ্তির এবং সুশান্তর। সুশান্তই প্রথম বল্লে কথা: একদিন নিমন্ত্রণ করবার কথা ছিলো, নির্লজ্জের মত সেকথাও আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে।

—'শ্যামলী' বেরুনোর পর আমিই বা কোন্‌ লজ্জায় আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাই বলুন! আমি আপনার কাছে কি-এমন

অপরাধ করেছি যে অমন ক'রে আমাকে অপমান করলেন? বল্‌তে বল্‌তে তৃপ্তির গলার স্বর ভারী হ'য়ে এলো।

তৃপ্তিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাও সুশান্ত হারিয়ে ফেল্লে। বিপদে পড়লে সুশান্ত যেন অতি সহজেই ধরা পড়ে। অন্য কেউ হ'লে যেখানে প্রতিরোধমূলক একটা যুক্তি দেখিয়ে তৃপ্তিকে ঠাণ্ডা করতে পারতো, সেখানে সুশান্ত রইলো অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে।

তৃপ্তি বল্লে, আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে নিমন্ত্রণ করার মধ্যে আমার কোন ব্যক্তিগত কামনা ছিলো না।

—আপনি অমন ক'রে বল্‌বেন না, আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি। তৃপ্তিকে আমি উপন্যাসে চেয়েছি বটে, কিন্তু অপমান করতে চাইনি। সেদিনের সেই নিমন্ত্রণের সুযোগটুকু নিয়ে আমি রোমান্স রচনা ক'রে গিয়েছি কিন্তু লিখবার পরমুহূর্তেও আমি ধারণা করতে পারিনি—এ আঘাত আপনাকে এতখানি বাজবে।

—বাজ্‌বে না, এই বা আপনি কি ক'রে মনে করলেন? তৃপ্তি অভিযুগের সুরে বল্লে।

—আপনার নিমন্ত্রণটুকুর সঙ্গেই যা দীপ্তির মিল, নইলে দীপ্তি আসলে একটি কাল্পনিক চরিত্র।

—আপনি থামুন। তৃপ্তি যে আপনার হাতে দীপ্তি হয়েছে, এ বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে। ছিঃ, আপনি এতবড় নির্লজ্জ! বেশ, নিমন্ত্রণই আপনাকে করছি,—যাবেন আমার ওখানে? ব'লে তৃপ্তি যেন হাঁপাতে লাগ্‌লো।

—এরপর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার মত নির্লজ্জতা আর নাই। আমি আর যাই করি, আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোনদিনই কর্‌বো না।

তৃপ্তি এবার হেসে ফেল্লে। বল্লে, আপনার রাগ তো কম নয়ঃ দোষ কর্‌লেন আপনি, আবার রাগও কর্‌ছেন আপনি—কোন্‌টাকে আমি সাম্‌লাই বলুন তো?

—কোনটাকেই আপনার সাম্‌লাতে হবে না। আমি এবার থেকে নিজেই সাম্‌লে চল্‌বো। ব'লে সুশান্ত আরো খানিকটা গম্ভীর হ'য়ে গেলো।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো? আমার নিমন্ত্রণ তো নিলেন না কিন্তু দীপ্তির ঘরে অরুণের নিমন্ত্রণটাকে এবারে কি-ভাবে নিয়ে যাবেন?

সুশান্ত এবার না-হেসে পার্‌লে না। বল্লে, সব সময় 'প্রাক্‌টি-ক্যাল এক্সপিরিয়ান্স' না থাক্‌লে লেখা চল্‌বে না, এই বা আপনাকে কে বল্লে?

—ও, চলে বুঝি! তবে আমার নিমন্ত্রণটা নিয়েই বা এত টানা-হেঁচ্‌ড়া কর্‌লেন কেন?

—বলেছি তো, অতদূর টেনেছি শুধু রোমান্সের খাতিরেই।

—প্রাক্‌টিক্যালেও ঠিক ঐ একই কারণে টানাটানি চলে সুশান্তবাবু, এ নতুন কথা নয়।

—কিন্তু প্রাক্‌টিক্যাল দাঁড়িয়ে থাকা আর চলে না। চলুন কোথাও বসি। ব'লে সুশান্ত জোরে হেসে উঠ্‌লো।

—কিন্তু একত্রে বসার অর্থ কি জানেন? সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝে আমরা রইবো ব'সে—কি কৈফিয়ৎ দেবো বলুন তো?

—কৈফিয়ৎ যে দিতেই হবে এমনিই বা কি কথা আছে।

—নিজের কাছেও তো একটা জবাবদিহি আছে।

—আপনারা এরকম খুঁটিনাটি ত্রুটি বিচ্যুতির জবাব দেন না কি?

—আপনারা অর্থে আপনি কা'দেরকে 'মিন' কর্‌ছেন, এটুকু না ধর্‌তে পার্‌লে আমার উত্তর দেওয়া কঠিন হবে। আপনি কি য়্যারিস্টোক্রেট্‌দের কটাক্ষ কর্‌ছেন?

— ধরুন তাই। সুশান্ত একটু থেমে বল্লে।

—কিন্তু এ উত্তর আজ থাক্ সুশান্তবাবু! কথাটা একটুও নয়, আর এ স্থানও নয়। বরং বল্লীর ওখানে চলুন, সে বোধ হয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে।

—আপনার জন্যে হ'তে পারে, আমার জন্যে নয়।

—এ আপনার রাগের কথা সুশান্তবাবু, আমার জন্যে সে কোনদিনই অপেক্ষা করে থাকে নি। আমি অনাবশ্যক গিয়ে পড়েছি আপনাদের মাঝে। বল্‌তে বল্‌তে তৃপ্তির গলাটা ভারি হ'য়ে এলো।

সুশান্ত সেটা লক্ষ্য কর্‌লে। বল্লে, তাই নাকি। কিন্তু আমি আপনাকে আমার প্রয়োজনে লাগিয়েছি—অকৃতজ্ঞ হবেন না।

তৃপ্তির গালদুটো লাল হ'য়ে উঠ্‌লো; সেও সুশান্ত লক্ষ্য কর্‌লে।

প্রিয়া ও মানসী

বল্লীদের বাড়ী যখন তারা এসে পৌছুলো, তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। বল্লী বাড়ী নাই। তৃপ্তির লজ্জায়-মরে-যাওয়া মুখখানি যদিও সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, তবু সুশান্তর বুঝ্‌তে কষ্ট হ'লো না এরপর অনেকক্ষণ তৃপ্তি কথা বল্‌তে পারবে না। সুশান্তই দিলে তার লজ্জাকে ভেঙে: এ ভালই হ'লো, চলুন আমরা ওঁর ঘরে গিয়ে বসি। তিনি এসে যখন দেখ্‌বেন, তাঁর এক অসতর্ক-মুহূর্তে ঘরটি বে-দখল হ'য়েছে, তখনকার তাঁর সেই ম্লানায়মান মুখখানি কল্পনা ক'রে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি।

—অত তৃপ্তিতে আর কাজ নেই সুশান্ত বাবু। চলুন, আমরা হলঘরে গিয়ে বসি।

হলঘরের সুইচ্‌টা জ্বেলে দিয়ে তারা এসে মুখোমুখি বস্‌লো। সুশান্ত বল্লে, তারপর?

—তারপর আবার কি? বস্‌লাম। কথা যদি আপনার কিছু না থাকে, চুপ্‌চাপ বসে থাকুন—আমার দিক থেকে কোন প্রতিবাদ পাবেন না।

—কিন্তু সেই বা কেমন হবে, দুজনে চুপ ক'রে ব'সে থাকা?

—খুব ভাল হবে সুশান্তবাবু, কথা বলার ঝঞ্ঝাট অনেক। হয়তো কি বল্‌তে কি বল্‌বো, কাল দেখ্‌বো ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেছে।

সুশান্ত এবারে না হেসে পার্‌লে না। বল্লে, অভয় দিচ্ছি, আজকের কথা থাক্‌বে শুধু আমাদের দুজনের মনে: আপনি বলুন।

চাকরটা এসে দু কাপ চা দিয়ে গেলো।

—যাক্‌, ব'সে থাক্‌বার তবু একটা অবলম্বন পাওয়া গেলো।

এই চাটুকু না এলে কি বিপদেই পড়্তে হ'তো বলুন তো? ব'লে সুশান্ত তৃপ্তির দিকে চাইলে।

—আপনি কি কোন-একটা অবলম্বন নইলে থাক্তে পারেন না সুশান্তবাবু?

—আপনি আমাকে বল্ছেন কিন্তু ঐ চাটুকু কি আপনাকেও আজ রক্ষা করে নি?

—খুব রক্ষা করেছে। আপনার ঐ অবলম্বনের কথা শুনে আমার গা এখনো কাঁটা দিয়ে উঠ্ছে।

সুশান্তর উচ্চহাস্যে প্রকাণ্ড হলঘরটা যেন কেঁপে উঠ্লো। তার পরেই সে বল্লে, দেখুন, আমি ভেবে দেখ্লাম—আমরা যে এই কথা বলার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু হারিয়েছি, এ শুধু নিজেদের দুর্বলতার জন্যেই নয়। এর পূর্বে রাস্তায় যখন ছিলাম আমরা দাঁড়িয়ে, তখন ছিলো না কথার অন্ত কিন্তু এখানে আসার পরমুহূর্তেই আমাদের কথা গেলো হারিয়ে। এর কারণই হ'লো, একজনের প্রতীক্ষায় আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে ব'সে আছি।

—প্রতীক্ষা যেখানে কৃত্রিম নয়, সেখানে একটু উদ্বেগ প্রকাশ পায় বই কি। নইলে 'প্রতীক্ষা' কথাটার যে কোন মানেই থাকে না।

—কিন্তু এরকম অকারণ-প্রতীক্ষাই বা আমরা করতে গেলাম কেন?

এরপর তৃপ্তি যে-কথাটা বল্তে যাচ্ছিলো, তার অভিব্যক্তিটা মুখে প্রকাশ পেলেও বলা হ'লো না। কারণ বল্লীর আকস্মিক কলহাস্যে দুজনেই সচকিত হ'য়ে উঠ্লো।

বল্লী সোজা এসে ঢুক্‌লো হলঘরে। বল্লে, বেশ যা হোক, এদিকে আমরা ব'সে আছি আপনার বাড়ীতে আর আপনি এখানে!

সুশান্ত যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যে সে কোনদিনই প্রস্তুত ছিলো না। বল্লীর এই নিদারুণ অভিযানকে সে কিভাবে গ্রহণ করবে ভেবেই পেলো না। বল্লে আমার বাড়ীতে!

—হাঁ, অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে শেষটায় বিরক্ত হ'য়ে চলে এলাম।

—কি অন্যায় বলুন তো। একটা খবর দিতেও তো হয়। ব'লে সুশান্ত যেন অপ্রস্তুতের হাসি হাস্‌লে।

—খুব অন্যায়ই তো। সুশান্তবাবু অন্তত ঘরখানাও একটু সাজিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তেন। বল্লে তৃপ্তি।

—ঠিকই তাই। আমি অত্যন্ত গরীব—সেটা আমার পারিবারিক কথা। ঘর সাজাতে হয়তো পার্‌তাম না কিন্তু বস্‌বার জায়গা একটা দিতে পারতাম।

বল্লী আর একটি কথাও না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তার এই চলে যাওয়া এতই আকস্মিক যে দুজনে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর তৃপ্তিই একসময় বল্লে, আপনি বল্লীকে কতখানি আঘাত করলেন বুঝ্‌তে পার্‌ছেন?

—বুঝতে হয়তো পার্‌ছি কিন্তু এখন সংশোধনের কোন উপায়ই দেখছি না।

—সংশোধন যে কর্‌তেই হবে, এমনি বা কি মানে আছে! আপনারা ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা কর্‌তে জানেন না: ঐ জন্যেই তো আমরা পেয়ে বসি।

—না, না, আপনি বুঝ্ছেন না তৃপ্তি দেবী। আমার কথাটা উনি ভুলভাবে নিয়েছেন। দারিদ্র্যকে গোপন করার আমার একটা লজ্জাকর চেষ্টা আছে, এইটিই উনি বুঝে গেলেন।

—তা-ই না হয় বুঝ্লে, তাতে আপনার ক্ষতি কি ?

—না, না, ওটা যে সবচেয়ে মিথ্যে—এই মিথ্যে বুঝতে দেবো কেন আমি। সুশান্ত উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে।

—তার চেয়ে এক কাজ করুন সুশান্ত বাবু! চলুন, আমরা তার শোবার ঘরে যাই।

—না, সে আমি পারি না তৃপ্তিদেবী। মানুষের অধিকারের একটা সীমা থাকা দরকার।

—কিন্তু আপনিই তো একসময় তার শোবার ঘরে যেতে চেয়েছিলেন। বল্লে তৃপ্তি।

—তখন ছিলো না ঘরের মালিক : অনধিকার প্রবেশ হ'লেও অন্তত লজ্জা পেতাম না।

—তবে এখানে অনন্তকাল অপেক্ষা ক'রে থাকুন। আমার কিন্তু আর থাকা চলে না। ব'লে তৃপ্তি উঠ্লো।

—আপনি যাবেন কিন্তু আমিই বা এখন কি অবলম্বন নিয়ে থাকি।

—আবার সেই অবলম্বনের কথা! যার তার কাছে অমন ক'রে বল্বেন না, আমি বড় লজ্জা পাবো। যাবার আগে আর-একবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই, আমাদের ওখানে যেতে যবে কিন্তু একদিন।

—তাহ'লে নিমন্ত্রণ আপনি করছেন? বল্লে সুশান্ত।

—হাঁ, কিন্তু তার আগে দীপ্তির নিমন্ত্রণ-পর্বটা আপনার কাগজে বের ক'রে দেওয়া চাই।

সুশান্ত জোরে হেসে উঠ্‌লো।

তৃপ্তির চলে যাওয়ার পরক্ষণেই বল্লী ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুক্‌লো। বল্লে, তৃপ্তির সঙ্গে কোথায় দেখা হ'লো বল্‌তে হবে।

অতর্কিত এই প্রশ্নের উত্তরে সুশান্ত বেশ-একটু নার্ভাস হ'য়ে গেলো। বল্লে, তিনি নিজেই আস্‌তেন হয়তো, দৈবক্রমে পথে দেখা।

—না, সে নিজে আস্‌তো না। জোর গলায় বল্লে বল্লী।

—ঠিক এই ধরণের কথা তাঁর মুখেও কি-একটা শুন্‌লাম। ব্যাপার কি বলুন তো?

—তবে যে বল্লেন দৈবক্রমে দেখা? অনেক কথাই তাহ'লে হয়েছে।

—বসে তো আমরা অনেকক্ষণই আছি এবং চুপ ক'রে বসে থাকাও সম্ভব হয় নি।

—সম্ভব হয় নি তা আমি জানি, তাই তৃপ্তির নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করাও এখন সম্ভব হ'লো না।

সুশান্ত বল্লীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর তার একখানি হাত আস্তে আস্তে নিজের দিকে টেনে নিলে। বল্লী একবার কেঁপে উঠ্‌লো। কিন্তু হাত সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা পর্যন্ত কর্‌লে না।

সুশান্ত বল্লে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি বল্লী, কিন্তু তৃপ্তি সম্বন্ধে তোমার ভয়ের কোন কারণই ঘটেনি—এ তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

—তবে এই প্রতিশ্রুতি আমাকে আজ দাও, তুমি তৃপ্তির ওখানে যাবে না ?

—বেশ সেই কথাই রইলো ; যদি যাই তবে তোমাকে নিয়েই যাবো। ব'লে সুশান্ত হাস্‌লে।

বল্লী এতক্ষণে লজ্জা পেলো। সে ভেবেই পাচ্ছে না, এ পর্যন্ত তার এ-লজ্জা কোথায় ছিলো ! আজ বল্লী এত দুর্বল হ'য়ে পড়্‌লো যে, সুশান্তর কিছুই বুঝ্‌তে বাকি রইলো না। কিন্তু এমন ক'রে এত শীঘ্র ধরা না-দিলে হয়তো ক্ষতিই হ'তো। সে-ক্ষতি সে সইতেই পারতো না। তবু বল্লী লজ্জায় আর মুখ তুল্‌তে পার্‌লে না।

ঘড়িতে টং টং ক'রে ক'টা বেজে গেলো। সুশান্ত মুখ তুলে দেখ্‌লে বারোটা। বল্লে, রাত অনেক হয়েছে শুতে যাও।

—কাল আস্‌বে ? বল্লী মুখ না তুলেই বল্লে।

—আস্‌বো।

বাড়ী এসে 'শ্যামলী'র কপি শেষ কর্‌তেই সুশান্তর ঢুটো বেজে গেলো। তৃপ্তির কথা রক্ষা হয়েছে। অরুণ গেলো দীপ্তির ওখানে। দীপ্তি শুধু হাস্‌লে। বল্লে, মীর্ণা যে বড় ছেড়ে দিলে ?

—ধরেও তো রাখে নি কোনদিন। বল্লে অরুণ। কিন্তু আমাকে আপনি চিন্‌লেন কি ক'রে সেই কথাটি আজ বল্‌তে হবে।

দীপ্তি আবারো হাস্‌লো। বল্লে, এমন ক'রে নইলে কি আর আপনাকে ধরে আন্‌তে পার্‌তাম।

—ধরাধরির কথা পরে হবে। কিন্তু কি জন্যে ডেকেছেন সেটা শুন্‌তে পারি কি ?

—শোনাবার জন্যেই তো আনিয়েছি। বল্লে দীপ্তি। আপনি যে-বাড়ীটায় বাস করেন, সেই বাড়ীটার মালিক এখন আমি—মানে, দৈবক্রমে আমার অধিকারে এসে পড়েছে। অর্থাৎ বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি মারা গেছেন এবং বাড়ীখানা আমার নামে—

—বুঝ্‌তে পেরেছি, আর বল্‌তে হবে না।

—কি বুঝেছেন বল্‌তে হবে। ব'লেই দীপ্তি ঠোঁট টিপে হাস্‌লে।

—আর পাঁচজনে যেমন বুঝ্‌তো, আমিও ঠিক তেম্নি বুঝেছি।

—কিন্তু আপনি ভুল বুঝেছেন অরুণ বাবু। আমি সোমেশ বাবুর স্ত্রী।

—স্ত্রী! অরুণ যেন আঁৎকে উঠ্‌লো।

—আচ্ছা বসুন, আমি চা ক'রে নিয়ে আসি। ব'লে দীপ্তি ঘর থেকে চলে গেলো।

অরুণ সোমেশের কথা ভাব্‌তে বস্‌লো। সোমেশ কবেই বা মারা গেলো আর তার স্ত্রী ছিলো কিনা এও সে আজ যদিও নতুন

শুনেছে কিন্তু একথা সে কি ক'রে বিশ্বাস করবে স্বামীর অবর্তমানে কোন নারী কোন পুরুষকে এমন নির্লজ্জ-আহ্বান করতে পারে!

অরুণ একবার ঘরের চারদিকটা চেয়ে দেখ্‌লে। এই মুহূর্তে সে যদি পালাতে পার্‌তো তবে তার চেয়ে তৃপ্তিকর আর কিছুতে হ'তো না। কিন্তু দীপ্তির বেশী দেরী হ'লো না, সে চা নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। বল্লে, কি, পালাবার পথ খুঁজছেন না কি?

—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। দেখ্‌ছি, এখনও আপনি 'সেন্স্' হারান নি। তবে ঐ সঙ্গে এটুকু আপনার বোঝা উচিত ছিলো, পালাবার সক্রিয় উত্তাপটা আপনিই কিছুক্ষণ পূর্বে আমার মধ্যে সংক্রামিত ক'রে গিয়েছেন।

দীপ্তি হাস্‌লে। বল্লে, আচ্ছা চা খান।

—খাবো? কিন্তু ভয় করছে।

—চা খেতেও আপনার ভয় করছে? ব'লে দীপ্তি হাস্‌লে।

—আমি এমন অনেক গল্পের নায়িকাকে জানি, যারা পানীয়ের সঙ্গে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে অজ্ঞান করেছে কোন নায়ককে।

দীপ্তি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। আপনাকে অজ্ঞান করতে কোন মাদক দ্রব্যের প্রয়োজন হবে না অরুণবাবু। নিন, চা খেয়ে নিন।

অরুণ নিঃশব্দে চা খেয়ে গেলো। প্রতিবাদের কোন কথাই আর সে মনে করতে পার্‌লে না। বরং দীপ্তিই বল্লে, মীর্ণার এই পুতুল খেলার বাহাদুরি সাধারণের উপভোগ্য হবে ব'লে আমাকেও আপনারা সম্মোহিত করবেন এ মনে করার স্পর্ধা যেন আপনাদের

না হয়। যাক্, শুনুন, যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি। সোমেশ বাবুর দুই বিয়ে এবং দুই স্ত্রীই বর্তমান। তাঁর যা কিছু ছিলো আমাদের দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। আপনি পড়েছেন আমার ভাগে—'আই মিন্', আপনার বাড়ীটা। পাছে অন্যপক্ষ 'ক্লেম্' ক'রে বসে তাই সময় থাকৃতে আপনাকে জানিয়ে দিলাম: আপনার বাড়ী-ভাড়ার টাকা আমাকে ছাড়া আর কারুর হাতে দেবেন না।

—এক মিনিট। অরুণ বল্লে। আপনি কি নিজেই ভাড়ার টাকাটা আন্তে যাবেন?

—যা আপনি পছন্দ করেন। ব'লে দীপ্তি হাস্‌লে।

—আমার পছন্দের কথা হচ্ছে না। আমি জান্তে চাই, টাকাটা আপনার হাতেই দেবো, না আপনার দরোয়ানকে দিলেও চল্‌বে।

—দরোয়ান আমার নাই। তা ছাড়া দরোয়ান রাখবার টাকা থাক্‌লে, আপনার ভাড়ার টাকাই বা নেবো কেন?

—না, না, তাই বা নেবেন না কেন? অরুণ ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে।

—আপনার ভয় নেই, টাকা আমি ছেড়ে দেবো না। বল্লে দীপ্তি।

—খুসী হ'লাম আপনার কথা শুনে।

—টাকা দিতে খুসী হয়, আমি কিন্তু এমন লোক এই প্রথম দেখ্‌ছি।

—আমিও কিন্তু এই প্রথম শুন্‌ছি, বাড়ীর কর্ত্রী নিজে যাবেন ভাড়ার টাকা আন্তে। ব'লে অরুণ হাস্‌লে।

—স্বামীর অবর্তমানে পরের বাড়ীর ভাত রেঁধে কত মেয়ে

জীবিকা চালাচ্ছে। আমাদের দেশের বিধবাদের এই হ'লো সনাতন ইতিহাস। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়, তার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ একটা। ব'লে দীপ্তি গম্ভীর হয়ে গেলো।

অরুণ ব্যথিত হ'লো। বল্লে, না জেনে আঘাত দিয়েছি কিন্তু একটি অনুরোধ আমার রাখতে হবে, আমার ভাড়ার টাকা আমিই নিয়মিত এসে দিয়ে যাবো।

—তা হয় না অরুণবাবু, টাকাটাই আপনার কাছে দাবী করতে পারি, তার বেশী নয়। সুতরাং আমাকেই আপনার কাছে যেতে দিন।

—একটা অনধিকার প্রশ্ন করছি,—আপনি কি এ-বাড়ীতে একা থাকেন—মানে, দেখবার শুনবার লোক কি কেউ নেই?

দীপ্তি হাসলে। বল্লে, কেউ নেই সত্যি কিন্তু নিজেকে রক্ষা করবার সবচেয়ে বড় প্রহরী নিজেই। সেই নিজেরই যদি থাকে দুর্বলতা, সহস্র পাহারায় তার কি করতে পারে বলুন।

—তা ঠিক। এ সত্য আমি মীর্ণাকে দিয়েই উপলব্ধি করেছি।

—কিন্তু মীর্ণার ঐ সামাজিক-উচ্ছৃঙ্খলতাও একটা অসংযম। বল্লে দীপ্তি।

—যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতাই সমাজকে কিছু না কিছু আঘাত করবেই, কিন্তু তাকে অসংযম বলছেন কেন?

—অসংযম নয়? মীর্ণা চেষ্টা করেও কি পারবে তার দৈনিক রুটীনকে লঙ্ঘন করতে?

—আমার বিশ্বাস পার্‌বে।

—না অরুণবাবু, তা পার্‌বে না। এ আপনি দেখ্‌বেন, সেই দিন আমার কথা আপনার মনে হবে এও আপনাকে ব'লে রাখ্‌লাম।

—কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো? বল্লে অরুণ। মীর্ণাকে এতখানি আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?

—একদা ঐ মীর্ণাই আমার স্বামীকে গ্রাস করেছিলো, তাই আমার মত আর কে জান্‌বে বলুন।

—কিন্তু একটা কথা আপনি ভুল জেনেছেন, সে কাউকেই আজ পর্যন্ত গ্রাস করে নি।

—গ্রাস করা অর্থে আপনারা কি বোঝেন জানি না কিন্তু আপনাকেও কি মীর্ণা গ্রাস করে নি? আমি তো বলি, আপনি চেষ্টা করেও মীর্ণার কবল থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারেন না।

দীপ্তির এই কথায় অরুণ হাস্‌লে। বল্লে, আপনি শুন্‌লে আশ্চর্য হবেন, আমি মদ খাই না এবং আমাকে খাওয়াবার জন্যে সে সামান্য অনুরোধটুকু পর্যন্ত কোনদিন করে নি।

—শুন্‌লে বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না বটে, কিন্তু সত্য হ'লেও বল্‌বো, মীর্ণা একটি বড়-খেলোয়াড়।

—তার সঙ্গে আলাপ হ'লে আপনি একথা বল্‌তেই চাইবেন না। কর্‌বেন একদিন আলাপ? ব'লে অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

—না, মীর্ণার সঙ্গে আলাপ না হওয়াই ভাল।

—এই অহেতুক ভয় ক'রে আপনারা তাকে জান্‌তেও চাইলেন না কোনদিন অথচ সহ্য কর্‌তেও পার্‌লেন না।

দীপ্তি এবার তীব্র প্রতিবাদ কর্‌লে। বল্লে, সহ্য করবার শক্তি অনেকেরই আছে কিন্তু কৌতূহল নাও থাকৃতে পারে।

—তার অসাধারণ সংযমও কি আপনি স্বীকার কর্‌বেন না? বল্লে অরুণ।

—সে আপনারা জানেন, কোথায় তাঁর সংযম। কিন্তু আমার মনে হয়, এও তার আর-এক রকমের অসংযম। তা যদি না হ'তো, তবে অতগুলো পুরুষবন্ধুর তার প্রয়োজন হ'তো না।

—তার কোন সমাজ নাই, বন্ধু নাই—যারা এসেছে তাদেরকে সে সঙ্গীরূপেই ব্যবহার করেছে।

—তা জানি অরুণবাবু, আর এও জানি, সেই সব এক একটি সঙ্গীকে সে পথে বসিয়েছে। দীপ্তির স্বর ভারি হ'য়ে এলো।

অরুণের মুখে এর অনেক জবাবই উদ্যত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু নিজেকে সে কঠিনভাবে সংযত কর্‌লে। শুধু সে বল্লে, এর জন্যে দায়ী বোধ হয় সে একাই নয়: পতঙ্গের পোড়াটাই স্বভাব, আগুন আর কতটুকু দায়ী। কিন্তু আর নয়, ও প্রসঙ্গ থাক্।

—আপনি কি রাগ কর্‌লেন? বল্লে দীপ্তি।

—না। কিন্তু এবার আমি সত্যিই রাগ কর্‌বো, যদি না আর-এক কাপ চা খাওয়ান।

—কেন, এবার কি কোন ভয় নেই নাকি?

—সেবারের চা খাওয়াটা হয়েছিলো গলাধঃকরণ. তাইতো এবার তৃপ্তি ক'রে খেতে চাই।

দীপ্তি হেসে উঠে গেলো।

সুশান্তর লেখা দুটি-ছত্র বুকে ক'রে একখানি কার্ড আজ তৃপ্তির হাতে এসে পড়েছে। সে আস্‌বে এইটিই তার মূল কথা। কিন্তু হ'লে কি হয়; ঐ দুটি লাইনের সৌরভ তৃপ্তির সারা ঘরখানিকে যেন প্লাবিত করেছে। বার বার ক'রে তৃপ্তি সেই দুটি লাইন চঞ্চল প্রতীক্ষার সঙ্গে সারাদিন ধ'রে মুখস্থ কর্‌ছে। সে এলে কোথায় তাকে বসাবে, কোন্ আসনটি দেবে পেতে এবং কিভাবে তাকে সম্বর্ধনা কর্‌বে এও সে বারবার ক'রে নিজের মনে ঘোষণা করেছে। তৃপ্তি তার বাবাকে ডেকে বল্লে, আজ কি তোমার না বেরুলেই নয় বাবা? আজ সুশান্তবাবু আস্‌ছেন, তোমার না-থাকাটা খুব ভাল দেখাবে না।

—আমার কতটুকুই বা রাত হবে, ততক্ষণ না হয় তাকে আটকেই রাখ্‌লি। ব'লে তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলেন।

একদা তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা। অবসর নিয়েই তিনি প্রথম বুঝ্‌তে পার্‌লেন, চাকরির নেশায় যা এতটা কাল উপেক্ষা করেছেন, সেটা আর উপেক্ষণীয় নয় অর্থাৎ তিনি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন তাঁর 'হার্ট্ উইক্'।' তাই যথারীতি

ডাক্তারের উপদেশ এবং এই সান্ধ্যভ্রমণের বাতিক বাঁধা রুটীনের মত তাকে পেয়ে বসেছিলো। বলেন, বেড়ানোটাই হ'লো আসল চিকিৎসা।

তৃপ্তিও যে সেকথা না জানে এমন নয়, কিন্তু ঐ মোটর নিয়ে বেড়ানোকে সে বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌তে পারে না। তাই মোটর ছিলো তৃপ্তির দুচক্ষের বিষ।

ঘড়িতে টং টং ক'রে বাজ্‌লো সাতটা। তৃপ্তি সোজা উঠে এলো বড় আয়নাটার সাম্‌নে। প্রসাধনের সামান্যতম ত্রুটিও সে আজ সহ্য করবে না। অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি দিয়ে সে যখন তার সাজ-পোষাকের বিচার কর্‌ছে, ঠিক সেই সময় পেলো তৃপ্তি সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মুখ ঘুরিয়েই সে দরজার সম্মুখে দেখ্‌লে সুশান্ত ও বল্লীকে। এক মুহূর্তে তৃপ্তি যেন ছাই-এর মত পাংশু হ'য়ে গেলো। বল্লে, আপনার খুব অন্যায়। সাম্‌লে নিয়ে আবার তক্ষুণি বল্লে, দীপ্তির নিমন্ত্রণকে শেষে ঐভাবে ব্যঙ্গ কর্‌লেন?

সুশান্ত হাস্‌লে। বল্লে, পরের নিমন্ত্রণ থাক্‌। আমি যে এলাম, তার কি এই সম্ভাষণ?

বল্লীর জ্বালা তখনো কমে নি, তাই আঘাতটা সেই দিলে। বল্লে, অনাহুতা আমি: সাম্‌লাতে একটু সময় লাগবে বই কি।

সময় এবং সুযোগ বুঝে বল্লী যে-বিষ উদ্গীরণ কর্‌লে, সুশান্তকে অনেকখানি বেগ পেতে হ'লো তার সুসমঞ্জস-সঙ্গতি রক্ষা কর্‌তে। বল্লে, তুমিই ঠক্‌লে বল্লী: পৃথিবীতে এমন কোন দুর্বাক্য নাই, যার দ্বারা ওঁকে উত্তেজিত করা যাবে। এ আমি

বলেছিলাম, কিন্তু বল্লী বিশ্বাস করে নি। ব'লে সুশান্ত তৃপ্তির দিকে চেয়ে হাস্‌লে।

সুশান্তর চতুরতায় বল্লী এবার না হেসে পারলে না। বল্লে, আমাদের বাজি কি ছিলো? যেই হারি, একদিন তুমিই করবে আমাদের নিমন্ত্রণ।

তৃপ্তি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো এই দুটি নর-নারীর দিকে। এ যেন তার জাগ্রত-লোকে আর-এক নূতন শতাব্দী জন্মলাভ করলো। ওরা দুজনে এলো কি আজ শুধু তাকেই বিস্মিত করতে!

—আপনি অবাক হ'য়ে গেলেন যে! সুশান্ত একটু হেসে বল্লে।

—হাঁ, একটু হয়েছি বই কি। কারণ এই ক'দিন আগেও বল্লীর সঙ্গে আমার যেকথা হয়েছিলো—

—থাক্ সেকথা তৃপ্তি। বাধা দিয়ে বল্লী বল্লে।

—অবাক আপনি যত পারেন হোন কিন্তু আপনার 'আন্‌লিমি-টেড্ গেস্টে' আপনি বিচলিত হোন্ নি এইটুকু আমাদের জানতে দিলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমরা বস্‌তে পারি।

সুশান্তর এই কথায় তৃপ্তি যখন জোরে হেসে উঠ্‌লো, তখন সকলেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলো। সুশান্তও বুঝ্‌লে, যাক্ মেঘ কেটে গেলো।

যথাসময়ে তৃপ্তি নিয়ে এলো একথালা খাবার। বল্লে, অনিমন্ত্রিত বল্লী; তাই ওকে একটু দুঃখ ইচ্ছা করেই দেবো। ওকে খেতে হবে ঐ-খাবারই ভাগাভাগি ক'রে।

—এ আর তেমন শক্ত কথা কি, দেখ্ তোর সাম্নেই খাবো। ব'লে বল্লী খাবারের থালায় হুম্ড়ি খেয়ে পড়্লো।

তৃপ্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। সে কাঁদ্‌তে পারে না ব'লেই হাস্‌ছে। এ হাসিকে সে স্বষ্টি করেছে পটুয়ার রং-ফলানোর মত। তাকে যে আজ হাস্‌তে হবে: রক্তহীন পাংশু-ওষ্ঠে সে-হাসির কম্পন যে-ঝড়ই তুলুক, তাকে হাস্‌তে হবে। এ তার ভাগ্যলিপি। নিয়তিরূপা বল্লী আজ তারই ভাগ্যদোষে অতিথি!

—কিন্তু এ কি রকম অন্যায় হচ্ছে, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বেন আর আমরা খাবো? বল্লে সুশান্ত।

বল্লীই দিলে উত্তর: নিজে অভুক্ত থেকে অতিথি পরিচর্যা এ হিন্দুধর্ম্মেরই বৈশিষ্ট্য। তুমি যেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করবে, সেদিন তুমিই কি পারবে এর বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে।

তৃপ্তির শুষ্ক ওষ্ঠ দুটি আবার কেঁপে উঠ্‌লো। বল্লে, বল্লী ঠিকই বলেছে।

—বলুক এবং ধর্মও যাই বলুক, আপনাকে খেতে হবে আমাদের সঙ্গে। সুশান্ত উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে।

তৃপ্তি হেসে ফেল্লে। বল্লে, আপনার রাগও তো কম নয় হিন্দুধর্মের ওপর দেখ্‌ছি। কিন্তু অতটা আমার সইবে না। তাছাড়া অত ভাগাভাগির ভগ্নাংশে বোধ হয় কারুরই তৃপ্তি হবে না।

হাসির ছলে তৃপ্তি যে-কথাগুলো উচ্চারণ ক'রে গেলো, তার আঘাতটা বিঁধলো গিয়ে বল্লীর বুকে। সুশান্ত না থাক্‌লে অনেক

কথারই হয়তো সে উত্তর দিতো, যেটা এখন আর কোনক্রমেই দেওয়া চলে না।

সুশান্তও ভাব্‌ছে, বল্লীকে আজ নিয়ে এসে হয়তো অন্যায়ই কর্‌লো। তৃপ্তি বেশ বুঝেছে, বল্লী এসেছে সুশান্তকে আগ্‌লে রাখবার জন্যে। কিন্তু দৈবঘটনার মতই আসবার পূর্বমুহূর্তে বল্লী কর্‌লে আত্মসমর্পণ। এ যেন প্রয়োজনের তাগিদে তার রক্ষাকবচের স্মরণ নেওয়া।

সুশান্ত হাস্‌লে। তৃপ্তির দিকে চেয়েই হাস্‌লে।

তৃপ্তি দেখ্‌লে সে-হাসি। প্রশ্নও করলে। কিন্তু সুশান্ত সন্তোষজনক কোন উত্তরই দিতে পার্‌লে না। বল্লে, হাস্‌বো ব'লে হাসি নি,—এখন বুঝছি হাসা উচিতও হয় নি।

—চমৎকার উত্তর। এর চেয়ে বল্লেই পারতেন, ভুলে হেসে ফেলেছি। আমার দিক থেকে কোন প্রশ্নই উঠ্‌তো না। বল্লে তৃপ্তি।

—আপনার কথাই ঠিক তৃপ্তি দেবী, আমি ভুলেই হেসে ফেলেছি। ব'লে সুশান্ত অপ্রস্তুতের হাসি হাস্‌লে।

ঠিক এই সময় তৃপ্তির বাবাও এসে পৌছুলেন। তৃপ্তি দিলে পরিচয় ক'রে। বল্লী এসে প্রণাম কর্‌লে।

—বল্লী আস্‌বে তা তো কই বলিস্ নি তৃপ্তি।

—ওর আসার কথা আর কি বল্‌বো। ব'লে তৃপ্তি হাস্‌লে।

—আমি একটু এসময় বেড়াই। চিরটা-কাল খেটে এলাম, এখন দেখ্‌ছি যন্ত্রগুলো সব বিকল হ'য়ে গিয়েছে। ব'লে গণেশবাবু খুব জোরে হেসে উঠ্‌লেন।

সুশান্ত চম্‌কে উঠ্‌লো। এত জোরে মানুষ হাসতে পারে এই তুচ্ছ কারণে, সুশান্ত ধারণা করতেও পারে নি। তৃপ্তিও হাসে ঠিক এমনি জোরে। আজ সুশান্ত বুঝ্‌তে পার্‌ছে, এ হাসি তার বংশানুক্রমে পাওয়া। বল্লে, আপনি কি আমাদের জন্যেই তাড়াতাড়ি চলে এলেন ?

—না, না, আমি ঠিক সময়েই এসেছি। আবার বেশী রাত্রি ক'রে বাড়ী ফেরাও তো এ-শরীরে সইবে না। অথচ এককালে কি অত্যাচারই না করেছি। এসব তারই প্রায়শ্চিত্ত আর কি। ব'লে গণেশবাবু হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

তৃপ্তি বল্লে, আপনি চা খাবেন বাবা ?

—চা একটু এসময় মন্দ লাগ্‌বে না। তবে শুধু আমার জন্যেই বা হবে কেন, এঁরাও তো খাবেন।

—না, আমি আর চা খাবো না। তা ছাড়া ও-জিনিসটা আমি একটু কমই খাই।

—খুব ভালো। চায়ের অপকারিতা যে কতখানি তা আমার চেয়ে আর বেশী কেউ জানে না। 'এন্‌কোয়ারি'তে বেরিয়েছি, সারাদিন চা খেয়েই কেটে গেলো। বলে 'এনার্জি' বাড়ে—ছাই বাড়ে। ব'লে গণেশবাবু আবার সেইরকম হেসে উঠ্‌লেন।

বল্লী জিদ্‌ ধর্‌লে, না, জেঠামশায় আপনি একটু চা খান—এসময় আপনার উপকারই হবে।

—সুশান্তবাবুই বা হঠাৎ ভাল ছেলে হ'তে গেলেন কেন ? চা

আপনিও যে কিছু কম খান তা তো মনে হয় না। ব'লে তৃপ্তিও হেসে উঠ্‌লো।

একথাটা বল্লীরই বলা উচিত ছিলো। তৃপ্তির এই অনধিকার পারিবারিকতায় সে হ'লো ক্ষুব্ধ। বল্লে, চা না খেলে ভালছেলে হওয়া যায়, এ নতুন শুন্‌লাম।

তৃপ্তি কিছু না ব'লে চা তৈরি কর্‌তে চলে গেলো।

সুশান্ত একটা জিনিস লক্ষ্য কর্‌ছে, ওরা পরস্পর অর্থাৎ বল্লী ও তৃপ্তি কেউ কাউকে সহ্য করতে পার্‌ছে না। এই অসহ-নীয়তার দুর্নিবার স্ফুলিঙ্গ যেন অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠেছে।

গণেশবাবু বল্লেন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোন বাছবিচার বোধ হয় না করাই ভাল।

—আপনি কি আমার সম্বন্ধে ঐকথা বল্‌ছেন? আমি কিন্তু আহারাদি বিষয়ে 'রিমার্কেবল্' উচ্ছৃঙ্খল।

গণেশবাবু হো হো ক'রে একটানা হেসে গেলেন। বল্লেন, খুব ভাল বলেছো এই কথাটা। আমি এ ধরণের কথা বোধ হয় শুনিই নি।

—কি ক'রে শুন্‌বেন। ভূ-ভারতে সুশান্তবাবু তো আর দুটো নেই। বল্‌তে বল্‌তে তৃপ্তি ঢুক্‌লো ঘরে।

—সকলরকমে নিয়মপালন ক'রে শরীর গঠনের মত অপমৃত্যু আর নেই। কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। সুশান্ত খুব জোরে জোরে এই কথাগুলো উচ্চারণ কর্‌লে।

—সেকথা সত্যি। আমি আমার নিজের জীবনেই জানি।

অনিয়মকে নিয়মিত অভ্যাস করেছিলাম ব'লেই আজো আমি বেঁচে আছি। ব'লে গণেশবাবু তাঁর পুলিশ-জীবনের 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার' এর দু-একটা গল্প বল্লেন: একটা ডাকাতের দলকে 'ফলো' করেছিলাম। সঙ্গে ছিলো শুক্‌নো পাঁউরুটি, তাই চিবিয়ে দুদিন কেটে গেলো। এমনি কি আমাদের কম দিন কেটেছে! পাঁউরুটির মত এমন সহজসাধ্য জীবিকা আর দুটি পাবে না তুমি। আগে মনে করতাম সাহেবরা ঐগুলো খায় কি ক'রে! তারপরে বুঝ্‌লাম, ও অসময়ের অমৃত। ঐ চিবিয়েই তো ওরা কত অসাধ্যসাধন কর্‌ছে।

—কিন্তু অত্যধিক অনিয়মেরও তো একটা প্রতিক্রিয়া আছে জেঠামশায়। বল্লে বল্লী।

—অত্যধিক নিয়মপালনেও তো দেখেছি, কোন শুভক্রিয়া হয় নি। আমার এক বন্ধুর গল্প বলি শোন। শরীর গঠন সম্বন্ধে কে কোন্ ডাক্তার কবে কি বলেছে, সেগুলো সে নোট ক'রে রাখ্‌তো এবং প্রতিটি উপদেশ ঘড়ির কাঁটা ধ'রে পালন কর্‌তো। তার ধারণা, শরীরের চুলচেরা-বিচার ঐ ডাক্তারেরাই করেছে। প্রতিটি অণু-পরমাণুর পরিপুষ্টি কোন্ প্রক্রিয়াদ্বারা কিভাবে সাধিত হচ্ছে এ-তথ্য এক পাশ্চাত্য-সায়েন্স্ ছাড়া আর কে বলে দেবে! কে বল্লেন দাঁতই মানুষের সব, দাঁতের দোষেই মানুষের যাবতীয় রোগ। অমনি সে দাঁত 'স্ক্রেপ্' করিয়ে ফেল্লে। একদিন শুনে এলো, শোবার আগে কিছু শক্ত জিনিস চিবুলে দাঁত শক্ত হয়। সেরখানেক সুপুরি এনে সে তারই সাধনায় লেগে গেলো। শেষে এমন দাঁড়ালো,

অত্যধিক উপদেশের ভারে তাকে এক 'চার্ট' প্রস্তুত ক'রে চোখের সাম্‌নে রাখ্‌তে হ'লো। কোন্ টাইমে কোন্ জিনিস কি পরিমাণে খেতে হবে এ তারই তালিকা। সে মাংস খেতো না,—চিবিয়ে রসটুকু গ্রহণ করে বাকি অংশ ফেলে দিতো। বল্‌তো, ওটা অপ্রয়োজনীয়।

বল্লী হেসে বল্লে, এমন লোককে সত্যিই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

—অনেক—অনেক আছে এরকম পাগল। একজন লেবু ফেলে দিয়ে তার খোসা খেতো। বল্‌তো, ঐটুকুতেই তো ভিটামিন্।

বল্লী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

—আচ্ছা বাবা, তোমার ঐ বন্ধুটির শরীর কেমন ছিলো? বল্লে তৃপ্তি।

—খুব রোগা। সব হাড় কখানা গোণা যায়।

—কিন্তু চায়ের জল বোধ হয় এতক্ষণ হ'য়ে থাক্‌বে। সুশান্ত হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বল্লে।

তৃপ্তি একটা অস্বাভাবিক শব্দ ক'রে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বল্লী বল্লে, আমরা দেখেছি এরকম কোন বাড়ী। বাড়ীর কর্তার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ছিলো ব'লে, ছেলেগুলোকে পর্যন্ত তার পথ্যানুযায়ী চল্‌তে হ'তো। অর্থাৎ আলু ঢুক্‌তে পেতো না বাড়ীতে, ডালের পরিবর্তে কাঁচকলা পটোলের ঝোল।

—তাইতো বল্‌ছিলাম, অত্যধিক নিয়মের চাইতে বরং অনিয়ম ভাল। কারণ অনিয়মটাই একদিন তার অভ্যেসে দাঁড়াবার

সম্ভাবনা আছে। সাঁওতালদের রোদ-জলে কিছুই হয় না, এও সেই অভ্যাসের গুণ।

গণেশবাবু যে-পরিমাণে কথা বলে চলেছেন, সুশান্ত এরই মধ্যে উঠেছে হাঁপিয়ে। অথচ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থাও সে করতে পারছে না এইটিই হয়েছে সব চেয়ে বড় 'ট্রাজেডি।'

বল্লী একটা আঙুলের চাপ দিয়ে তারও অধৈর্য জানিয়ে দিলে। এই সঙ্কটকাল থেকে তৃপ্তিই পারে একমাত্র উদ্ধার করতে। কিন্তু এই কয়েক-কাপ চা তৈরি করতে সে যে এত দেরী করবে সুশান্ত ভাবে নি।

—সুশান্তবাবু কি উঠ্‌বার জন্যে ছট্‌ফট করছেন? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো তৃপ্তি।

—আপনার এই মনের কথা পড়্‌বার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছি, কিন্তু চা খাবার ধৈর্যটুকু আমি সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছি। ব'লে সুশান্ত হাস্‌লে।

—কিন্তু আমার প্রশ্নের এখনো কোন উত্তর দেন নি, সেটা মনে আছে?

—কোন্ প্রশ্নের?

—আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম, দীপ্তিকে আপনি নিষ্কৃতি দিন। অন্তত একটা অবান্তর চরিত্রকে জোর ক'রে টেনে এনে আপনার উপন্যাসের মর্যাদা নষ্ট করবেন না।

—সুশান্ত হাস্‌লে। বল্লে, মর্যাদা নষ্ট হ'লো এ ধারণাই বা আপনার হ'লো কেন?

—এই 'কেন'র উত্তরটাই একমাত্র কথা নয়। দীপ্তিকে আপনার উপন্যাস থেকে বাদ দিলেও যখন কিছু আসে যায় না, তখন না হয় বাদই দিলেন।

—কিন্তু ওকে বাদ দিলে তো আমার চল্‌বে না।

—খুব চল্‌বে। আপনি যাই বলুন, ও-চরিত্রটি আপনার পঙ্গু হ'য়ে গিয়েছে। ব'লে তৃপ্তি হাস্‌লে।

—পরের অধ্যায়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পার্‌বো এ বিশ্বাসও আমার কম ছিলো না। আপনি পরে দেখ্‌বেন ঐ চরিত্রটি আমার কত প্রয়োজনে লেগেছে।

—কিন্তু আমাদের যে-আলোচনায় প্রয়োজন নাই, সেই আলোচনা ধৈর্য ধরে শোনবার মত এমন কি-পাপ আমরা করেছি? বল্লী এগিয়ে এসে বল্লে।

তৃপ্তি সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বল্লে, সুশান্তবাবু, আমার অনুরোধ দীপ্তিকে আপনি রেহাই দিন।

বল্লীর কাছ থেকে দ্বিতীয়বার ঠেলা খেয়ে সুশান্ত বল্লে, আর নয় আজ তবে উঠি গণেশবাবু।

—আচ্ছা, তোমাদের আর কি বল্‌বো, যখন খুসী হবে এসো।

বল্লী যখন গাড়ীতে এসে বস্‌লো, তখন তার মুখখানা হয়েছে গগন ঠাকুরের গালফোলা 'ব্ল্যাক-হোয়াইট্' চিত্রের মত। সুশান্ত

আস্তে আস্তে তার হাতখানি তুলে নিলে। বল্লে, তুমি অত ছেলেমানুষ কেন?

—না, তুমি বোঝ না, তৃপ্তি আমাকে অপমান করবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে ঐসব আচরণ করেছে। ব'লে বল্লী মুখখানাকে আরো গম্ভীর করলে।

—সেগুলোকে উপেক্ষা করবার মত মানসিক শক্তি তুমি যদি আজ দেখাতে পারতে এবং যা আমি তোমার কাছ থেকে নিশ্চিত-ভাবে আশা করেছিলাম—

বল্লী বাধা দিয়ে বল্লে, তা কেউ পারে না।

—কেন পারো না? এ উদারতা অন্তত তোমার থাকা উচিত। 'জেলাসি' শব্দটাকে তোমরা প্রশ্রয় দেবে কেন? এ ছিলো সেকেলে মেয়েদের মনোবিকার। বিংশশতাব্দীর অভিধানে ওর স্থান নেই।

—বিংশশতাব্দীর মেয়েদের কথা তুমি কতটুকু জান?

—তোমাদের চাইতে হয়তো বেশী জানি না। সুশান্ত বল্লে। কিন্তু তৃপ্তিকে আজ খুব চমক লাগিয়ে দেওয়া গিয়েছে, কি বল?

বল্লী হেসে বল্লে, তা খুব। ও আর কোনদিন তোমার কাছে আসতেই সাহস করবে না।

—খুব সম্ভব। যদি নির্লজ্জ না হয়। সুশান্ত বল্লে।

—তুমি কিন্তু আর কোনদিন যেতে পারবে না?

—আবার! ব'লে সুশান্ত একটা উদ্গত হাসিকে গোপন করলে।

বল্লীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সুশান্ত সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুক্‌লো। আজ লিখ্‌বার কথা তার মনে হচ্ছে না। শুধু এই কথাটাই আজ বারবার ক'রে ভাব্‌ছে, তৃপ্তিকে সে এতক্ষণ ধ'রে অপমান ক'রে এলো। একটা বহু আকাঙ্ক্ষিত আয়োজন যেন তারই নির্মম-হাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো। তৃপ্তি হয়তো কোনদিনই তাকে ক্ষমা করবে না। হয়তো সে এমনও ভাবতে পারে, তার কাছে তার যাবার সাহস ছিলো না, বল্লীকে নিয়ে গিয়েছে নিজেকেই রক্ষা করতে?

কিন্তু তৃপ্তির একটা দিক আজ পরিষ্কার হয়ে গেলো, সে তাকে ভালবাসে। বল্লীও এই আসন্ন দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় অতিরিক্ত 'স্টেপ' নিয়েছে। কিন্তু এ ভালবাসার কি কোন মানে হয়? কি আছে তার? কি দেবে সে?

চাই টাকা—কুবেরের মত টাকা: প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে যে-টাকা। নির্লজ্জ দারিদ্র্য নিয়ে সে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, ভালবাসতে পারে না। বল্লীকে সে এই কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবে: ভালবাস্‌বে তারাই যাদের আছে টাকা, অফুরন্ত টাকা।

সুশান্ত তো জানে—নিজের জীবনেই জানে, দারিদ্র্যের রুক্ষ নিষ্পেষণে তাদের প্রেম গিয়েছে একটু একটু ক'রে মরে। তাই তো হয়। ভালবাসা কোথাও আছে না কি! ওটা একটা মানসিক বিলাসিতা। এই বিলাসিতার টাকা যোগায় ব্যাঙ্ক। বল্লীকে তার ভাল লাগে, হয়তো তৃপ্তিকেও লাগে। তাদেরও

তাকে লাগছে : এ-একটা সাময়িক ভ্যানিটির 'স্যাটিস্‌ফেক্‌সন।' একদিন কমলাকেও তার ভাল লেগেছিলো। কমলা আজ নাই, তাকে সে ভুলেছে। কে বলতে পারে, আজকের এই মুহূর্ত-অবকাশে বল্লীর মনে আর কোন প্রেমিকের ছবি ভেসে উঠেছে কিনা। সকল মেয়েই এমনি করে ভোলে তার কুমারী জীবনের 'ভ্যানিটি।' বল্লীও ভুল্‌বে যখন তার বিয়ে হবে। সুশান্ত হবে তখন তার দাদা : বল্লী বল্‌বে, ছোট বেলায় তুমি কি-দুষ্টই ছিলে সুশান্তদা!

সুশান্ত আপন মনেই খানিকটা হেসে নিলে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে রাত্রি ন'টা। আজ যেন সময় তার কাট্‌তেই চায় না। নাঃ, এত সকালে বাড়ী ফেরার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে লিখ্‌তে যদি সে পার্‌তো, এই সময়টুকুর সদ্গতি হ'তো। কিন্তু লিখ্‌বার 'মুডে' সে আজ নাই, অথচ ঘুমুতেও সে পার্‌ছে না, একা বসে জাগবার ধৈর্যও তার নাই। সুশান্ত চীৎকার ক'রে গান ধর্‌লে। গান সে এমন গায়—চীৎকার ক'রেই গায়। নির্জন রুদ্ধঘরে এটুকু অসংযম সে করে। বলে, গানের সব চেয়ে বড় 'স্যাটিস্‌ফেক্‌সন'ই তো হ'লো এই।

সুশান্ত ছাদে এসে দেখ্‌লে, আজ আকাশে উঠেছে চাঁদ। চারিদিক উঠেছে আলোয় ঝলমল ক'রে। আজ সে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বে ছাদের একটি কোণে। লিখবে একটি কবিতা : গদ্য ছন্দে। কারণ চাঁদ উঠেছে এইটিই হ'লো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিহরণ। এখন যারা আছে ঘরে শুয়ে তারা অনুকম্পার পাত্র।

তাদের জন্যেই তো লিখ্‌বে সে একটি রাতের কবিতা। সেই কবিতা রইবে তাদের বুকে হারাণো প্রিয়ার মত, ব্যর্থ প্রেমের মত যারা আছে আজ রাত্রে শুয়ে। বল্লীও হয়তো দেখ্‌লে না এই চাঁদ, দেখলে না এই রাত্রি, যে-রাত্রিতে সে বসে আছে স্বপ্নলোকের এক দুর্ঘটনার মত।

কিন্তু এমনও তো হ'তে পার্‌তো, বল্লীরও হ'লো না ঘুম, সেও এসে বস্‌লো তার পাশে: হাতে হাত রেখে সেও রইলো ঐ আকাশেরই দিকে চেয়ে। ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে তারাই দুজন রইলো জেগে।

সুশান্ত ভুল করেছে। সে যদি খোঁজ নিতো, তাহ'লে দেখ্‌তো বল্লীও জেগে আছে তার ঘরে। শুয়ে শুয়ে পড়্‌ছে একখানা নভেল: রবিঠাকুরের শেষের কবিতা—লাবণ্য ও অমিতের কথা।

"বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন ব'য়ে। তার ওপারে তোমার বাড়ি এ-পারে আমার।

রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখ্‌বো ?

দেবো সাঁতার মনে-মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।

দীপক।

ঠিক নামটি হয়েচে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার

বাড়ির চূড়োয় বসিয়ে দেবো, মিলনের সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল।"

বল্লীর মনেও আজ সেই ছবি উঠ্‌লো ফুটে। শ্যামবাজারের সুশান্তর বাড়ীটা এসে ঠেকেছে যেন রসারোডে তারই বাড়ীর পিঠে। পাশ ফিরতেই লাগ্‌ছে ঠোকাঠুকি। অমিতের লাবণ্য হ'লে বল্‌তো, সরাও তোমার পিঠ; আমি কিন্তু তা বল্‌বো না। আমি বল্‌বো, শ্যামবাজারের সঙ্গে রসারোডের এই যে যোগাযোগ নিবিড়তর হোক্। লাবণ্য কি বোকা মেয়ে। দুর্লভ-মুহূর্তে যাকে পেলাম, তাকে ছেড়ে থাকার দুঃখই বা সইবো কেন? বই-এর পাতা মুড়ে বল্লী কল্পনার জাল বুনে চলেছে।

পরদিন সুশান্ত আর গেলো না বল্লীদের বাড়ী। বলে, মাঝে মাঝে এরকম 'ইন্‌ডিফারেণ্ট্' হওয়া ভাল, তাতে প্রেমের বাঁধন আরো শক্ত হয়।

বল্লীও খুব শক্ত মেয়ে, সেও নিলে না কোন খবর। কিন্তু খবর না নিলেও, তৃপ্তির গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যে মামাকে দিয়েছিলো তাদের বাড়ী পাঠিয়ে।

সুশান্ত সেদিন ব'সে ব'সে লিখ্‌ছে তার উপন্যাস। দীপ্তিকে মীর্ণার ভাল লাগেনি। মেয়েছেলে অমন হবে কেন? দীপ্তির মধ্যে যে 'স্মার্টনেস্'টুকু দেখা গেলো সেটা সহজ হতে পার্‌লো না

বলেই মীর্ণার হ'লো আপত্তি। সে স্পষ্ট ক'রে কেন কিছু বলে না! কিন্তু অরুণ বলে, নারী অস্পষ্টই ভাল।

—একদিন নিয়ে যাবে আমাকে সঙ্গে ক'রে? মীর্ণা বল্লে অরুণকে।

—তাহ'লে যে এক মহাপ্রলয় হবে।

—বাড়ীতে ব'সে অন্যায় সন্দেহ করার চাইতে সে বরং ভাল; ব'লে মীর্ণা হাস্‌লে।

—অন্যায় সন্দেহই বা তুমি কর্‌ছো কেন?

—সে সেই-অবকাশ দেয় কেন?

—কোথায় দেখ্‌লে তার ত্রুটি, সেটাই বা স্পষ্ট ক'রে বল্লে কই?

—সে তোমরা পার্‌বে না ধর্‌তে। সেইজন্যেই তো যেতে চাই।

—চল তবে আজই। ব'লে অরুণ উঠলো মীর্ণার হাত ধ'রে।

মীর্ণাকে দেখে দীপ্তি কিছুমাত্র বিস্মিত হ'লো না। বল্লে, আমি জানতাম, একদিন আপনি আস্‌বেন।

—কিন্তু নাও আস্‌তে যে পারি এইটিই বা মনে হয় নি কেন? ব'লে মীর্ণা চেয়ে রইলো দীপ্তির মুখের দিকে।

—তা বল্‌তে পারি না, তবে যেটা মনে হয়েছে সেইটিই বল্লাম।

—আমি কিন্তু বলতে পারি, কেন আপনার এমন মনে হ'লো। ব'লে মীর্ণা হাস্‌লো।

—বলুন। ব'লে দীপ্তিও সস্মিতদৃষ্টিতে চাইলে।

—কিন্তু আপনি যাই মনে ক'রে থাকুন, আমি এসেছি শুধু আলাপ করতে। মেয়েদের কাছে যেতে আমার সাহস হয় না—

মেয়েবন্ধুও আমার নেই। কারণ, সবাই দেখেছি আমাকে এড়িয়ে চল্‌তে চায়। জীবনে এই বোধ হয় আমার প্রথম হ'লো, অযাচিত বিনা-দ্বিধায় কারু বাড়ীতে এসে ওঠা। এই অসঙ্কোচ-প্রবেশের হেতু আপনি নিজে। আপনার অনেক আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে, তাই পারলাম না আর থাক্‌তে।

—কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি আপনাকে খুব প্রীতির চোখে দেখি না। বল্লে দীপ্তি।

—খুবই স্বাভাবিক। তবে ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন, আমি নিজের স্বভাবে কোনদিনই লজ্জিত নই।

—আপনি ভগবান মানেন?

মীর্ণা এবার খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, আমাকে সকলদিক দিয়েই একেবারে অপাংক্তেয় কর্‌বেন না। আমি যা করি, সেটা রুচির কথা। রুচির গরমিল হ'লেই তাকে নাস্তিকের দলে ফেল্‌বেন এই বা কেমন কথা!

—এবার তর্কটা একটু থামিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত কর্‌লে বোধ হয় ভাল হয়। মাঝপথে অরুণ এই ক'টা কথা একটু জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ কর্‌লে।

—খুবই অন্যায় করেছি, আপনাদের এখনও আহ্বানই করি নি! লজ্জিত হ'য়ে দীপ্তি বল্লে।

—সে পরে কর্‌লেও চল্‌বে কিন্তু চা-টা তার আগে।

দীপ্তি হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মীর্ণা অনেকক্ষণ কিছু কথা বল্লে না। চুপ ক'রে চেয়ে রইলো

বাইরের একটা জান্‌লার দিকে। অরুণ আস্তে আস্তে মীর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে, কেমন লাগ্‌লো দীপ্তিকে ?

মীর্ণা চম্‌কে উঠ্‌লো। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে সেও বল্লে, চুপ, এখনো জানার অনেক বাকি আছে।

দীপ্তি যখন চা নিয়ে এলো তখন অরুণ ঘরের সব আলো ক'টা দিলে জ্বেলে।

—একি করলেন! দীপ্তি বিস্মিত হ'য়ে চাইলে।

—ভয় নাই, এখুনি নিভিয়ে দেবো, একবার চায়ের রংটা দেখে নিতে চাই। ব'লে অরুণ হাস্‌লে।

দীপ্তি এবার জোরে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, রং দেখে, কিছুই বুঝ্‌বেন না অরুণবাবু! কিছুমাত্র বিকৃত না ক'রে লেবুর মোরব্বা আমি নিজে বানাতে দেখেছি। জানো দিদি, অরুণবাবু এসে একদিন আমার হাতে চা খেতে চান নি—ভয় ছিলো, আমি কিছু মিশিয়ে দেবো ঃ আজো দেখ্‌ছেন এতগুলো আলো জ্বেলে। কিন্তু আমি তো বলি, অনেক জিনিস চোখে দেখা না গেলেও তার ক্রিয়া চল্‌তে থাকে শারীরিক রক্ত-চলাচলের সঙ্গে।

—যাক্ হার মানলাম। ব'লে অরুণ এবার আলোগুলো নিভিয়ে দিলে।

—কই দিদি, তুমি তো একটাও কথা বল্‌ছো না, বকে মরছি কেবল আমি! ব'লে দীপ্তি মীর্ণার গলাটা জড়িয়ে ধর্‌লে।

মীর্ণার বাক্‌শক্তি যেন রোধ হ'য়ে গিয়েছে। সে বিস্মিত হ'য়ে দীপ্তির মুখের দিকে চেয়েই রইলো। অরুণ পার্‌লে না সইতে।

বল্লে, অমন ক'রে মুখের দিকে চেয়ে রইলে বাক্‌দেবী রুষ্ট হবেন।

মীর্ণা বল্লে, কথা সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি। দীপ্তি এমন সহজে আমাকে 'দিদি' বল্লে যেন আমি ওর অতি পুরোনো দিদি। আজ বুঝ্‌তে পারছি, এক দীপ্তিই পারে অমন ক'রে পর-পুরুষকে আহ্বান করতে।

—তুমি নিজেও কি কম দিদি! অরুণ বাবুর মুখে আমি সব শুনেছি। আমি আর যাই পারি, অমন ক'রে আগুন নিয়ে খেলতে পারি না। তবু একটা কথা আমি আজো বুঝ্‌তে পারি না, সে তোমার মদ খাওয়ার কথা।

দীপ্তির এই কথার উত্তরে মীর্ণা না হেসে পারলে না। বল্লে, একথার কি-ই বা জবাব দেবো। ধর, আমার ভাল লাগে তাই খাই।

—যদি ওটা না খেতে দিদি তবে তোমাকে আমার খুবই ভাল লাগ্‌তো।

—ওটা তো পছন্দের কথা বোন। এই যে তুমি অরুণকে একলা বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়েছিলে, এও যারা পছন্দ করবে না, তাদের কাছেই বা তোমার কি জবাবদিহি আছে?

মীর্ণার এই কথায় দীপ্তি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো।

অরুণ বল্লে, আর নয় এবার ওঠা যাক্। যেরকম উনি চুপ করেছেন, এইবার ভাড়ার টাকা চাইবেন। আমি কিন্তু টাকা সঙ্গে আনি নি সে আগেই ব'লে রাখ্‌ছি।

দীপ্তি ও মীর্ণা উভয়েই হেসে উঠ্‌লো।

সুশান্তও লিখ্‌তে লিখ্‌তে এবার না হেসে পার্‌লে না। তৃপ্তি বলে কিনা দীপ্তিকে এনেছি আমি অনাবশ্যক। হয়তো এনেছিলাম একদিন আমি খেয়ালের বশেই কিন্তু আজ তার প্রয়োজন কারুর চাইতে কম নয়। তৃপ্তিও বুঝ্‌বে একদিন দীপ্তি তাকে কিভাবে অতিক্রম ক'রে গেলো। তৃপ্তি যদি সুশান্তর ওখানে কোনদিন আসে, তবে এইকথাটাই সে বল্‌বে, তৃপ্তিকে দীপ্তি ব'লে মনে ক'র্‌তে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে।

সুশান্ত অনেকক্ষণ পরে একটা চুরুট ধরালে। এবং অনেকদিন পরে আজ ঘরের খুঁটিনাটির দিকে তার দৃষ্টি পড়্‌লো। তেরশ' চল্লিশ শালের একটা ক্যালেণ্ডার ঝুল্‌ছে ঘরের একটা কোণে। সুশান্ত উঠে সেটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেল্লে। একটা বাঁধানো ছবি—কার স্মরণ নাই, মাকড়সার জাল এবং ঝুলে চাপা পড়ে আছে। অতিকষ্টে তাকে উদ্ধার ক'রে সুশান্ত দেখ্‌লে একখানা 'লক্ষ্মীর ছবি।' আজ মনে পড়্‌লো, কমলা একদিন এই ছবিখানি পূজো কর্‌তো। সুশান্ত সযত্নে সেটা তার বাক্সে তুল্‌লে। এমনি অনেক অশোভন জিনিসকে সে আজ সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো। কিন্তু যেগুলোর সংস্কার আজ অসম্ভব তার দিকে সুশান্ত একবার সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলে। ঘরের একটা দেয়াল এবং ছাদের খানিকটা অংশ একেবারেই নাই। এই অপরিহার্য দুঃখকে সে হাসিমুখে উপেক্ষা করে এসেছে। কারণ সে জানে, চেষ্টা ক'রেও এর প্রতীকার অসম্ভব। বরং সে আকাশকে পেয়েছে আপন ঘরে: তার ঘরেই ওঠে আকাশের তারা, আকাশের

চাঁদ। কিন্তু বড় কষ্ট হয় বর্ষাকালে। সুশান্ত তখন দেয় একটা ত্রিপল টেনে। জান্‌লায় নাই শিক, একটা কপাট পড়েছে ঝুলে—এগুলোর সংস্কার আর না কর্‌লেই নয়। চোর যদি আস্‌তে ইচ্ছা করে অনায়াসেই আস্‌তে পারে। আসে না বোধ হয় কিছু নাই ব'লে। চোরের এই অনুগ্রহে সুশান্তর আত্মাভিমানে লাগ্‌লো আঘাত। তার ঘরে কি কিছুই নাই নেবার মত? সুশান্ত হিসেব ক'রে দেখে, তার পকেটে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা আছে। টাকা অবশ্য এককালে তাদের ছিলো এবং চুরিও অনেকবার হয়েছে। এই ঘরেই সিন্দুক ভেঙে হয়েছে চুরি। বেশ মনে পড়ে সুশান্তর, কাগজে কাগজে এই সংবাদ চারদিকে পড়্‌লো ছড়িয়ে। আভিজাত্যের সে এক সমারোহ 'পাবলিসিটি।' সুশান্ত অনেককিছুই আজ মনে কর্‌তে পারে কিন্তু সেগুলোর স্মৃতি তাকে দংশন করে না—সে স্বপ্ন দেখে, অতীতের সুখস্মৃতি যা তার তন্দ্রাহীন রাত্রিকেও মধুময় ক'রে তোলে। আজো সেই স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুশান্ত ঘুমিয়ে পড়্‌লো।

টেলিফোন রিং কর্‌ছে না? হাঁ। টেলিফোনই তো! কে বল্লী? তুমি এখনো ঘুমোও নি?

—ঘুমুতে আর দিলে কই?

কি আশ্চর্য, আমি আবার কি করলাম! কে, তৃপ্তি? কই, না!

—তুমি আজ এলে না কেন?

—আজ লিখ্‌ছিলাম।

—কি, তৃপ্তির কথা ?

—তুমি কি তৃপ্তির কথা কিছুতেই ভুলতে পারবে না ?

—ভুলতে দিলে কই ! আমি কিন্তু কাউকেই ছাড়্‌বো না—তোমাকেও না, তৃপ্তিকেও না।

—সেকি ! কি করবে তুমি ?

—খাবারের সঙ্গে দেবো বিষ—তোমারও, তৃপ্তিরও।

সুশান্ত চীৎকার ক'রে উঠে বস্‌লো। ভাল ক'রে দুবার চোখ মুছ্‌লে। সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলো ? বল্লী করছে টেলিফোন—রিং হ'লো সে তো নিজের কানেই শুনেছে ! কিন্তু তারই বা ফোন কই ? কি দুঃস্বপ্ন ! সুশান্ত আপনমনেই হেসে উঠ্‌লো। নাঃ, বাকি রাতটা আর ঘুমুতে দিলে না। সুশান্ত আবার আর-একটা চুরুট ধরালে।

সকালেই বল্লী এলো সুশান্তর বাড়ী। বল্লে, কাল যাওনি কেন তারই একটা জবাব নিতে এলাম।

—কিন্তু তুমি এমন ক'রে আস্‌বে জান্‌লে আমি নিশ্চয় যেত্তাম।

—আচ্ছা, আমি এলেই তুমি অমন ক'রে ওঠো কেন বলতো !

—সত্যি কথা শুন্‌বে বল্লী, তোমাকে এ-বাড়ীতে আন্‌তে আমি লজ্জা পাই। কোন দিক দিয়ে এর কুৎসিত-দৈন্যকে ক্ষমা করা চলে না। প্রাণের একান্ত ইচ্ছা থাক্‌লেও তোমাকে চা খাওয়াতে পারবো না, এমনি বিশৃঙ্খলের মধ্যে আমি বাস করি। তুমি যে-আবহাওয়ার মধ্যে বাস কর, তোমার দৃষ্টিলোকে এর

ছায়াও হয়তো কোনদিন পড়ে নি। উদারতা দিয়ে একে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু সহ্য করা যে যায় না সে আমিও জানি।

—কিন্তু একথা কি তুমি বিশ্বাস করবে, আমি এতে ব্যথা পাই। আমিও বড়লোকের মেয়ে নই, বাবা ছিলেন গরীব। বল্লীর চোখ দুটি ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো।

—আজ এসো, আমি তোমাকে আমার ঘর-সংসার দেখাই। ঐ দেখো আমার বিছানা—একটি ছেঁড়া মাদুর আর কম্বল। পাশের ঘরেই 'আছে চামচিকের বাসা, তার পাশেই প্রকাণ্ড উঠোন—যেখানে আছে এখন তার চেয়েও প্রকাণ্ড ঘাস।

—ঘাস ?

—হাঁ। এতবড় বাড়ী যখন তাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ছিলো পয়সা। আজ হাত চেয়ে আম বড় হয়েছে, তাই হাতকেই রক্ষা করছি, আমকে নয়। ব'লে সুশান্ত বল্লীর হাত ধ'রে একটি একটি ক'রে তার সবকিছু দেখালে।

তারপর বল্লী যখন ক্লান্ত হ'য়ে এসে তার ছেঁড়া মাদুরেই শুয়ে পড়্‌লো, তখন সুশান্ত না হেসে পার্‌লে না। বল্লে, তোমাকে ঠিক ওখানে মানালো না।

—কোথায় কাকে কখন যে মানায়, বোধ করি বিধাতাও তা জানেন না, তুমি তো সামান্য ঔপন্যাসিক। সে যাক্, চলো আমার সঙ্গে: মামা তোমার জন্যে বসে আছেন। ব'লে বল্লী উঠে বস্‌লো।

—তিনি কেন বসে আছেন ঠিক বুঝ্‌লাম না।

—কাল যাও নি, বোধ হয় তাই।

—আচ্ছা, কাল মিছেমিছি অমন ফোন করতে গেলে কেন বলতো ?

—ফোন ? তোমাকে ? কই না ! আর তোমার ফোনই বা কই ? আশ্চর্য হ'য়ে বল্লী বল্লে।

—কিন্তু তুমি ফোন করেছো এবং কি বলেছো তাও বল্‌তে পারি।

—কি শুনি ? বল্লী হেসে বল্লে।

—বলেছো, তুমি কাউকেই ছাড়্‌বে না—আমাকেও না, তৃপ্তিকেও না। খাবারের সঙ্গে বিষ দেবে।

বল্লী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুশান্তর মুখের দিকে চাইতেই সুশান্ত হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, কাল রাত্রে সত্যিই স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

—স্বপ্ন দেখ্‌লে, আমি ফোন কর্‌ছি !

—হাঁ। এবং সেই ফোন ছাড়ার পর থেকেই আমি জেগে আছি—আর ঘুমুতে ইচ্ছা হ'লো না।

বল্লী চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো। তারপর সুশান্তর একখানি হাত তার কোলের ওপর টেনে নিলে।

সুশান্ত বল্লে, সত্যি আমার একটা ফোন থাক্‌লে বেশ হ'তো—নয় ?

বল্লী শুধু বল্লে, হাঁ, বেশ হ'তো।

—শুধু বেশ হ'তো ! রাত্রে ঘুম হচ্ছে না—ফোন থাক্‌লে, তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প কর্‌তাম, ঝগড়া কর্‌তাম, তুমি কি কর্‌ছো— তোমারও ঘুম হচ্ছে কিনা শুনে নিতাম।

—ফোনের বিল হ'তো বোধ হয় মাসে পঞ্চাশটাকা।

—এর মধ্যে বিলের কথাটাই তোমার সর্বাগ্রে মনে এলো বল্লী! কাব্যে ওর স্থান নেই।

বল্লী হেসে বল্লে, তার চেয়ে চলুক না কেন তোমার শ্যামবাজারের বাড়ী আমার রসারোডের বাড়ীর গায়ে।

—কেন রসারোডই আসুক না আমার বাড়ীর বাঁয়ে।

দুজনেই হেসে উঠ্‌লো দুজনের মুখের দিকে চেয়ে।

সুশান্তকে নিয়ে বল্লী যখন বাড়ী এলো তখন বেলা অনেক হয়েছে। মামা বল্লেন, এই বুঝি তোমাদের চা খাবারি সময় হ'লো?

সুশান্তই নিলে সাম্‌লে। বল্লে, আমারই জন্যে দেরী হ'লো মামা!

—কেন, তুমি কি এই উঠ্‌লে নাকি? খুব খারাপ সুশান্ত, শরীরের প্রতি অবহেলার একটা সীমা থাকা দরকার।

—অনেকরাত্রি পর্যন্ত লিখি কিনা।

—লিখ্‌তে তো অন্যসময়ও পারো। মামা বল্লেন।

—ঠিক অবসরের জন্যে নয়। রাত্রে লেখার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। বোধ হয় রাত্রির স্নিগ্ধ-স্পর্শই এর কারণ। আমি রাত্রে যেমন ক'রে লিখ্‌তে পারি, দিনে তেমন পারি না।

—ঠিক বল্লীর মত। ও যেমন রাত্রে গান গায়। ও যে গাইতে পারে, দিনে ওকে দেখ্‌লে সেকথা মনেই হবে না। ব'লে মামা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

বল্লী লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ইতিমধ্যে চাও এসে পড়্‌লো।

—আমি চা খেয়ে এর একটা উত্তর দেবো এ কেউ আশা ক'রো না। ব'লে বল্লী চা-এর বাটিতে চুমুক দিলে।

সুশান্ত হেসে ব'ল্লে, অনেকের হয়তো এখন ভাত খাবার সময় হ'লো—আমরা চা খাচ্ছি।

—হাঁ, বেলা কম হ'লো না বটে। আচ্ছা, সুশান্ত এখানে খেয়ে গেলেও তো পারে বল্লী। ব'লে মামা বল্লীর দিকে চাইলেন।

—খুব পারে। ব'লে বল্লীও মামার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

—কিন্তু আমার একটা মস্ত বদ্ অভ্যাস, যার জন্যে অন্য কোথাও আমি আজপর্যন্ত খেতেই পারলাম না। আমার খালি-গা দেখার লোক পৃথিবীতে বোধ হয় তিন চারটির বেশী নাই। তারপর খাওয়া—অতবড় কুৎসিত একটা ক্রিয়া পাঁচ জনের সাম্‌নে কি ক'রে যে মানুষ করে, আমি ধারণাই করতে পারি না।

বল্লী এত জোরে হেসে উঠ্‌লো যে, কথাটার কোন গুরুত্বই আর রইলো না।

সুশান্তকে খেতে হ'লো। শুধু তাই নয়,—গা-খোলা এবং খাওয়া নিয়ে বল্লী তাকে অনেক রকমে লাঞ্ছিত করেছে, যেগুলোকে সুশান্ত লজ্জার সঙ্গে পরিপাক করতে বাধ্য হয়েছে।

বল্লী বল্লে, তোমার গা-খোলার কথাটা বড্ড বেশী 'ভাল্‌গার' হয়েছে।

মোটেই নয়। কারণ আমি সুশান্ত, সুশান্তা নই।

বল্লী আবার হেসে উঠলো। বল্লে, তোমার তাই হওয়া উচিত ছিলো।

সুশান্ত লম্বা হ'য়ে বল্লীর বিছানায় শুয়ে পড়্লো। বল্লে, আমি যদি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি, তবে তোমার অতিথি পরিচর্যা সম্পূর্ণ হ'লো ব'লে তুমি খুসী হ'য়ো।

বল্লী উত্তরে সুশান্তর হাতের ওপর তার হাতখানা রেখে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

—আজ আমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটুকু মনে পড়্ছে। ব'লে সুশান্ত আবৃত্তি করলে:

"নাহি জানি কখন কি ছলে,
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে, কুলায় প্রত্যাশি
সন্ধ্যার পাখীর মত।"

বল্লী এবারেও বল্লে না কোন কথা, তেমনি হাতের ওপর রইলো হাত,—আর রইলো ঘরে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, মাথার উপরে ফ্যান্।

অনেকক্ষণ পরে সুশান্ত বল্লে, আমার ভারি ইচ্ছে করে বল্লী, এমনি একখানা ঘর হবে—ছোট একখানা ঘর; পাশেই রইবে তার চেয়ে ছোট্ট একটা নদী: প্রাচুর্য চাই না, প্রয়োজনে হাতের কাছে সব পাবো, তুমি রইবে কাছে আর আকাশে রইবে চাঁদ।

—কিন্তু আমি তাও চাই না। বল্লে বল্লী। আমি চাই:

"দুজনে মুখো মুখি
গভীর দুখে দুখি
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।"

সুশান্ত হাস্‌লে। বল্লে, বাঁচ্‌তে হ'লে আরো অনেককিছু চাই। চাই না ওটা কাব্যের কথা। আমি চেয়েছি সারাজীবন ধরে :

"সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দমধুর কাব্য হাতে নিয়ে
থাক্‌বে তুমি আমার পাশে"

কিন্তু পাইনি। তবে ক'টাই বা মানুষ পায়, তা নিয়ে আক্ষেপ করা চলে না।

—আজ কিন্তু আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে ; কেন বলো তো? মনে হচ্ছে যেন অনন্তকালের মধ্যে এই একটা মাত্র দিন আজ প্রথম জন্মলাভ করলো।

—বড় দরিদ্রের মত কথা হ'লো বল্লী। আমার মীর্ণা হ'লে বল্‌তো, আমার দিনকে আমি সৃষ্টি ক'রে চলেছি।

—বলুক তোমার মীর্ণা। আকাশে উঠ্‌লো চাঁদ, আমি তাকে অস্বীকার ক'রে বল্‌বো : চাঁদ আমি নিজে সৃষ্টি কার? বল্‌তে বল্‌তে বল্লী উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

—কিন্তু ঐটিই তো সত্যি কথা বল্লী। আমার আনন্দকে আমি যদি সৃষ্টি ক'রে নিতে না পারি, তবে দুঃখের বেদনায় নিজেই পড়্‌বো ভেঙে। আমাকে বাঁচ্‌তে হবে, হাসিমুখে বাঁচ্‌তে হবে।

—তোমার মীর্ণা কি তবে এইজন্যেই মদ খায়?

সুশান্ত হাস্‌লে। বল্লে, মদ তাদেরই খাওয়া উচিত যাদের হাস্‌বার কোন উপকরণই গৃহে সঞ্চিত নাই।

—তুমি খাও মদ ?

—পেলে খাই।

বল্লী অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, নাঃ, মদকে আমি কোনদিক দিয়েই 'সাপোর্ট্' করতে পারি না।

সুশান্ত এবারেও হাসলে। বল্লে, তোমাদেরকে ভগবান শুধু স্ত্রী হবার জন্যেই গড়েছেন।

—এবং ভগবান ঐখানেই কল্যাণ করেছেন, মীর্ণার মত মেয়েকে আমরা কোনদিনই পেলাম না বাস্তবে।

সুশান্ত উঠে বসলো। এবং তারপরেই যে-তর্ক সুরু হ'লো—তার শেষটা এসে পৌছুলো আপোষ-নিষ্পত্তিতে। কথা হ'লো বল্লীও গিয়ে সুশান্তর বাড়ীতে একদিন খেয়ে আসবে।

পথে বেরিয়ে সুশান্ত আর বাড়ী যেতে পারলে না। এইবার এমন একটি সময়ের মুখোমুখি এসে সে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে হয় তাকে চোরের মত পালাতে হবে, নয়তো আত্মহত্যা করতে হবে। হাঁ, আত্মহত্যাই বই কি। বল্লীকে বিয়ে করা মানেই আত্মহত্যা। সে কমলাকে খেতে দিতে পারে নি—অনশনে, অর্ধাশনে, তিলে তিলে হয়েছে তার দেহের অপমৃত্যু। সেও মরবে অমনি ক'রে—সর্বনাশা প্রতিদিনের আয়ুমোক্ষণে। এইতো তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু : এই তাদের কর্মফল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নীচে সুশান্ত এইকথাই ভাবতে ভাবতে এসে বস্‌লো।

বল্লী আস্‌ছে তার ঘরে—কত আনন্দের কথা। কিন্তু কোন দিক দিয়েই সুশান্ত নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতে পার্‌ছে না। কারণ, সে জানে দারিদ্র্যের বিষ-বাষ্পে প্রেম বাঁচে নাঃ বল্লীকে নিয়ে সে কি কর্‌বে? এই অনিবার্য আত্মঘাতী হবার অপচেষ্টা থেকে তাকে তার বাঁচানো ছাড়া আর কোন পথ নাই। কিন্তু বল্লী এত ছেলেমানুষ কেন? ভালবাস্‌লেই বিয়ে করতে হবে এ 'সেন্টিমেণ্ট' তার মত মেয়ের থাকা উচিত নয়। তার মীর্ণাও তো বিয়ে করে নি। আজ সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে, মীর্ণাকে সহ্য কর্‌তে না পারার কারণও হ'লো ঐখানে। মদ বল্লীও খেতে পারে একদিন স্বামীর আদেশে এবং সে-পরীক্ষা সে এখুনি কর্‌তে পারে তার স্বামী হ'য়ে। কিন্তু কি হবে মিছেমিছি বল্লীর স্বামীর আসন গ্রহণ ক'রে। কমলারও সে স্বামী হয়ে দেখেছে। স্ত্রী হ'লে, সব মেয়েই এক। এক নয় ঐ মার্ণা—দলছাড়া, গোত্রছাড়া ঐ মীর্ণা।

সুশান্ত আবার উঠ্‌লো। উত্তেজনায় সর্বশরীর তার কাঁপছে। কমলা মরেছে, বল্লীও মর্‌তে আস্‌ছে। সে কি শুধু তাদের কবর রচনাই ক'রে যাবে সারাজীবন ধ'রে!

বিশ্রীভাবে সুশান্ত হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্লো। কোথায় যাবে সে? একবার মনে হ'লো, সে বাড়ী ফিরেই যায় কিন্তু কে আছে তার বাড়ীতে? কি হবে সেখানে গিয়ে? মর্‌তে হ'লেও তাকে যেতে হবে হাসপাতালে। হাসপাতাল—হাসপাতাল।

দুঃস্থ সাহিত্যিকদের মৃত্যু-বাসর ঐ হাসপাতাল। মাইকেল মরেছে হাসপাতালে, রজনী সেন মরেছে হাসপাতালে, এইবারে বোধ হয় তার পালা। না, বাড়ী সে এখন যাবে না—যেতে পারবেও না। মাথার ভিতরে শিরা-উপশিরায় লেগেছে ঠোকাঠুকি।

পকেটে হাত দিয়ে সে দেখ্‌লে ক'টা টাকা খট্‌ খট্‌ করছে। কি করতে পারে সে ঐ ক'টা টাকায়? এক পালাতে পারে কিম্বা মদ খেতে পারে—আর পারে এক আফিং কিন্‌তে।

'টেম্প্‌লবারের' সাম্‌নে এসে সে একবার দাঁড়ালো, তারপর সোজা সিঁড়ি ধ'রে গট্‌ গট্‌ ক'রে ওপরে চলে গেলো।

মদই সে খাবে। অন্তত একটি রাত্রির বিস্মরণ তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু তারপর? এই তারপরের সমাধান কে করবে যখন থাক্‌বে না কাল নেশা, যখন থাক্‌বে না কাল পকেটে টাকা? That's not your look out সুশান্ত! সুশান্ত নিজের মনেই উচ্চারন করলে। জগতে কে কার সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে? বল্লী যদি মরেই, কে তাকে পারবে মৃত্যুর 'অক্টোপাসি' থেকে মুক্ত করতে? কিন্তু মদই বা খাবে কেন শুধু এইজন্যে? মদ সে অন্যসময় খেতে পারে, যখন থাক্‌বে না কোন কারণ। একটা তুচ্ছ সেন্টিমেণ্টের জন্যে মদ খেতে আসবার কি কোন মানে হয়?

সুশান্ত ছুটে নেমে এলো রাস্তায়। আঃ, বাঁচ্‌লো সুশান্ত! কী দুষ্ট-বুদ্ধিই না মাথায় চেপেছিলো তার! এমন ক'রে মদ খেলে সে নিজের মনের কাছেও অপরাধী হ'য়ে রইতো। তার চেয়ে সুস্থ

সবল মনে বল্লীকে পরিত্যাগ করাই ভাল। কালই সে বল্‌বে তাকে, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করবার শক্তি তার নাই।

একটা চল্‌তি-বাসে সুশান্ত লাফিয়ে উঠ্‌লো। এবং একটা পরিপূর্ণ 'এনার্জি' নিয়ে সে বাড়ী এসে লক্ষ্মীছেলের মত চুপ করে শুয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙ্‌লো তখন বেলা ন'টা। শুয়ে শুয়ে গতরাত্রির কথা মনে ক'রে সে এখন বেশ আরাম পাচ্ছে। বল্লী কি বোকা মেয়ে! সে ব'সে আছে কিনা তারই উপর নির্ভর ক'রে—যে নিজেই পাচ্ছে না খেতে, যার ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে দেহ ও মনের কোন মিলই নাই! যে উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়মকে দিয়েছে যে প্রশ্রয়—যার সামাজিক কোন 'কোয়ালিফিকেসন'ই নাই!

সুশান্ত উঠে বস্‌লো।

—যাও মুখ ধুয়ে এসো, আমি চা নিয়ে এসেছি—ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

সুশান্ত সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লে, বল্লী তারই সাম্‌নে চায়ের-বাটি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে তার চোখের সাম্‌নে গোটা পৃথিবীটা যদি একটা বুদ্‌বুদের মত ফট্ ক'রে ফেটে যায়, তাহ'লেও এতখানি আশ্চর্য সে হবে না। সে কি এখনও ঘুমুচ্ছে? কিম্বা গত রাত্রির কাহিনীটাই স্বপ্ন,—সে বিশ্রাম করছে বল্লীর ঘরেই কাল দুপুর থেকে?

সুশান্ত চেয়ে দেখ্‌লে একবার চারিদিক। না, এ তো তারই ঘর: সেই ছেঁড়া মাদুর, ভাঙা ছাদ, আর্স্‌লার বাসা!

—স্বপ্ন নয়, ওঠো। বল্লী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে।

—কিন্তু তুমি! চা! এ যে সেই দৈত্যের গল্পের মত মনে হচ্ছে!

—আমাকে খাওয়াবার কথা বুঝি মনে নেই?

—তুমি খাবে,—আজ? কি আশ্চর্য! আমাকে কি প্রস্তুত হবারও সময় দিতে নাই? সামান্য চাল-ডালও আমাকে নতুন ক'রে কিনে আন্‌তে হবে। কোথায় আছে হাঁড়ি, কোথায় আছে হাতা—

—তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমি করেছি।

—কি ব্যবস্থা কর্‌লে আবার! সুশান্ত অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো।

—আর পারি না বাপু! চা যে গেলো ঠাণ্ডা হ'য়ে।

—চা-ই বা কোথায় পেলে তুমি!

—আমি কি নতুন আস্‌ছি তোমার বাড়ীতে? চাকরটাকে নিয়ে আমি যা যা কর্‌বার সবই করেছি। রান্নাঘরে গিয়ে দেখো গে উনুনে ডাল ফুট্‌ছে। বল্লে বল্লী।

—কিন্তু টাকা কোথায় পেলে? আমার বাড়ীতে এসে তুমি তোমার নিজের টাকায় খেয়ে যাবে এই বা কেমন কথা!

—তোমারই টাকায় খাচ্ছি গো! ঐ পকেটে পেলাম টাকা। ভগবানকে ধন্যবাদ। ঐ ক'টি টাকার অপগতি থেকে কাল ভগবানই আমাকে রক্ষা করেছেন। মনে মনে বল্লে সুশান্ত।

—কী একেবারে যে বাক্‌রোধ হ'য়ে ব'সে রইলে ?

—তুমি আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছো বল্লী ! তুমি রাঁধতেই বা শিখ্‌লে কবে আর এমন গিন্নীই বা হ'লে কবে ?

—ওসব আমাদের শিখ্‌তে হয় না। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে বল্লী।

—কিন্তু আমার চা বোধ হয় এতক্ষণে অখাদ্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

—বুদ্ধিমানেরা ঠিক এই কারণেই বিনা বাক্যব্যয়ে খাদ্যগ্রহণ করে। যাও, মুখ্ ধুয়ে এসো—আমি আর-এক কাপ নতুন•তৈরি ক'রে আন্‌ছি। ব'লে বল্লী দ্রুতপদে চলে গেলো।

সুশান্ত সেইদিকে চেয়ে ঠিক একইভাবে ব'সে রইলো। আজ তার মনে হ'লো, বল্লী যেন কতকাল থেকে এই ঘরের গৃহিণী। নিজের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ, আপন মহিমায় সে তার কল্পনাকেও অতিক্রম ক'রে গেলো।—অতিক্রম ক'রে গেলো বল্লী নিজেকেও। সে জান্‌তেও পারলে না তারই অলক্ষ্যে ভাগ্যবিধাতা দিলেন তার আঁচলে ভাঁড়ারের চাবি বেঁধে।

—এখনো তুমি ব'সে আছো ? বল্‌তে বল্‌তে বল্লী এসে দাঁড়ালো চায়ের বাটি নিয়ে।

সুশান্ত লজ্জিত হ'লো। মুখ-ধোবার প্রাথমিক দুরূহ কাজকে কোনরূপে শেষ ক'রে সে চায়ের-বাটি নিয়ে বস্‌লো। বল্লে, বেশ হয়েছে চা ; চায়ের বাটিগুলোর এতদিনে একটা সদ্গতি হলো।

—তা না হয় হ'লো। কিন্তু এবার চলো রান্নাঘরে।

—কি, রাঁধ্‌তে ?

—না, রাঁধ্‌বো আমিই, তুমি রইবে ব'সে।

—যোগ ক'রে নিচ্ছি, মুখের দিকে চেয়ে।

—আমিও ব'লে নিচ্ছি, সেই আত্মপ্রসাদের জন্যে আমি অবশ্য তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না। বল্‌তে বল্‌তে বল্লী রান্নাঘরে এসে ঢুক্‌লো।

সুশান্ত অনেকদিন পরে রান্নাঘরের অপরূপ-শ্রী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। বল্লে, মামাকে নিয়ে এসে একবার দেখাতে ইচ্ছা করছে।

—তিনি আস্‌বেন না এই বা কে বল্লে? তাঁকেও যে খেতে বলেছি।

—তিনি খেতে আস্‌বেন!

—বেশ তো। তাঁকে বাদ দিয়ে আমার খেতে আসার কি কোন মানে হয়?

—তাও তো বটে। সুশান্ত লজ্জিত হ'য়ে বল্লে। কিন্তু আহ্বানটা আমার দিক থেকেই হওয়া উচিত ছিলো।

বল্লী হেসে বল্লে, না হয় আমার দিক থেকেই হ'লো।

মামা এসে বল্লেন, সুশান্তর আবার একি খেয়াল হ'লো! মিছেমিছি কতকগুলো খরচ—বাঃ, বল্লীই যে আজ অন্নপূর্ণা! তবে যে বল্লী বল্লে ঠাকুর আছে?

বল্লীই দিলে উত্তর। বল্লে, ঠাকুরটাকে আমিই এসে তাড়ালাম: কিচ্ছু রাঁধ্‌তে জানে না মামা!

—তা হ'লে সুশান্ত এতদিন খেতে কি ক'রে! ঠাকুর যখনই রাখ্‌বে সুশান্ত, উড়ে ঠাকুর রেখো—খেয়ে আরাম, দুটো কথা বলে

আরাম। বল্‌তে বল্‌তে মামা সুশান্তর ছেঁড়া মাদুরের ওপরেই থপ্‌ ক'রে বসে পড়্‌লেন এবং শুন্‌লে আশ্চর্য লাগে, ঐ ছেঁড়া মাদুরেই কিছুক্ষণের মধ্যে মামার নাক ডেকে উঠ্‌লো।

বল্লী পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে বাড়ী ফিরেছে, এ মামাও বুঝ্‌তে পেরেছেন। তাই নিজেই একসময় বল্লেন, আজ বেশ খাওয়া হয়েছে, কি বলিস?

বল্লী মুখ টিপে হাস্‌লে।

—আজ রাত্রে আর কিছু খাচ্ছি না আমি।

—কি যে বলো মামা!

—তুই বলিস কি বল্লী, আমাদের কি আর সে-বয়স আছে! তবে তোর রান্না দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি! এমন হঠাৎ পাকা রাঁধুনী তুই কবে থেকে হলি, আমি তো কিছুই জানি না!

বল্লী এবারেও ছোট্ট ক'রে একটু হাস্‌লে।

—আচ্ছা বল্লী, তুই সুশান্তকে বিয়ে করবি?

—আজ হঠাৎ একথাটা তোমার কেন মনে হ'লো মামা?

—অনেকদিন থেকে ভাব্‌ছি একথা সত্যি এবং ঐসঙ্গে আর-একটা কথাও ভাব্‌ছি, তুই হয়তো লজ্জায় আমাকে বল্‌তে পারছিস্‌ না।

বল্লী সত্যিই এবার লজ্জা পেলো। তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বল্লে, তোমার এতে মত আছে মামা?

—আমার মতটাই তো বড় কথা নয় মা। মনের মিলই হলো আসল বিয়ে। তবু বলি, উত্তেজনার মুখে তাড়াতাড়ি কথা দেবারই বা আবশ্যকতা কি। আরো কিছুদিন যাক্ না।

—আমি মন স্থির করেছি মামা। আপনি আশীর্বাদ করুন। বল্‌তে বল্‌তে বল্লী মামার পায়ের কাছে মাথাটা নুইয়ে দিলে।

এর পরের ঘটনাটা আরো মজার। একদিন বল্লী এলো সুশান্তর বাড়ী: এসেই বল্লে, চলো তৃপ্তিকে আমাদের বিয়ের নেমন্তন্ন ক'রে আসি।

সুশান্ত যেন আকাশ থেকে পড়্‌লো: আমাদের বিয়ে! মানে, তোমার আমার?

—হাঁ, সরল বাংলায় তাই তো বলে।

—কিন্তু আমি যে এর কিছুই জানলাম না!

—জান্‌তেই হবে, এমনিই বা কি কথা আছে।

—কি আশ্চর্য! বিয়ে কর্‌বো—আর সেটা যখন আমিই কর্‌বো, তখন আমার সুবিধা-অসুবিধা দেখ্‌বো না! সুশান্ত বেশ শক্ত হ'য়ে বল্লে।

—কিন্তু তুমি জানো, বিয়ের দিন পর্যন্ত স্থির হ'য়ে গিয়েছে।

—অন্যায় হয়েছে। কারণ পাত্র-হিসেবে আমি অপাত্র। যার ওপর সারাটা জীবন নির্ভর কর্‌তে হবে, তাকে বেছে নেওয়াই ভাল।

—থাক্ গো মশাই, বক্তৃতা রেখে এসো আমার সঙ্গে।

তৃপ্তির কাছে এ-ঘটনা আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়।

তবে নিমন্ত্রণ করার ধারাটা নতুন। বল্লে, আমি কিন্তু বরযাত্রি হ'য়ে যাবো। আচ্ছা, সুশান্তবাবু, এতদিন আপনার কি হ'য়েছিলো বলুন তো? মরেছি, কি বেঁচে আছি একটা খোঁজও কি নিতে নাই?

—বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছেন,—বিয়ের আয়োজন।

বল্লী হেসে ফেল্লে। বল্লে, না রে, বিয়ের খবর আমার মুখে আজ এইমাত্র প্রথম শুন্‌লো।

—এবং সেই অশুভ-মুহূর্ত থেকেই আমি পালাবার পথ খুঁজ্‌ছি।

—কিন্তু এখনপর্যন্ত পালাতে পার্‌লেন না, এই তো? তৃপ্তি বল্লে।

—পারি নি ব'লে যে পার্‌বো না, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্য দিচ্ছি না।

তৃপ্তি ঠিকই বলেছে, সুশান্ত পার্‌লে না পালাতে। কতবার সে মনে করেছে কোলকাতা না ছাড়্‌লে তার পরিত্রাণ নাই। দুখানা কাপড় সুট্‌কেসে গুছিয়ে নিলেই যদি বাইরে যাওয়া হ'তো, তবে সুশান্ত অনেকদিনই য়েতে পার্‌তো কিন্তু কথা তো শুধু সেইখানেই নয়, তাকে বাঁচ্‌তে হবে। কোলকাতায় আছে তার সেই বাঁচার রুটি। সুতরাং কোলকাতাতেই তাকে থাক্‌তে হবে—বল্লীকে উপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হবে। কিন্তু আজ বল্লীই এলো তারই উপেক্ষাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে। পার্‌লে না তাকে রুখ্‌তে, পার্‌লে না কোন প্রতিবাদ কর্‌তে। এ যেন চিঠি লিখে বা ফোন ক'রে সুশান্তকে প্রস্তুত থাক্‌তে বলা হয়েছে, সুশান্ত সাজ-গোজ ক'রে আছে ব'সে।

সুশান্ত ঠিক এই কথাই লিখ্‌লে সেদিন অরুণের পরিচ্ছেদটায়ঃ

প্রিয়া ও মানসী

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় উত্যক্ত হ'য়ে মীর্ণা এসেছে অরুণের বাড়ী। বল্লে, তোমাকেই এলাম নিতে। সকাল থেকে ব'সে ব'সে আমি মদ খাচ্ছি। একলা তাই বা কতক্ষণ ভাল লাগে। তুমি একটু একটু ক'রে খাবে আমার সঙ্গে মদ? সত্যি বল্‌ছি, একলা ব'সে ব'সে মদ খাওয়ার মত ট্রাজেডি আর নাই। চলো লক্ষ্মিটি, মদ না খাও, আমার কাছে ব'সে সোডা খাবে চলো। তবু বুঝ্‌বো, আমার সঙ্গে একজন খাচ্ছে।

অরুণ এলো মীর্ণার সঙ্গে। কিন্তু এসেই বল্লে, এবার নেবো বিদায়। কারণ পদে পদে ঘট্‌ছে তোমার কাছে আমার পরাজয়। বুঝ্‌তে পারছি, তোমার 'পার্সোনালিটি'র কাছে আমি অতি ক্ষুদ্র।

—তুমি কি বল্‌তে চাও অরুণ? জোর ক'রে তোমাকে মদ আমি খাওয়াবো না। আমি তো বলেছি, আমার সঙ্গে বসে তুমি সোডা খাও। জানো না অরুণ, একলা ব'সে ব'সে এতক্ষণ ধ'রে আমি বিষ খেয়েছি।

—বিষই তুমি খাচ্ছো। ডাক্তার বলেছিলো, মদ তোমাকে ছাড়তে হবে—তুমি শুন্‌লে না সে কথা।

মীর্ণা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো বল্লে, ডাক্তারদের মত ভীতু জাত পৃথিবীতে না থাকাই ভাল।

—দোহাই তোমার, তুমি কি চাও বল? তোমার মুখের দিকে চাইতেও আজ আমার ভয় করছে!

—অরুণ, অবশেষে তুমিও আমাকে দেখে ভয় পেলে! বল্‌তে বল্‌তে মীর্ণা অবসন্নের মত একটা চেয়ারে থপ্‌ ক'রে বসে পড়লো।

অরুণ মীর্ণার মাথাটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে হাত বুলাতে লাগ্‌লো।

অনেকক্ষণ পরে মীর্ণাই বল্লে কথা: তুমি বাড়ী ফিরে যাও অরুণ—তোমার দেশের বাড়ী, তোমার বাবা মা আছেন পথ চেয়ে, বিয়ে কর—আমার জন্যে তুমি আর কষ্ট পেও না।

এতক্ষণ পরে অরুণ 'বার্স্ট্' করলে: তোমাকে জান্‌তাম, তুমি আর যাই হও—দুর্বিনীতা নও। মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক দরদকে তুমি উপহাস কর! কিম্বা ঐ কোমল অনুভূতিকে তোমার ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক সঙ্ঘর্ষের সঙ্গে ইচ্ছা করেই নষ্ট করেছো। তুমি বল, কি চাও তুমি? স্যামুয়েল করেছিলো আত্মহত্যা, অজিত হয়েছিলো পাগল—কিন্তু তারা তোমায় কেউ ভালবাসেনি, আমি ভালবেসেও তোমাকে পেলাম না। আমি জানি না, শেষপর্যন্ত তুমি কি চাও!

—শেষপুর্যন্তের কথা জানি না, এখনপর্যন্ত আমি মদ চাই।

—না, মদ তুমি'আর খেতে পাবে না।

—তুমি যে ডাক্তারের চেয়েও নির্মম। ডাক্তার বলেছিলো, মদ একেবারে ছাড়াও আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়, বরং অল্প অল্প ক'রে দু-একদিন পর পর খাবেন।

অরুণ এবার হেসে ফেল্লে। বল্লে, সত্যিই একটু সংযত হও। তাড়াতাড়ি ম'রে গিয়ে উভয়েরই যখন লাভ নাই।

—আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই শুন্‌বো। একটু একটু ক'রে, অনেকদিন পরে পরে তোমার হাত থেকেই আমি মদ খাবো।

—আঃ, বাঁচালে। ব'লে অরুণ মীর্ণার গলাটা জড়িয়ে ধর্‌লে।

—কিন্তু বাঁচাতে আর আমাকে পার্‌বে না অরুণ, মদের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে—তবু তোমার কথাই রাখ্‌বো, এ তুমি বিশ্বাস ক'রো।

—বিশ্বাস তোমাকে আমি খুবই করি এবং করি ব'লেই তোমার মুখের কথাতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌লাম।

—এবং সেই মুখের কথাটুকু মুখ থেকে বের না-করা পর্যন্ত তোমার গালাগালি, কান্নাকাটির অন্ত থাকে না, সেটাও বলো। ব'লে মীর্ণা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

—তা হয়তো সত্যি, কিন্তু ঐ মুখের কথাটুকুর প্রতি কতখানি আমার ভক্তি—সেটাও তো জান।

মীর্ণা গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে অরুণের মুখখানা তার মুখের ওপর চেপে ধর্‌লে।

সুশান্ত ও বল্লীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই অল্পদিনের মধ্যেই ওদের দাম্পত্য জীবনে বেধেছে সঙ্ঘর্ষ।

সেদিন বল্লী স্পষ্টই বল্লেঃ তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমাকে এখানে মানায় না।

—আমি জানি, তোমার কষ্ট হবে এবং এই কষ্ট হবে জেনেই শেষপর্যন্ত তোমাকে এখানে আন্‌তে চাই নি। গৃহটাকে আমি

রেখেছি, মাথা রাখ্‌বার একটা আচ্ছাদনরূপে। এটা পাকা দালান না হ'য়ে খোলার ঘর হলেও ক্ষতি ছিলো না। আমার টাকা বেশী নয়, এতে কোনরকমে একজনেরই খাওয়া-পরা চলে।

বাধা দিয়ে বল্লী বল্লে, তবে কেন এমন কাজ করলে?

—আজ এইটিই আমার বড় সান্ত্বনা, কোনদিন কোন কথা তোমার কাছে আমি গোপন করি নি।

—সেদিন জান্‌তাম, দারিদ্র্য তোমার একটা বিলাস। কিন্তু একথা কোনদিনই জানি নি, স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করবার সামান্য ক্ষমতাটুকুও তোমার নাই।

—অভাবকে অভাব ব'লে মনে করাটাই সব চেয়ে দীনতা। তুমি একে আমারই মত উপেক্ষা করবে এই জেনেছিলাম।

—সংসারটা কাব্য নয়। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্লী বল্লে। কদিন থেকে বল্‌ছি, ব্লাউজের জন্যে দু'গজ কাপড় এনো, সে আর এলো না।

সুশান্ত স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। সে কি এখন তার মীর্ণার কথা ভাব্‌ছে? কাসাঁনোভার এক দীপালোকিত কক্ষে মুখোমুখি রয়েছে বসে তার মীর্ণা ও অরুণ? মীর্ণার পরণে আছে পাত্‌লা একখানা ক্রীম রং-এর শাড়ী—সূক্ষ্ম জড়ির কাজ, হাতকাটা টাইট-জামা: একটা মৃদু-মদির গন্ধ তার সর্বাঙ্গকে রয়েছে ঘিরে? কিন্তু সুশান্ত এত কথাই বা ভাব্‌তে যাবে কেন? বরং সে ভাবতে পারে, রাত্রি আটটায় দেরাদুন এক্‌স্‌প্রেস: একখানা থার্ডক্লাসের টিকিট: লোটা এবং কম্বল। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে, সুশান্ত কিছুই ভাব্‌ছে না: সুশান্ত শুধু ব'সেই আছে? খুবই

সম্ভব তা, সুশান্ত ব'সেই আছে। অলস মধ্যাহ্ন-যাপনের মত দিনকে সে অতিক্রম করছে। কি হবে মিছেমিছি কতকগুলো কথা ব'লে! কথা সে আজপর্যন্ত অনেক বলেছে। কমলা থাকতেও বলেছে, আজও বলছে। কিন্তু একটা বিষয় সে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে, স্ত্রী হ'লে ওরা সবাই এক: সেই সাংসারিক খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আত্মনিগ্রহ। সুশান্ত একথা কোনদিনই ভাবতে পারে নি, বল্লীর মত মেয়ে সামান্য একটা ব্লাউজ নিয়ে এমন ঝগড়া করবে! সে যা পারে, বল্লী তা পারে না কেন?. ঐ ছেঁড়া মাদুর, সে আজ কতদিন ধ'রে দেখছে।

বল্লী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তারই সামনে দাঁতে দাঁত চেপে। উত্তরের প্রতীক্ষা নিশ্চয়ই সে করে নি। কিন্তু সুশান্তর এই ঔদাসীন্যকে সে আর পরিপাক করতেও পারলে না। বল্লে, আজই আমি মামার কাছে যেতে চাই।

—আজই? বেশ।

বল্লী যখন প্রস্তুত হ'য়ে গাড়ী ডাকবার হুকুম করলে, তখন সুশান্ত মাত্র এই কথাটুকু বল্লে, এমন ক'রে গেলে তোমার মামাও সইবেন না—তার চেয়ে চল, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—সে অনুগ্রহ থেকে আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দিলাম।

বল্লী সত্যিই চলে গেলো। কোনদিক দিয়েই তার আর আপোষ চল্লো না। সুশান্তর প্রাণে এইটিই আজ বড় লাগলো, কাউকে সে সুখী করতে পারলে না!

অসময়ে বল্লীকে আস্‌তে দেখে মামা বিস্মিত হলেন। বল্লেন, কি হ'য়েছে রে?

—কি আবার হবে, চলে এলাম।

—চলে এলি! সুশান্ত কোথায়?

—কেন, আমি কি একা আস্‌তে জানি না!

মামা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন, তবু ভাল। বিয়ের পর তোদের একা আস্‌তে দেখ্‌লেই আমাদের ভাবনার আর অন্ত থাকে না।

বাধা দিয়ে বল্লী বল্লে, কিন্তু আমি আর যাবো না মামা।

—তুই কি পালিয়ে এলি! উন্মাদের মত মামা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন।

—পালিয়েও আসিনি, অন্যায় ক'রেও আসিনি—আমি জানি, সে এবার নিশ্চিন্ত হ'লো।

—হেঁয়ালি রাখ্‌ বল্লী, কি হয়েছে খুলে বল্‌।

—তুমি কি বল মামা! একটা ব্লাউজ কিনে দেবার ক্ষমতা যার নাই, সে আবার বিয়ে করে কেন!

মামা হাস্‌লেন। বল্লেন, জামা কাপড় পরবারই যদি সখ ছিলো,—বল্লি না কেন, জমিদার-পাত্রের সন্ধান করতাম। কিন্তু আমি তোকে জেনেছিলাম অন্যরকম। হয়তো আমারই বুঝ্‌বার ভুল। তবে এরকম ভুল বোধ হয় এই আমার প্রথম হ'লো।

বল্লী আর কোন কথা না ব'লে ভেতরে চলে গেলো। মামা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন। সুশান্তর কাছে মুখ দেখাতেও

আজ তাঁর লজ্জা করছে। নইলে এই মুহূর্তে তিনি সুশান্তকে ডেকে বলতেন, আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো।

কিন্তু আশ্চর্য সুশান্ত। সে তখন তার উপন্যাসের পাতা লিখে চলেছে :

মীর্ণা ঠিকই বলেছিলো, তাকে বোধ হয় আর বাঁচানো যাবে না। দ্রুত ক্ষয়ের পথে সে এগিয়ে চলেছে। চোখের কোলে পড়েছে কালি, রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে যখন সে হাসে তখন বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। তবু মীর্ণার মুখে হাসিটি লেগেই আছে। বলে, ডাক্তার না ছাই, ওষুধ ব'লে খালি জলই দিচ্ছে।

—ডাক্তার কিন্তু আর ওষুধ দেবে না বলেছে। অরুণ বল্লে।

—কেন, রাগ ক'রে? কিন্তু আমি আর কি নিয়ম-পালন করতে পারি বল? মদ তোমাদের পরামর্শে একেবারেই ছেড়েছি, বলছো রাঁচি যেতে তাও স্বীকার করেছি। আর আমার দ্বারা কি চাও তোমরা? বলতে বলতে মীর্ণা কেঁদে ফেল্লে।

মীর্ণা বোধ হয় জীবনে এই প্রথম কাঁদলে। একদিন অসামান্য রূপ-লাবণ্য নিয়ে সে এই পৃথিবীতে এসেছিলো। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচুর্যকে সে দুই হাতে লুণ্ঠন করেছে। আজ কোন ক্ষোভই তার নাই। মৃত্যু, সে তো একদিন আসবেই,—এতকাল ধ'রে মানুষ মরে আসছে, সেও মরবে। কিন্তু তার জন্যে তো নয়,—সে মরবে তিলে তিলে একটু একটু ক'রে অনতিক্রম্য পরিবেশের মধ্যে; এই চিন্তাই তার অনভ্যস্ত মনকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

মীর্ণা আজো স্বপ্ন দেখে, চৌরঙ্গীর রাস্তা ধ'রে 'ফুল স্পীডে' তার

গাড়ী ছুটেছে। চাকার তলায় কত প্রাণ নিষ্পেষিত হয়ে গেলো : অজিত গেলো সোমেশ গেলো, গেলো শশাঙ্ক, গেলো স্যামুয়েল। ঘুমের ঘোরে আজো সে স্পীড্ স্পীড্ ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠে।

সে বলেছিলো—অরুণকে একদিন কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলো, সে মর্‌লোই যদি তবে এমন ক'রে মর্‌লো কেন ? তার সে স্পীড কই ? গাড়ীতে গাড়ীতে লাগ্‌লো প্রচণ্ড ধাক্কা,—তারপর সব শেষ ?

—মোটরে একদিন বেড়াতে যাবে, ঠিক আগের মত তেমনি ক'রে ? অরুণ বলেছিলো।

—না, নিজের ওপর শ্রদ্ধা এখনো হারাইনি ; সেটা আর নষ্ট হ'তে দিও না অরুণ। আমি রোগী হ'য়ে গিয়ে ঐ মোটরে বস্‌বো, আর তোমরা চল্‌বে প্রতিটি 'জার্কিং' বাঁচিয়ে, সে আমি কোনদিনই সইবো না।

অরুণ আর, কোন কথা বলেনি। একটি সপ্রশংস-দৃষ্টি নিয়ে মনে মনে মীর্ণার উদ্দেশে বারবার সে সেলাম করেছে।

—রাঁচি কবে যাবে ? মীর্ণা বল্লে।

—কাল।

—কালই !

—আর মিছেমিছি দেরী ক'রে কোন লাভ নেই।

—না, দেরী ক'রে আর লাভ কি। ব'লে মীর্ণা অরুণের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে।

সুশান্ত এইপর্যন্ত এসে হঠাৎ থেমে গেলো। মনে পড়্‌লো :

এইমাত্র বল্লী গিয়েছে তাকে ছেড়ে। কয়েকদিনের অভ্যস্ত সান্নিধ্যে তার সমস্ত রুটীনই ওলট্-পালট্ হয়েছে। নিয়মিত আহার-বিহারের একটা আরামদায়ক পারিপাট্য তাকে আজ পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। আজ অনেকদিন পরে সে আবার একা। সুশান্ত উঠে সব ঘরগুলি একবার দেখে এলো। চাকরটাকে ডেকে সুশান্ত কি বল্‌তে চাইলে, কিন্তু কোন কিছুই না ব'লে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো।

সুশান্ত একটা জায়গায় এসে থম্‌কে দাঁড়ালো: যেখানে বল্লীর 'সঙ্গে হয়েছিলো তার প্রথম দেখা। এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেই বল্লীর কত পরিবর্তনই না হ'লো! সুশান্ত যেতে যেতে হয়তো এইকথাই চিন্তা করছে: চিন্তা করছে, দেহে এবং মনে মেয়েদের মত এমন দ্রুত পরিবর্তন পৃথিবীর আর কোন জীবের মধ্যে নাই।

অনেকদিন পরে সুশান্ত আজ রেড্-রোড ধ'রে সোজা এগিয়ে চলেছে। 'রবার্ট্‌সন স্ট্যান্ড' পার হ'য়ে সে এসে দাঁড়ালো মাঠের মাঝখানে। দেখলে, তার পায়ের তলার নরম-ঘাসের ওপর শুয়ে রাত কাটানোর মত প্রশান্তি আর কিছুতে নাই। কিন্তু এই একটিমাত্র রাত্রিই তো এখানে প্রশ্ন নয়। কাল সে কোথায় যাবে? তারপর অনন্তকাল আছে তার হাতে। হয়তো বাঁচ্‌বে কত বছর ধ'রে! উঃ, সে বাঁচা কি ভয়ানক হবে তার পক্ষে।

সুশান্ত একটা চুরুট ধরিয়ে সেই ঘাসের ওপর বস্‌লো। তার পিছনে 'ওয়ারলেসে'র লাল আলোগুলো তেমনি জ্বল্‌ছে—অনেকদিন আগে যেমন জ্বলেছে, আজ তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। বদ্‌লে

গেলো শুধু সে নিজেই। প্রকাণ্ড ঝড় ব'য়ে গিয়েছে যেন তার মাথার ওপর দিয়ে। আজ সে ইচ্ছা করলে দু'পা ছুটতেও পারে না। ঐ যে গাছের তলায় ব'সে দুটি তরুণ তরুণী প্রেম করছে—সুশান্ত শুনতে পাচ্ছে তাদের কথা, কিন্তু কোন কৌতূহলই তাকে আর উত্তেজিত করতে পারছে না। সে অনুভব করছে তার এই স্নায়বিক ঔদাসীন্য। সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে আছে দুটি মাত্র 'সেন্‌সেশন' ঃ একটি উত্তেজনার, আর একটি তার বিপরীত—যার নাম দেওয়া যেতে পারে অবচেতন-অনুভূতি। বল্লীও এসেছিলো একদিন—যেমন ক'রে এসেছে আজ ঐ গাছতলায় মেয়েটি। ওরা কি জানে, যে আছে তাদের অদূরে ব'সে সে সুশান্ত রায়? —তারও আছে মীর্ণা, তারও আছে বল্লী? থাক্, কি হবে ওদের জানিয়ে। ওরা জানুক, পৃথিবীতে ওরাই একমাত্র সুখী দম্পতি—ওদের মাথার ওপরে নীল-আকাশ, পায়ের নীচে শ্যামা-ধরিত্রী।,

সুশান্ত অনেকরাত্রে বাড়ী ফিরলে এবং পরদিন সে বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করলে, তার জ্বর হয়েছে!

মীর্ণারও হয়েছে জ্বর—প্রবল জ্বর। সুশান্তই লিখ্‌লে সেদিন।

জ্বরের গায়ে লিখ্‌তে বেশ লাগ্‌ছে সুশান্তর। পেগ্ দুই 'ভার মুথ্' খাওয়ার মত্ততা যেন তার সর্বাঙ্গকে জড়িয়ে আছে। আর তা ছাড়া লিখ্‌বারই বা এমন অবিচ্ছিন্ন অবসর সে পাবে কবে? স্নান নাই, খাওয়া নাই—দেহরক্ষার সকল প্রকার নিয়মানুসরণ থেকে আজ পেয়েছে সে মুক্তি। দিন রাত্রির এই যে দুর্লভ অবসর

সে আজ পেলো,—তাকে সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারে না। তাই সে আজ প্রচুর লিখ্‌ছে :

দীপ্তি এসেছে আজ মীর্ণাকে দেখ্‌তে। একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সে এই কিছুক্ষণ হ'লো করেছে, যার উত্তর পাবার উন্মুখ-প্রত্যাশায় মীর্ণার মুখের দিকে আছে সে চেয়ে। বল্লে, তোমার কি কিছুই বলবার নাই দিদি ?

মীর্ণার চোখ দুটো বুজে এলো। চোখ বুজে সে প্রতি-অঙ্গ দিয়ে অনুভব কর্‌ছে অরুণের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। অরুণ চরিত্রবান, অরুণ প্রেমিক, অরুণ মহৎ, অরুণ আদর্শ। কিন্তু সে কি কিছুই নয় ? সে যে এতটা কাল তার উদ্দাম-যৌবনকে একটা উত্তেজক-পরিবেশের মধ্য দিয়ে পার ক'রে নিয়ে এলো,—দীপ্তির প্রশংস-দৃষ্টির ছায়াপথে সে কি শুধু মায়া ? সবাই দেখ্‌লে সে মদ খায়। মদই খায় দেখ্‌লে—দেখ্‌লে না, তারই দেহ-প্রাচীরে তারই যৌবনের বুভুক্ষু-ক্রন্দন ! দেখ্‌লে না, সতী স্ত্রীর স্থূলভক্তা খ্যাতির মত একটা স্বামী গ্রহণ না ক'রেও সে ভদ্রভাবে জীবন কাটিয়ে এলো ! স্যামুয়েল করেছিলো আত্মহত্যা, অজিত হয়েছিলো পাগল, এইটিই সবাই দেখ্‌লে ! দেখ্‌লে না, দেহকে শাসন করে যে-আত্মা—সেই আত্মার কাছে হ'লো ওরা পরাজিত ! সে সারাজীবন ধ'রে খুঁজেছে তাকে, যাকে সে পেলো জীবন-সায়াহ্নে। একথা সে আজ কাকে বল্‌বে 'ইট্‌ ইজ টু লেট্‌ !'

অরুণকে সে ফাঁকি দিতে চায় না। ফাঁকি দিয়ে দেহ বিক্রয় করা হয়, দান করা হয় না। আজ অরুণের আত্মত্যাগই হ'লো

সকলের কাছে বড়, কিন্তু তার কথা ভুলেও কেউ উচ্চারণ করে না!—ঐ দীপ্তিও না!

—কি ভাব্ছো দিদি?

মীর্ণা সচকিত হয়ে বল্লে, এ প্রশ্নের কি কোন মানে হয় বোন! তারপর হেসে বল্লে, বিয়ে আর আমার এ-কাঠামায় হ'লো না দীপ্তি!

—কিন্তু কথা দিয়ে যাও দিদি, ভাল হ'য়ে এসে তুমি অরুণবাবুকে বিয়ে করবে?

—কথা দিয়ে গেলাম দীপ্তি, যদি ভগবান থাকেন তবে আবার আমি ফিরে আস্বো। কিন্তু তোমাদের ঐ অরুণবাবুও জানেন, এ-রোগ ভাল হবার নয়। ব'লে মীর্ণা মুখ টিপে হাস্লে।

দীপ্তির চোখে ততক্ষণ জল টল্ টল্ ক'রে উঠেছে। বল্লে, ভগবান হয়তো আমিও মানি না, কিন্তু অরুণবাবুর জন্তে আমার দুঃখ হয়—তাঁকে এমন ক'রে ব্যর্থ করলে কে? তুমি? না, যাকে সবাই ভগবান বলে সেই অদৃশ্য নির্মম-দেবতা?

মীর্ণা অতিকষ্টে এতক্ষণ নিজেকে সংযত ক'রে রেখেছিলো কিন্তু আর পার্লে না। উত্তেজনায় তার দুর্বলদেহ থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্লো। অরুণবাবু—শুধু অরুণবাবু! তুই থাম্—তুই থাম্ দীপ্তি! মীর্ণা তার ভাঙা-স্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্লো।

দীপ্তি থেমে গেলো বটে কিন্তু মীর্ণার এই দুর্বোধ্য ইঙ্গিতকে সে গ্রহণ করতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে দীপ্তি। আর তোদের

অরুণবাবুকে একবার ডেকে দে। ব'লে শীর্ণা আবার চোখ বুজ্‌লো।

এবার সুশান্তও একবার লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লো।—হাত পা ছড়িয়ে একটা পরিপূর্ণ বিশ্রাম। সর্বশরীরব্যাপী একটা গ্লানির মধুর-মুক্তি যেন হ'লো এই মুহূর্তে। আর তার মনে হ'লো চুপ ক'রে শুয়ে থাকার মত আরাম আর কিছুতে নাই। যারা শুতে পায় না তারা হতভাগ্য। তাদের জন্যে আজ সুশান্তর করুণা হচ্ছে।

শুয়ে শুয়ে সুশান্ত আজ দেখ্‌ছে—বাইরে জান্‌লাটা দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখ্‌ছে: একটা চিলেকোঠা, একটা চিম্‌নির মাথা, টেলিগ্রাফের তারে ব'সে-থাকা একটা কাক আর তারই জান্‌লার পাশে নিমগাছের প্রসারিত শাখা। আর তারই নীচে দিয়ে চলেছে —যা দেখা যাচ্ছে না, অগণিত জনসমুদ্র।—তারা রোজই যায়— রাজপথের ব্যঙ্গ ওরা। আধুনিক সাহিত্যের নায়ক নায়িকা ওরা।

কমলা একদিন বলেছিলো, কি হয় ওদের কথা লিখে! ওরা তো আমরাই—আমাদেরই স্বঘর, জ্ঞাতগোষ্ঠী। আমরা যে জানি ওদের কথা।

জানি,—হাঁ জানি বই কি। আমিও কি আমার নিজের সম্বন্ধে কম জানি না কি! সুশান্ত আপনমনে একবার হো হো ক'রে হেসে নিলে।

চাকরটা এসে খোঁজ নিলে আজ কি খাবেন বাবু?

—কিছু না। সুশান্ত গলায় একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়েই বল্লে।

আজ বল্লী নাই এইটিই তার বড় সান্ত্বনা। সে থাক্‌লে হয়তো সকাল থেকেই তার উৎপাত সুরু হ'তো। কালকেও সে ছিলো, আজ নাই। এই ক'টি ঘণ্টার অনুপস্থিতির নীরবতাকে একটি স্নিগ্ধ পরিবেশের মত সুশান্ত গ্রহণ করেছে।

কাল এইখানে বসেই বল্লী বলেছিলো, সংসার কাব্য নয়। কিন্তু সংসারে বসেই সে কাব্য সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এইটিই হ'লো এখানকার সবচেয়ে ট্রাজেডি।

সে বলেছিলো ফোন নিতে, কিন্তু আজো সে পারলে না ঐ ক'টি টাকার সংস্থান করতে। এমনি সে অনেক প্রয়োজনই তার পূরণ করতে পারে নি। বল্লী আজ নাই কিন্তু ফোন থাক্‌লে তার সান্নিধ্য সে এইখানে ব'সেই অনুভব করতে পারতো। বরং সে ভালই হ'তো: সে আছে কিন্তু নাই তার দায়িত্ব; সে একা কিন্তু অনুভব করতো দু-এর সান্নিধ্য।—বিরহ-মিলনের এক সূক্ষ্ম যোগাযোগ।

যাক্ বল্লী। বেশ আছে সে তার ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে। করুক সে আজ তার রসারোডের তিনতলা ঘরে শুয়ে এই ছেঁড়া মাদুরকে অভিসম্পাত। সে আপন ভাগ্যকে নিয়ে সগৌরবে ক'রে যাবে তার পৃথিবীকে উপহাস।

সুশান্ত আবার উঠে বস্‌লো। আবার নিলে তার কালি কলম খাতা।

বল্লী সত্যিই এলো না। সুশান্ত বিস্মিত না হ'লেও ব্যথিত হ'লো।

মামা বল্লেন, সুশান্তর অসুখ।

এইখানেই বল্লী পেলো আঘাত: সে কি নিজে একটা খবর দিতে পারতো না!

এই সামান্য একটা ভুলকে কেন্দ্র ক'রে যে বৃহৎ ব্যবধান রচিত হ'লো তার পরিসমাপ্তি ঘটলো সুশান্তর মৃত্যুতে।

সুশান্তর জ্বর আর ছাড়লো না। অতি অল্পদিনের মধ্যে তার দেহে এবং মনে অস্বাভাবিক অবসাদ দেখা দিয়েছে। সে দু'পা চলতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ে, বেশীক্ষণ ব'সে সে লিখতেও পারে না। এই অপ্রত্যাশিত যান্ত্রিক-বৈকল্য কদিন থেকে তার প্রভূত ক্ষতি করছে। তবু সে আজ জোর ক'রে লিখতে বসেছে। কিন্তু কি লিখবে আজ? রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ের কথা? কোথায় কোন্ ঘরে আছে জ্যোতি ঠাকুরের আর্ট্ গ্যালারি? কোন্খানে ব'সে তিনি সাধনা করতেন আর কোন্ গুহায় ছিলেন সরলা দেবী দীর্ঘ পনেরদিন ধ'রে তপস্যায় রত?

আজ সুশান্তর সে-সব কথা লিখতে লজ্জা করছে। নীর্ণা যদিও এসে আশ্রয় নিয়েছে ঐ মোরাবাদি পাহাড়েরই নীচে। ছোট্ট একখানা ডাকবাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ী: তার চারদিকটাই খোলা, মোরাবাদি-যাত্রীর কলহাস্য নীর্ণা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই শুনতে পায়। নীর্ণা কদিন চেষ্টা করেছিলো একটু একটু বেড়াতে কিন্তু ক্রমশই সে দুর্বল হয়ে পড়ছে, তাই সেটাও তা'কে বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে।

অরুণ সেদিন বল্লে, আমার ভারি ইচ্ছা করে, তোমাকে একবার ঐ পাহাড়টার ওপরে নিয়ে যাই।

—এ তোমার অহেতুক ইচ্ছা। ওর ভেতরে কি আছে, আমি এইখান থেকে ব'সে ব'সেই ব'লে দিতে পারি।

—আচ্ছা, বল শুনি। অরুণ বল্লে।

—ওর ভেতরে খানকতক ঘর আছে, এমনি ইঁট দিয়ে তৈরি এবং সেগুলি সাজানো হয়েছে খানকতক চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃতি দিয়ে।

অরুণ জোরে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, বাঃ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো।

—তুমি একবার যাবে অরুণ ঐ পাহাড়ের চূড়ায়? আমি একবার দেখ্‌বো কেমন মানায়ঃ তুমি বস্‌বে ঐখানে পা ঝুলিয়ে, অস্তোন্মুখ রবির আলো পড়্‌বে তোমার মুখে।

—না, যাব্বো না। তার চেয়ে ব'সে রইবো আমরা এইখানেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাহাড়ের গায়ে ছুটে ছুটে বেড়াবে, আমি গাইবো গান—পাহাড়ী কিম্বা ভাটিয়ালী, তুমি শুন্‌বে চোখ বুজে, বাতাসে ভেসে আস্‌বে ঐ হাস্নুহানার গন্ধ।

—বাঃ, গাইবে অরুণ? তুমি একটা লোভনীয় 'য়্যাট্‌মোস্‌ফিয়ার' আমার সাম্‌নে ধরেছো! ব'লে মীর্ণা যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে গেলো।

অরুণ গেয়ে চলেছে গানের পর গান। তার চোখ বেয়ে পড়্‌ছে জল। মীর্ণার সঙ্গে দেনা-পাওনার বুঝি এইখানেই হলো শেষ। আজ তার মনে পড়্‌লো, এমন ক'রে ব'সে তাকে কোনদিনই অরুণ

গান শোনাতে পারে নি। মীর্ণা চঞ্চল : একটি মুহূর্তও সে এমন ক'রে ধরা দেয়নি। অরুণ কাঁদ্ছে। কাঁদছে, মীর্ণাকে দেখে : দেহে ও মনে যে আজ সর্বাঙ্গে পঙ্গু। একটা চলমান নক্ষত্র যেন হাত-পা ভেঙে পড়েছে ভূমিশয্যায়!

—তুমি কাঁদ্ছো অরুণ! আমি জানি, তুমি কাঁদবে। আমি যে তোমাকে পাবো, এ কোনদিনই ভাবি নি। তুমি ছিলে আমার কল্পনারও বাইরে। নইলে এমন ক'রে হয়তো আমি নিজেকে নষ্ট কর্তে পারতাম না। বল্তে বল্তে মীর্ণার চোখও জলে ভরে উঠ্লো।

—আমি তোমার জন্যেই কাঁদ্ছি মীর্ণা। চেয়ে চেয়ে দেখ্ছি আর কেবলই মনে হচ্ছে, যে কোনদিন কাউকে স্বীকার কর্লে না—আপন ব্যক্তিত্বের গৌরবে সলককেই করেছে যে তুচ্ছ, সে আজ কত অসহায়!

—অসহায় তো আমি আজো কারো কাছে নই অরুণ! তুমি আছো সঙ্গে, সেইটিই তো আমার বড় সহায়। ভাল না বাস্লে এমন ক'রে তুমি আমাকে কি রাঁচি আন্তে পার্তে? আমি আমার ঘরেই মরতাম : লোকচক্ষুর অন্তরালে, একান্ত নিঃশব্দে। ব'লে মীর্ণা হাস্লে। ছোট্ট একটুক্রো হাসি—যার রেখাটা দুই ঠোঁটের মাঝেই মিলিয়ে গেলো।

—সে আমি জানি মীর্ণা! ব'লে অরুণ নিঃশব্দে পাহাড়টার দিকে চেয়ে রইলো।

সুশান্ত এই পর্যন্ত লিখে অবসন্নের মত শুয়ে পড়্লো। এবং আর সে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর একবারও উঠ্তে পার্লে না।

'শ্যামলী'র অদ্বৈতবাবু সেদিন কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে গেলেন। সত্যিই তো, তিনিই বা আর কত অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বেন! কিন্তু আশ্চর্য এই জ্বর! এ জ্বরের কি আর মুক্তি নাই! এমন ক'রে শুয়েই বা তার কি ক'রে কাটবে? এ-সপ্তাহে কাগজ না বের করলেই নয়। চিকিৎসা? তারও যেমন কোন মানে হয় না, এমন ক'রে শুয়ে থাকারও কোন মানে হয় না।

সেদিন জোর ক'রেই সুশান্ত অফিসে গেলো। অদ্বৈতবাবু বল্লেন, এইতো বেশ এসেছেন দেখ্‌ছি। অসুখ হচ্ছে মনে, সুশান্ত বাবু। মনের জোর থাক্‌লে কোন অসুখই কাবু করতে পারে না। আমার জ্বর হ'লো, সবাই বল্লে বিশ্রাম নিন: আমি হাসলাম। এইতো রয়েছে এরা, বলুক, নিয়মিত রুটীনের আমার কোন ব্যতিক্রম হয়েছে কি না। শুন্‌লে আশ্চর্য হবেন, ঐ প্রবল জ্বর নিয়ে আমি মোহনবাগানের খেলা দেখ্‌তে গিয়েছি মশায়।

সুশান্ত লজ্জিত হ'লো। অদ্বৈতবাবু যা পারে, সে তা পারে না কেন? সে বেশ বুঝ্‌তে পারছে, একটু অন্যমনস্ক হ'লেই তার সমস্ত শরীরটা এখুনি হুড়মুড় ক'রে ভেঙে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌বে। সে সোজা হ'য়ে বস্‌লো। সত্যিই তো, অদ্বৈতবাবু ঠিকই বলেছেন, অসুখ হচ্ছে মনে। এতদিন অফিসে না এসে সে হয়তো ভুলই করেছে। কাজে ডুবে থাকলে, এই দুষ্ট-জ্বর তাকে এতটা হয়তো পেয়ে বস্‌তো না। সাপের বিষকে জোর ক'রে 'নাই' ব'লে ওঝারা রোগী আরাম করে। সেও অমনি 'নাই' বলেই তার জ্বরকে করবে উপেক্ষা।

কিন্তু সুশান্ত পার্‌লে না ঃ বাড়ী এসে একটা অস্বাভাবিক শ্বাস-কষ্টে সে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। ভোররাত্রে সে লক্ষ্য কর্‌লে, এক-ঝলক রক্ত তার মুখ দিয়ে উঠে এলো।

সুশান্ত স্থিরদৃষ্টি নিয়ে সেইদিকে চেয়ে আছে। পৃথিবী আছে কি নাই সে যেন আজ ভুলে গিয়েছে। তার সমস্ত মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় এই একটি মুহূর্তে তাল পাকিয়ে গেলো। একটা জড়তা, একটা গতিহীন, পরিনাপহীন অসহায়তা নিয়ে সে বসে আছে। সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে চেষ্টা করছে শুধু 'রক্ত।' কিন্তু পার্‌লে না বোধ হয় আতঙ্কেই। যাক্, তবু নিশ্চিন্ত। তবু তার একটা পরমায়ুর হিসাব-নিকাশ হ'য়ে গেলো। অতঃপর ? সে কি এখন হাসপাতালে যাবে ? হাসপাতাল ভিন্ন উপায়ই বা কি আছে ? কিন্তু তার উপন্যাস ? মৃত্যুর আগে তার এই বড় কর্তব্য যে তাকে শেষ ক'রে যেতে হবে। চমৎকার যোগাযোগ ! তার উপন্যাসের নায়িকাও আজ মৃত্যু প্রতীক্ষায়। সুশান্ত উন্মাদের মত হেসে উঠ্‌লো। শিল্পী নাই—মীর্ণার নিস্পন্দ দেহের পাশে শিল্পীও থাক্‌বে প'ড়ে ! বাঃ চমৎকার প্রযোজনা ! এতবড় আর্টিস্টিক-মৃত্যু জগতে বোধ হয় এই প্রথম হ'লো।

সুশান্ত উত্তেজিত হ'য়ে চাকরটাকে ডাকৃতে গিয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি রক্ত মুখ দিয়ে পড়্‌লো গড়িয়ে। সুশান্ত আর উঠ্‌তে পার্‌লে না, অমনি ক'রেই গড়িয়ে গড়িয়ে নিজের বিছানায় ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লো।

এরপর কতক্ষণ কেটেছে সুশান্তর মনে নাই। যখন ঘুম

ভাঙ্‌লো, তখন দেখ্‌লে তারই পাশে ব'সে চাকরটা পাখার বাতাস কর্‌ছে।

—বাবু, জল খাবেন ?

—হাঁ. একটু দে তো।

জল খেয়ে সুশান্ত আবার চোখ বুজ্‌লো।

—বাবু, মাকে একটা খবর দেবো ?

—না। আচ্ছা, একবার তৃপ্তিকে ডেকে দিতে পারিস ?

তৃপ্তি যখন এলো তখন সুশান্তর আবার জ্বর এসেছে। সুশান্ত লাল চোখ দুটো বের ক'রে বল্লে, তুমি এসেছো ? আমি জানতাম তুমি আস্‌বে।

—কেন আস্‌বো না, কি হয়েছে আপনার ?

—চল্লাম তৃপ্তি। আমার শেষ হ'য়ে এসেছে। কিছু কিছু ভার তোমাকে দিয়ে যাবো, তাই ডেকেছি।

—কি বল্‌ছেন আপনি !

—আমি আজই হাসপাতালে চলে যাবো। উপন্যাস আজো শেষ কর্‌তে পারি নি, নইলে সেটাও দিয়ে যেতাম। তবে শেষ আমি ক'রে যাবো, নইলে মরে গিয়ে শান্তি পাবো কেন ?

—বল্লী কোথায় ?

সুশান্তর মুখে একটুক্‌রো ম্লান হাসি মধ্যপথেই মিলিয়ে গেলো। বল্লে, সে তো অনেকদিনই এখান থেকে চলে গিয়েছে।

—তাকে কি কোন খবরই দেন নি ?

—কি হবে ! একদিন পাবেই ।

—কবে গিয়েছে বল্লী ?

—বোধ হয় মাস পাঁচ ছয় হবে ।

—সেও কোন খবর নেয় নি ?

সুশান্ত আবার তেমনি ক'রে একটু হাস্‌লে ।

—আপনি এতদিনই বা আমাকে একটা খবর দেন নি কেন ? অনুযোগের সুরে তৃপ্তি বল্লে ।

—খবর দিলেই বা কি হ'তো ।—এ শিবের অসাধ্য । তা ছাড়া আমি আগে জান্‌তেও পারি নি, রক্ত উঠ্‌তেই আজ টের পেলাম ।

তৃপ্তি পাথরের মত বসে রইলো । তার পায়ের তলায় যেন একটা প্রবল ভূমিকম্প হ'য়ে গেলো । বল্লে, আমারই অন্যায় হয়েছে সুশান্তবাবু, অভিমান ক'রে আমিই আসি নি আপনাদের খবর নিতে । কিন্তু যদি জান্‌তেন—

—জানি বই কি তৃপ্তি । আর জানি ব'লেই তো আজ এমন ক'রে ডাক্‌তে পার্‌লাম ।

তৃপ্তি আর পারলে না, বহুদিনের রুদ্ধ-বেগ চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়্‌লো । বল্লে, যদি জানতেনই, তবে তুদিন আগে ডাক্‌লেন না কেন—তা হ'লে তো—

—তা হ'লেও কোন উপায় হ'তো না তৃপ্তি । এ ক্ষয় অনেক দিনের । বাইরে যখন প্রকাশ পায় তখন আর কোন উপায় থাকে না ।

তৃপ্তি আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না, শুধু তার হাতখানা নিয়ে সুশান্তর কপালের ওপর রাখলে।

—আচ্ছা, তোমাকে 'আপনি' বল্‌তাম, না 'তুমি' বল্‌তাম তৃপ্তি? সুশান্ত হাস্‌তে হাস্‌তে জিগ্যেস্ করলে?

—'আপনি' বলতেন। কিন্তু 'তুমি' ব'লে ডেকে সেটা ফিরিয়ে নিলে আমি রাগ করবো।

সুশান্ত চেয়ে রইলো তার অতি-পরিচিত নিমগাছটার দিকে। তার ঐ শোবার ঘরের ক্ষুদ্র জানলাটি দিয়ে পৃথিবীর অনেককিছুই দেখা যায়। সে জানে, প্রভাতের সূর্য তারই জান্‌লায় প্রথম ধরা দেয়।

—কি দেখ্‌ছেন অমন ক'রে?

—একবার দেখে নি, যাদের এতদিন ধ'রে দেখেছি।—এই শেষ।—হাঁ, একটা কথা তোমাকে এখনো আমার বলা হয় নি তৃপ্তি। আমার উপন্যাসের শেষটুকু বল্লীকে পৌঁছে দিও। দুঃখ তো সে পাবে, তবু একটা স্মৃতি রইলো।

—আপনি বল্‌ছেন যখন দেবো, কিন্তু এ সান্ত্বনাটুকু তার না পেলেও চল্‌বে।

—এ অত্যন্ত রাগের কথা তৃপ্তি। বড়লোকের ঘরে মানুষ সে— সে পারবে কেন এই 'য়্যাট্‌মোস্‌ফিয়ারে' বাস করতে!

—পারবেই না যদি তবে কি অধিকার ছিলো তার এমন ক'রে একজনকে নষ্ট করবার? তৃপ্তি উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

সুশান্ত ক্লান্ত হ'য়ে এবারে চোখ বুজেছে। তৃপ্তি উঠে চাকর-টাকে ডেকে কি ব'লে দিলে, তারপর আবার এসে যথাস্থানে বস্‌লো।

আজ তার জীবনে এ কি নতুন অধ্যায় সুরু হ'লো? সে ভুল্‌তে চেষ্টা করেছে এই সুশান্তকে—প্রাণপণ শক্তিতে সে জানিয়েছে তার ভগবানকে, বল্লীকে সুখী কর। কিন্তু বল্লী পার্‌লে না সুখী হ'তে; সে জান্‌লেও না, কী সে হারালে!

কিন্তু ভগবান তুমি তো জান্‌তে! তুমি কি শুধু বিদ্রূপ করবার জন্যেই মানুষের ওপরে ব'সে আছো। তৃপ্তি আপনমনেই উচ্চারণ করলে। যদি জানতেই, তবে কেন তুমি আমাকে বঞ্চিত করলে? আমি যে একে নিয়ে সোনার সংসার গড়্‌তে পার্‌তাম! আজ সে এলো, কিন্তু 'ইট ইজ টু লেট্!'

সুশান্ত পাশ ফিরে ডাক্‌লে, তৃপ্তি!

—কি বল্‌বেন বলুন।

—আচ্ছা, আমার উপন্যাস শেষ করেছি তৃপ্তি?

—না, কাল শেষ হবে।

—আচ্ছা, মীর্ণার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, নয়?

তৃপ্তি চম্‌কে উঠলো। বল্লে কেন, কষ্ট কিসের?

—মীর্ণা অনায়াসে অরুণকে বিয়ে করতে পার্‌তো কিন্তু তা সে করে নি। রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে, দেহকেই সে বঞ্চিত ক'রে গেলো। তুমি জানো তৃপ্তি, এই সংযমকে সে আর্ট-হিসেবে গ্রহণ করেছে। আজ সে মৃত্যুশয্যায়: বলো দেখি তৃপ্তি, আজ যদি সে তার

বুভুক্ষিত-দেহ নিয়ে অরুণকে আহ্বান করে, সে কি ভ্রষ্ট হবে? সে কি কোন মূল্যই পাবে না তার এতদিনের সংযমের?

তৃপ্তি আর শুনতে পারে না, তার সর্বশরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে! মীর্ণা—অরুণ—বুভুক্ষিত-দেহ—আপনি থামুন, আপনি থামুন! ব'লে, তৃপ্তি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

—কেন, কি হয়েছে তৃপ্তি?

তৃপ্তি তখনো হাঁপাচ্ছে। বল্লে, কিছুই নয়—আপনার বেশী কথা বলা ভাল নয়, তাই।

চাকরটা ফিরে এলো! একবাটি দুধ নিয়ে এসে রাখ্‌তেই সুশান্ত চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো: দুধ আমি খাবো না।

—আমি এত কষ্ট ক'রে আনালাম, আর আপনি খাবেন না?

—দুধ আমার খেতে ভাল লাগে না। ছোটবেলায় খেয়েছি কি না তাও মনে নাই।

তৃপ্তি হাস্‌লে। বল্লে, ছোটবেলার অনেককথাই মনে থাক্‌বার কথা নয়। কিন্তু আর দেরী নয়, ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে খেতে আরো কষ্ট হবে।

তারপর সুশান্তর মাথাটা এক হাতে তুলে ধরে একটু একটু ক'রে সমস্ত দুধটা তৃপ্তি তাকে খাইয়ে দিলে।

সুশান্ত বল্লে, দুধ বোধ হয় আমি এই প্রথম খেলাম। যাক্, তুমি অনেক করলে তৃপ্তি; এইবারে আমার হাসপাতালে যাবার ব্যবস্থা ক'রে তুমি বাড়ী যাও।

—না, হাসপাতালে যাওয়া হবে না।

—তবে থাক্‌বো কোথায়! বাড়ীতে আমাকে দেখ্‌বে কে? তা ছাড়া এসব রোগে যথাযথ পরিচর্যাও দরকার।

—আমি থাক্‌তে আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে, এই বা আপনি বলেন কি ক'রে।

—সেকি! তুমি করবে আমার সেবা! বিস্মিত হ'য়ে সুশান্ত উঠে বস্‌লো।

—কেন, আপনার দিক থেকে কি কোন আপত্তি আছে? একটু শ্লেষ ক'রেই তৃপ্তি জিগ্যেস কর্‌লে।

—আপত্তি? ম্লান হাস্‌লে সুশান্ত। তা নয়, তোমার বাবা কি বল্‌বেন?

—আমার বাবার কথা আমি আপনার চেয়ে বেশী জানি সুশান্তবাবু। কোনদিন কোন প্রার্থনাই জানাই নি, আজ এটুকুও কেড়ে নিলে আমি বাঁচ্‌বো কি ক'রে!

—তোমার ইচ্ছায় বাধা দেবো না তৃপ্তি।

"কত ধৈর্য্য ধরি'
ছিলে কাছে দিবস শর্ব্বরী।
তব পদ-অঙ্কন গুলিরে
কতোবার দিয়ে গেছো মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে!
আজ যবে— দূরে যেতে হবে—
তোমারে করিয়া যাবো দান
তব জয়-গান।"

বল্‌তে বল্‌তে সুশান্তর চোখ জলে ভরে এলো।

তৃপ্তি আজ সার্থক। আর তার কোন অভিমান নাই। যে-স্বপ্নকে সে কতকাল ধ'রে লালন করেছে, আজ তার এই বিশেষ-জগতে তাকেই পেলো সে সত্যরূপে—আজ তার নবজন্ম।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপরে একসময়ে তৃপ্তির হাতখানি তুলে ধরে সুশান্ত নিজের মুখের ওপর বুলিয়ে নিলে। বল্লে, তুমি রইলে আমার মনে।

তৃপ্তির সর্বশরীর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে স্থির হ'য়ে গেলো।

—আমার মীর্ণাও বলেছিলো একদিন, সব মেয়েই বিয়ে করবার জন্যে আসে না।

—থাক্ ও-কথা, আপনি একটু ঘুমুন। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

এরমধ্যে ডাক্তার এসে দুদিন দেখে গিয়েছে, তাতেই লেগেছে সুশান্তর ভয়। বল্লে, ওরা মানুষ বাঁচাতে পারে না, ধূনধাম ক'রে সময় সংক্ষেপ করতে পারে। আমাকে বিনা আয়োজনেই মরতে দাও তৃপ্তি।

—আপনি বলেছেন, কোনদিক দিয়েই কোন বাধা আমাকে দেবেন না।

—হাঁ, তা বলেছি বটে। কিন্তু কথা কি জান, তোমাকে নিঃস্ব ক'রে যাচ্ছি এও তো আমাকে দেখে যেতে হ'লো।

তৃপ্তি হাস্‌লে। বল্লে, ওতে আর আপনার পাপ হবে না। এইবার একটু চুপ করুন দেখি, আপনার দুধটা নিয়ে আসি।

তৃপ্তি চলে গেলো। তার দিকে চেয়ে সুশান্তর আজ মনে পড়্‌লো, এমনি ক'রে বল্লীও এসেছিলো তার সকল ভার নিতে। ঐ তৃপ্তির মতই সেও কর্‌তো তাকে শাসন, চলে যেতো ঠিক এমনি ক'রেই চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দিয়ে।

সুশান্ত চোখ বুজে আর-একজনের কথা মনে করবার চেষ্টা করে। সে কমলার কথা। কমলা আজ নাই কিন্তু কমলাকে সে অনুভব করে প্রতিটি রক্ত-চলাচলের মধ্যে। আজ কমলাও নাই, বল্লীও নাই—কোথা থেকে এলো এই তৃপ্তি : অপ্রত্যাশিত, দুর্লভ এই তৃপ্তি! অথচ এ সেই তৃপ্তি, যার অবমানিত চিত্ত একদিন মাথা খুঁড়ে মরেছে—যার বাঁচবারও ছিলো না পথ, মর্‌তেও যে পারে নি : সহস্র মানসিক দৈন্যের গুরুভার মাথায় বহন ক'রে ধীরে ধীরে পৃথিবীর পথ অতিক্রম করা ছাড়া যার কোন উপায়ই ছিলো না।

উত্তেজনায় সুশান্ত সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লো। তার একবার মনে হ'লো, আস্তে আস্তে সোজা সিঁড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে চলে যায়। তৃপ্তি এসে দেখুক, এবারেও সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো।

—আপনি আবার উঠে বসেছেন? তৃপ্তি ঘরে ঢুকেই বল্লে।

সুশান্ত হাস্‌লে। বল্লে, ব'সে ব'সে কি মনে কর্‌ছিলাম জান?

—কি, শুনি।

—মনে কর্‌ছিলাম, আবার আর-একবার তোমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাই।

—তবে গেলেন না কেন? বুঝি ফাঁকি দেবারও আর শক্তি নাই? ব'লে, তৃপ্তি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

—অনেকদিন পরে তুমি এমনি হাস্‌লে—নয় তৃপ্তি ?

—হাঁ। কেন, ভাল লাগ্‌লো না ? বল্লে, তৃপ্তি।

—খুব ভাল লাগ্‌লো। এ-হাসিও যে এই পৃথিবীতে ছিলো, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

—আপনার মীর্ণা হ'লে কিন্তু তা বল্‌তো না।

—তার কথা তুমি জান্‌বে কি ক'রে ?

—তাকে আমার মত আজ আর কে জান্‌বে ! বল্‌তে বল্‌তে তৃপ্তি অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো।

একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় সুশান্ত সোজা হ'য়ে বস্‌লো। বল্লে, তুমি বাড়ী যাও তৃপ্তি—আমাকে হাসপাতালেই যেতে হবে।

তৃপ্তির চোখ ছল ছল ক'রে উঠ্‌লো। বল্লে, আমি কি কোন অপরাধ করেছি ?

—এ অপরাধের কথা নয় তৃপ্তি ! আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এরকম ক'রে আমার উপন্যাস কোনদিনই শেষ হবে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ন'টা দিন চলে গেলো, আমি একপাতাও লিখ্‌তে পার্‌লাম না। এ কি কম ক্ষতি তুমি আমার কর্‌লে ভাবো !

তৃপ্তিও কঠিন-স্বরে উত্তর দিলে, এমনি ক'রে শরীরকে ধ্বংস ক'রে যা ক্ষতি আপনি করেছেন তা জানেন ভগবান ; একটু সুস্থ না হ'লে আমি কিছুতেই আপনাকে লিখ্‌তে দেবো না।

মীর্ণার চোখে আজ ঘুম নাই। সুষুপ্ত প্রহর চলেছে নিঃশব্দে

সর্পিল গতিতে। একি স্তব্ধ রাত্রি! দূরে সাঁওতাল-বস্তির কলরব তাও গিয়েছে কিছুক্ষণ হ'লো থেমে। আজ কি তারও কলরব থেমে যাবে?

না, আজ সে মরতে পারবে না। আজকের রাত্রি তার প্রলয়ের রাত্রি। সারাজীবন ধ'রে সে এসেছে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। কৃত কালের নিরুদ্ধ উন্মাদনা আজ তার শুক্নো দেহকে নাচিয়ে তুলেছে! —সে আর পারে না······সে আর পারে না।

অরুণ ঘুমুচ্ছে—ঘুমুচ্ছে, তারই একান্ত সন্নিকটে। হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করা যায়। মীর্ণা তার একখানি হাত চোরের মত এগিয়ে দিলে। কিন্তু তাই বা কেন? যেখানে সে একদিন ডাকাতি ক'রে লুণ্ঠন করতে পারতো, সেখানে তার এ-উঞ্ছবৃত্তি কেন? সে তো পারে অনায়াসে তার ঐ লুব্ধ বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।—যেখানে তার নাই কোন সঙ্কোচ, নাই বাধা, নাই কুণ্ঠিত ভিক্ষার নির্লজ্জ কাকুতি। সে বল্বে, সে জাগাবে, ঐ অরুণকে, সে আজ তার এই একটি রাত্রি—শেষ রাত্রি ভিক্ষা চায় অরুণের কাছে।

অরুণ আবার পাশ ফিরে শুলো। কী নিষ্ঠুর ঐ ঘুম!—ও কি জাগ্তেও জানে না! দুই হাতের প্রবল নাড়া দিয়ে তাকে শুধু একবার মীর্ণার বল্তে ইচ্ছা করছে,—তুমি কি পাথর!

এই রাত্রি—এ-রাত্রি কি তার জীবনে শুধু আজই এলো!—হাঁ, আজই বই কি। এমন ক'রে সে কোনদিনই তার রাত্রিকে অনুভব করে নি—সে উপেক্ষা করেছে, উপহাস করেছে তার 'প্যাসানেট্'-

রাত্রিকে। জীবনের কতরাত্রিকে সে এমনি ক'রে অতিক্রম ক'রে এসেছে—কিন্তু তার জীবনে যে, এই একটি রাত্রি অপেক্ষা ক'রে ছিলো তা কে জান্‌তো! হয়তো আজই তার মৃত্যুরাত্রি।

ঐ তো আয়নায় প'ড়েছে তার ছায়া। ও তো মৃত্যুরই ছায়া!

'রূপ নাই আজ রূপ-কঙ্কাল'

একি প্রবঞ্চনা! সে রইলো বেঁচে, আর তার দেহ গেলো ম'রে! আজ নাই তার রূপ, আজ নাই তার যৌবন। কিন্তু এ কি হাস্যকর উন্মাদনা তার আজ!

অরুণ ঘুমুচ্ছে। অদ্ভুত লাগে দেখ্‌তে ও ঘুমুলে। শিথিল-দেহের নিমীলিত আঁখি-পল্লব, ঠোঁট দুটি যেন হাস্‌তে হাস্‌তে এই-মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।—অদ্ভুত তার ঘুম, অদ্ভুত তার ঘুমের ভঙ্গিমা! অদ্ভুত অরুণ, অদ্ভুত আজকের এই পাণ্ডুর রাত্রি—আর অদ্ভুত বোধ হয় সে নিজে।

মীর্ণা চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে। অন্ধকার রাত্রে যেমন ক'রে চেয়ে থাকে বুভুক্ষু-হায়না। দুর্বল হায়না—মুমূর্ষু হায়না। ঝাঁপিয়ে পড়বার অন্তিম-উন্মাদনা তার অন্তরের অন্তঃপুরে বুঝি হিংস্র হ'য়ে উঠ্‌লো। মীর্ণা আর পারে না,—মীর্ণা আর পারে না। উন্মাদের মত সে অরুণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো।

* * *

—না, না তুমি বাধা দিও না, কথা ব'লো না।

* * *

রাত্রি প্রভাত হ'লো। প্রভাত হ'লো নির্লজ্জ 'প্যাসানেট্'

রাত্রির। জাগ্‌লো গাছের পাখী, জাগ্‌লো পল্লীর নর-নারী, জাগ্‌লো প্রভাতি-সূর্য, জাগ্‌লো মোরাবাদি পাহাড় কিন্তু জাগ্‌লো না মীর্ণা, জাগ্‌লো না অরুণ। অরুণের চোখে রয়েছে কোলকাতার মত্তস্বপ্ন: তাদের 'প্লাউমাইথ' গাড়ী ছুটেছে চৌরঙ্গী রসারোডের বুক চিরে, যেমন ক'রে ছোটে কুক্ষিচ্যুত-গ্রহ কক্ষান্তরে।

অপরূপ—অপরূপ এই মীর্ণা! গাড়ীর ভেতর সে খিল্ খিল্ ক'রে হাস্‌ছে আর বল্‌ছে স্পীড্ স্পীড্—আরো জোরে, আরো জোরে! কিন্তু মীর্ণার একি হাসি! অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না—শুধু হাসি, শুধু হাসি!

স্পীড্ স্পীড্—মীর্ণার কণ্ঠে পৈশাচিক সজীবতা। প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম ক'রে নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটেছে। ড্রাইভার বলে আর পথ নাই, অরুণও চেয়ে দেখে আর পথ নাই। পৃথিবীর প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ' পথকে করেছে গ্রাস।—পাতালস্পর্শী সেই খাদ্!

স্পীড্, স্পীড্:

মীর্ণা! মীর্ণা! চীৎকার করতে করতে অরুণ উঠে বস্‌লো।

কী দুঃস্বপ্ন! মীর্ণা যে আছে তারই পাশে শুয়ে! গতরাত্রির হাসি এখনো রয়েছে তার ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে। কিন্তু কী নির্লজ্জ উন্মাদনায় এই তৃপ্তিটুকু তাকে সঞ্চয় করতে হয়েছে—সেকথা জানে সে, আর জানেন বোধ হয় তারই ভগবান।

অরুণ পরম যত্নে মীর্ণার মাথায় হাত রাখ্‌লে—কিন্তু একি! মীর্ণা নাই! বরফের মত ঠাণ্ডা একটি শুভ্র-কঙ্কাল তারই পাশে হাসিমুখে আছে শুয়ে!—ওকি এখনো হাস্‌ছে?

মীর্ণা! মীর্ণা! উন্মাদের মত অরুণ দুই হাত দিয়ে তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিলে।

সুশান্তও উঠ্‌লো চীৎকার ক'রে: মীর্ণা! মীর্ণা!

এ তার উল্লাস—উপন্যাস শেষ হবার আনন্দোচ্ছ্বাস। মৃত্যুকে দিয়েছে সে ফাঁকি।—ঐ তৃপ্তিও বলেছিলো, তাকে কিছুতেই লিখ্‌তে দেবে না।—ঘুমো অভাগি, ঘুমো! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ……

সুশান্ত উন্মাদের মত লাফিয়ে উঠ্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে তার ভাঙা বাক্সের ওপর পড়ে গেলো।

ঘুম ভেঙে তৃপ্তি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। কিন্তু কে বল্‌বে তখন কথা! তার সকল কথাই মূক হ'য়ে পড়ে আছে ঐ কাগজের ক'টি পৃষ্ঠায়।

তৃপ্তি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে—অক্ষরের পর অক্ষর তার চোখের সম্মুখে নৃত্য ক'রে চলেছে।

তুমি কি পাথর! তুমি কি পাথর!—দুই হাত দিয়ে সুশান্তর নিস্পন্দ-দেহটাকে জড়িয়ে ধ'রে তৃপ্তি ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো: ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো ওর সর্বাঙ্গ, ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো বুঝি ওর ভগবানও!